মার্সেনারি

রওশন জামিল

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

মাইকেল কেইন নিশ্চিত নয় তার আজকের এই পরিণতির জন্য কে দায়ী—পরিস্থিতি, নাকি সে নিজেই সচেতনভাবে তার জীবনকে এ-পথে পরিচালিত করেছে। অবশ্য তেমন ইতরভেদ এতে হয় না। তার একমাত্র পরিচয়, সে একজন বন্দুকবাজ; ভাড়া করা যায় এরকম একটা খুনে যন্ত্র বিশেষ। এই পেশায় সফলকাম হতে যা-যা লাগে—অসীম ধৈর্য, চোখ-ধাঁধানো ক্ষিপ্রতা আর ছন্দোময় পেশী-শক্তি সবই ওর আছে।

মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই পশ্চিমের সেরা বন্দুকবাজদের কাতারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে কেইন। বর্তমানে ওর যা নামযশ, ওর দ্বিগুণ বয়সেও খুব কমসংখ্যক লোকই তা অর্জন করতে পেরেছে। কেইন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যেখানে কাজের সন্ধানে হাপিত্যেশ করতে হয় না ওকে; কাজই ওকে খুঁজে নেয়। একটা সময় ছিল যখন সে এই দিনেরই স্বপ্ন দেখত। কিন্তু আজ ওর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে।

এ-মুহূর্তে কেইনের হাতে বিশেষ কাজ নেই, গেল এক হপ্তা ধরে আলস্যে দিন কাটাচ্ছে ডেনভারে বসে। ট্যাবর গ্র্যান্ডয়ে গিয়ে যাত্রা দেখেছে একদিন; ওর স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মদ্যপান করেছে; তারপর আরেকদিন পোকার খেলেছে রাতভর। তবে এখন আবার পথে নামার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে ও। অন্য কোথাও চলে যেতে চাইছে। যেদিকে দুচোখ যায়।

সন্ধে নাগাদ হোটেলে ফিরে এল কেইন, ঘরের চাবি নিতে রিসেপশন ডেস্কে থামল। চোখ তুলল কেরানি, ওকে চিনতে পেরে জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। কেইন বিরক্ত হলো, তাকে চিনলেই অধিকাংশ লোক এরকম ব্যবহার করে। ওরা ভয় পায় ওকে, তাই তোয়াজ করে চলে যেন কোন ঝামেলা না হয়। কিন্তু আসলে কেইন নিজেও যে চায় না কোনরকম ঝামেলা, একথা কেউই তলিয়ে ভাবে না একটিবারও।

ডেস্কের এপাশে ওর চাবি ঠেলে দিল কেরানি। বলল, 'এক লোক তোমার খোঁজ করেছিল, মিস্টার কেইন। তোমার হদিস জানা না থাকায় কিছু বলতে পারিনি।'

'কে?'

'নাম বলেনি, মিস্টার কেইন। কী দরকার তাও বলেনি। একদম ছেলে-ছোকরা। কাপড়চোপড় দেখে মনে হলো মফস্বলের লোক।'

'রাতটা আমি ঘরেই থাকব। কাল সকালে চলে যাচ্ছি।' কথা শেষ করে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না কেইন, চাবি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে নিজের

ঘরে গেল।

বিছানার ওপর ওর ওঅর ব্যাগটা তুলল কেইন, পিস্তল বের করে ওয়েস্টব্যান্ডের নীচে গুঁজে রাখল। ডেনভারে এসেছে অবধি সঙ্গে কোন পিস্তল রাখেনি ও। কোন প্রয়োজন হয়নি তার। একমাত্র হোটেল কেরানি ছাড়া এখানে অন্য কেউ ওর পরিচয় জানে না। কেরানি ওর নামটা চিনতে পেরেছিল। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই একটা হপ্তা বেশ স্বস্তিতে কাটাতে পেরেছে সে, কিন্তু আর পারবে না। বিশেষ করে একজন লোক যখন ওকে খুঁজছে।

নীচের রাস্তার পানে তাকিয়ে ঠায় অনেকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে রইল কেইন। গাড়ি-ঘোড়া চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, রাস্তার বাতিতে দেখছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে লোকজন যাচ্ছে এখানে-সেখানে। আনমনে কেইন আন্দাজ করতে চেষ্টা করল কোথায় যাচ্ছে ওই লোকগুলো। কোন্ মায়ার বাঁধন এখানে আটকে রেখেছে ওদের।

অলস ভাবনা, জানা কথা কেইনের স্বভাব মোটেও বদলাবে না এতে। একসঙ্গে এত লোকের বাস এর আগে কোথাও সে দেখেনি। কিন্তু ওদের কারও সাথেই নিজের জায়গা ও বদল করবে না। শহুরে জীবন কাছে টানে না ওকে। তবে ও জানে, ওইসব লোকের মাঝে কিছু সুখী মানুষও আছে, তাদেরকে ওর ঈর্ষা হয়। যেভাবে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাড় গুঁজে কাজ করে ডেস্কে বসে, কিংবা নির্বিবাদে তামিল করে পরের হুকুম ওদের সেই গোবেচারা স্বভাবকে না; ওর ঈর্ষা হয় ওদের হাসিখুশি পরিবার দেখে, ওরা নির্ভয়ে মানুষের সাথে মিশতে পারে বলে।

একটা সিগারেট বানাল কেইন, আপনমনে হেসে মনকে প্রবোধ দিল। সংসার ধর্ম ওর জন্য না। মাইকেল কেইনকে মানায় না এসব। ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চিত, কখন কোথা দিয়ে মৃত্যু আসবে কেউ বলতে পারে না আগাম। বিধবা হতে পারে জেনেও কোন মেয়েকে সে বিয়ের প্রস্তাব দেবে কীভাবে? পিতা হওয়া চলবে না ওর, ছেলেমেয়ে যেকোন সময়ে এতিম হয়ে যেতে পারে।

ধূমপান শেষ করল কেইন, জানালার চৌকাঠে ঘষে আগুন নেভাল। নিজের অজান্তে কান খাড়া করে আছে ও, আশা করছে এখুনি টোকা পড়বে দরজায়। অনুমান করতে চেষ্টা করল কেইন, ওকে কেন খোঁজ করছে লোকটা। যারা কাজ নিয়ে আসে তারা ছাড়া, সাধারণত তিন ধরনের মানুষ খোঁজ করে থাকে ওর: যারা ওকে খুন করে নাম কিনতে চায়; ও যাদের হত্যা করেছে তাদের প্রতিশোধপরায়ণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব; আর কেউ কেউ আসে ওর শাগরেদ হতে।

লম্বা করিডরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল কেইন, একটু বাদে আলতো টোকা পড়ল ওর দরজায়। কাঁধ ঝাঁকাল কেইন, শ্লথপায়ে মেঝে অতিক্রম করে দরজায় গেল। যেসব ছোটখাট শহরে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে ওর নাম সেখানে প্রায়শ এমনটা ঘটে। কিন্তু ডেনভারে তা ঘটবে বলে আশা করেনি ও, ভেবেছিল এখানকার মানুষের ভিড়ে সে হারিয়ে যেতে পারবে। দরজা খোলার

সময়ে হাজারো আফসোস হলো ওর, ভাবল নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলে ওঠাই উচিত ছিল।

বছর আঠারো-উনিশেকের এক ছিপছিপে তরুণ দাঁড়িয়েছিল দোর-গোড়ায়, চেহারা থেকে এখনও কৈশোরের সারল্য মুছে যায়নি। স্থির চোখে কেইনের দিকে তাকাল যুবক।

'তুমি মাইকেল কেইন?'

'হ্যা।'

'তোমার যদি তেমন ব্যস্ততা না থাকে, আমার কিছু কথা আছে।'

একপাশে সরে দাঁড়াল কেইন। 'ভেতরে এসো।'

'আমি রবার্ট হার্ভে।' হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। 'ডিলন মেসা থেকে আসছি।'

করমর্দন করল কেইন, হার্ভের বলিষ্ঠ পাঞ্জার ছোঁয়ায় আন্তরিকতার আভাস পেল। দেখেই ও বুঝতে পারছে এই ছোকরা কোনরকম নামের মোহে ছুটে আসেনি, ওর সাথে এর কোন পূর্ব-শত্রুতা নেই। পশ্চিমে এর মত আরও বহু ছেলে রয়েছে, ল্যারিয়েট ছোঁড়া আর গরুর গায়ে মার্কা দেয়ার কাজে দক্ষ হয় এরা, দেখামাত্র ভাল ঘোড়া চিনতে পারে। কিছুক্ষণ আগের সেই ঈর্ষা এখন আবার অনুভব করল কেইন—চেষ্টা করলে সেও এই রবার্ট হার্ভের মত হতে পারত।

'কেন এসেছ বললে না?' কেইন প্রশ্ন করল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে ওকে মাপছিল হার্ভে। কেইনের কথায় চমক ভাঙল ওর, বলল, 'আমি যা ভেবেছিলাম তুমি দেখতে সেরকম না।'

কেইন মৃদু হাসল, ইশারায় ঘরের একমাত্র চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। 'বস,' বলে নিজে ধপাস করে বসে পড়ল বিছানায়, কনুইতে ভর দিয়ে পেছনে ঝুঁকল। 'কী দেখবে ভেবেছিলে?'

'জানি না।' জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসেছে হার্ভে, হাত দুটো ফেলে রেখেছে কোলের ওপর। 'বোধহয় লম্বা তাগড়া কিছু একটা। আমি এর আগে কখনও কোন পিস্তলবাজ দেখিনি কিনা। আমাদের এলাকার পিয়ারসন ভাইয়েরা অবশ্যি কঠিন লোক। অন্তত ওদের ভাবভঙ্গি তেমনি—সবসময় বোঝাতে চায় তিন জায়গায় ওদের নামে হুলিয়া আছে।'

'আমার নাম পুলিসের খাতায় নেই,' কেইন বলল।

'জানি, সেজন্যই এসেছি তোমার কাছে।'

'কেন?' আবার জিজ্ঞেস করল কেইন, ছেলেটাকে ভাল লেগে গেছে ওর। হার্ভের সারল্যে মুগ্ধ হয়েছে।

'তোমাকে একটা কাজ দিতে চাইছিলাম আমি, কিন্তু এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি না জেনেশুনে কোন কাজ নেবে না।

মিনিট পাঁচেক আগে হলে কেইন বলত হার্ভের কথাই ঠিক, সামান্যতম বারুদের গন্ধ আছে এরকম কোন কাজ সে করবে না। কিন্তু এখন উলটো সুর বাজল ওর গলায়। 'তুমি বল, আমি শুনছি।'

মেঝেতে বুটের ডগা ঘষল হার্ভে, খানিক ইতস্তত করে বলতে শুরু করল। 'আমরা ডিলন মেসায় থাকি, মন্টেরোসার পশ্চিমে। গরু-বাছুরের দেশ। চারটে বড় বড় আউটফিট, গুটিকতক ছোটখাট বাথান আর কিছু খামার—এই নিয়ে ডগড্যান্স শহর। এখানেই থাকে উইলিয়ম বুচার, ডগড্যান্সের মুকুটহীন সম্রাট। বাজে লোক, কিন্তু কীভাবে যেন সব বড় বড় ব্যবসায়ীকে ওর মুঠোর ভেতর পুরে ফেলেছে। আমার বাবাও আছেন ওতে।'

'কাজটা কী তুমি কিন্তু এখনও বলনি?' কেইনের কণ্ঠে বিরক্তির ছোঁয়া লাগল।

'আমার বাবাকে রক্ষা করা, কেন-যেন মনে হচ্ছে শিগগিরই একটা গোলমাল বাধবে ওখানে।' কোটের পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করে বিছানায় ছুঁড়ে দিল হার্ভে। 'এক হাজার ডলার আর কোল্যাটাসের টিকিট আছে ওতে। ডগড্যান্সে যাওয়ার জন্য ওটাই সবচেয়ে কাছের স্টেশন। আজ রাতেই ট্রেন আছে একটা। মন্টেরোসায় পৌঁছে বদল করবে, তারপর কোল্যাটাসে গিয়ে সেখানে স্টেজে করে ডগড্যান্স।'

'তুমি মনে হচ্ছে ধরেই নিয়েছ কাজটা আমি নিচ্ছি।' হার্ভের আত্মবিশ্বাস দেখে কেইন কৌতুক অনুভব করছে।

'তোমাকে দেখার আগে পর্যন্ত তাই ভেবেছিলাম। তবে এখন কেবল আশাবাদী, তুমি রাজি হবে। আরেকটা কথা। তুমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না তুমি আমাদের লোক। তা হলে বুচার তোমাকে থাকতে দেবে না ওখানে। বুচার ভাল ভাল বন্দুকবাজ জোগাড় করার চেষ্টা করছে। তুমি গিয়ে বলবে তুমি সে-খবর পেয়েই এসেছ। তুমি যখন ওখানে পৌঁছাবে তখন কম্বাইনের মিটিং চলছে। কম্বাইন মানে বড় আউটফিটগুলোকে নিয়ে বুচার যে-কমিটি গঠন করেছে।'

'কিন্তু আমি তো এত কম টাকায় কাজ করি না।'

'আমার এক যমজ বোন আছে, জ্যাকুলিন। তুমি ডগড্যান্সে পৌঁছালে ও তোমাকে বাকি এক হাজার ডলার দিয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশি দেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমার ও জ্যাকির অল্প কিছু গরু আছে। তারই কিছু বেচে তোমাকে আমরা টাকাটা দিচ্ছি।'

উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল কেইন। অতীতেও সে অনেক গোলমেলে প্রস্তাব পেয়েছে, কিন্তু সেগুলোর কোনটাই এত জটিল ছিল না। তবু, কৌতূহল দমন করতে পারছে না ও। তা ছাড়া হার্ভে না বললেও কেইন বুঝতে পারছে ওর সাহায্য ওদের প্রয়োজন। রাস্তার দিকে তাকাল ও, মনে হলো সম্ভবত শহরে থাকার ফলেই ওর অতৃপ্তি ক্রমশ চরমে উঠছে। এখান থেকে পালাতে হবে, দুহাজার ডলারের প্রস্তাবটা নেহাত মন্দ না।

'আমি এখানে আছি জানলে কীভাবে?'

'রকি মাউন্টিন নিউজে খবরটা দেখে জ্যাকি আমাকে বলেছে।'

জানালার দিকে পিঠ ফেরাল কেইন, দেখল হার্ভে চেয়ে আছে ওর পানে, প্রত্যাশায় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। একটু চিন্তাভাবনার সময় পাওয়ার জন্য

কেইন জিজ্ঞেস করল, 'ভাল জাতের গরু আছে তোমাদের রেঞ্জে?'

'নাহ্। সব রদ্দি মাল।'

'কিনলেই হয়।'

'বুচার রাজি না। বড় আউটফিটগুলোর ব্যবসায়িক পলিসিও কম্বাইন ঠিক করে—বুচার তার চেয়ারম্যান।'

'ঠিক আছে যাব আমি,' কেইন বলল। 'ওখানে গিয়ে যা ভাল বুঝব তাই করব। আমাকে কোনরকম উপদেশ দেয়া চলবে না।

থুতনি চুলকাল হার্ভে। 'কী ঘটতে যাচ্ছে আমি জানি না।' কম্বাইনের পরের মিটিংয়ে ঠিক করা হবে সেটা। তবে বুচারকে আমি একদম বিশ্বাস করি না। ও চাইছে ডগড্যান্সের আশেপাশে যেসব ছোট ছোট হোমস্টেডার আছে তাদের তাড়িয়ে দিতে। আমি আর জ্যাকি এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের ধারণা এর পেছনে বুচারের কোন কূট মতলব আছে।'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমার দায়িত্ব গোলমাল বন্ধ করা। সাধারণত, লোকে কিন্তু এর উলটো কারণেই আমাকে নিয়োগ করে।'

'জানি,' ঝাঁঝাল সুরে বলল হার্ভে। 'বেশির ভাগ পিস্তলবাজের কোন নীতি থাকে না—টাকাই তাদের কাছে সব। তবে তোমাকে আমার সেরকম মনে হয়নি। তা যদি হও, কাজটা তুমি নিয়ো না।'

অধিকাংশ পিস্তলবাজ যেমন হয়, কেইনও এতকাল তেমনি কোনরকম নীতি বা বিবেকের ধার ধারেনি। ওর নিয়োগকর্তা মানুষ হিসেবে কেমন এটা কখনও খতিয়ে ভাবেনি ও। কিন্তু আজ উপলব্ধি করল ওর ভেতর যে-অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা শুধু এক হপ্তা শহরে বাস করার পরিণাম নয়, এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে ওর অতীত জীবনের মাঝে। কারোকে যদি তার অতীত ভুলতে হয়, ও জানে, তা ভুলতে হবে একবারে এবং চিরকালের মত। ওর সামনে এবার বোধহয় তার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে।

কেইন বলল, 'আমি যাব, হার্ভে।'

সে-রাতে মাইকেল কেইনের ভাল ঘুম হলো না। ট্রেনের একঘেয়ে কুঁউউ-ঝিকঝিক শব্দে ঝালাপালা হয়ে গেল কান, নীচের একটা বার্থে শুয়ে ছটফট করতে লাগল ও। অকস্মাৎ, এবং জীবনে এই প্রথম অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে কেইন। এ-যাবৎ যত লোক ওর হাতে খুন হয়েছে তারা সবাই এখন ভিড় জমাচ্ছে ওর চোখের পর্দায়, বিদ্রূপ করছে ওকে, তর্জনী নাচিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'তুমি নরম হয়ে গেছ, কেইন, ভীষণ নরম—জাউ ভাতের মত।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কেইন, চিৎকার করে তাড়াল প্রেতাত্মাদের, পরক্ষণে উপলব্ধি করল ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আবার চিত হলো সে, লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে মাটির সাথে, সবিস্ময়ে ভাবছে স্বপ্নে প্রেতাত্মারা ওকে 'জাউ ভাতের মত নরম' কথাটা কেন বলল। তারপর, শেষ যে-লোকটাকে ও খুন করেছে তার কথা যখন মনে পড়ল তখন বুঝতে পারল এর অর্থ। ব্যাপারটা পশ্চিম নেবর্যাস্কার ঘটনা। মামুলি এক কৃষক ছিল ওই লোক। সন্দেহ নেই, অন্যায়

কিছু ছিল না ওদের লড়াইয়ে। (অন্তত নিজেকে তাই বুঝিয়েছে কেইন।) খামার মালিক পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। তবে ওটা নিছক একটা অজুহাত মাত্র, মাইকেল কেইনের সামনে আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র সুযোগ পায়নি সে।

কোন ব্যাপারে মনস্তাপ করা কেইনের স্বভাববিরুদ্ধ, যে-ভুল হয়ে গেছে শত অনুশোচনাতেও তা শোধরাবে না। অতীতের ঘটনাবলী ওর জীবনে এখন এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার শামিল। অতীতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে একটা আচমকা আঘাতে তা সম্পন্ন করতে হবে, কথাটা আবারও ভাবল কেইন। বব হার্ভে আর তার যমজ বোন জ্যাকিকে সাহায্য করলে সম্ভবত সফল হবে ওর সেই উদ্দেশ্য। একবার যখন মনস্থির হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল মাইকেল কেইন।

দুই

চাঁদের কলঙ্ক বলতে যা বোঝায়, পশ্চিমের মানচিত্রে কোল্যাটাস হচ্ছে তাই–নোংরা, অপরিকল্পিত একটা সেটেলমেন্ট। ট্রেনটা যখন ওকে নামিয়ে দিয়ে পুবে ডেভিল রিভারের উজান ধরে স্যান হুয়ান পর্বতমালার বড় বড় মাইনিং ক্যাম্পগুলোর উদ্দেশে চলে গেল তখন জনবসতির দিকে নজর ফেরাল কেইন। একটা স্টোর, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু বাড়িঘর, আর স্টেশনের পাশেই কয়েকটা শিপিং-পেন বা গরু বাছুর চালানের খোঁয়াড়। ব্যস, আর কিছু নেই।

জায়গাটা কেইনের অপরিচিত। কলোর্যাডোর পুবের অঞ্চল ও মোটামুটি চেনে। এমনকী কোন একদিন কিনবে এ-আশায় সাউথ পার্কে ছোটখাট একটা বাথানও পছন্দ করে রেখেছে। কিন্তু কেইনের দুর্ভাগ্য, ওর শাইয়েনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই চাহিদাপূরণের মত টাকা আজও জমা হয়নি।

পশ্চিমের ঢালে যা দেখল–মন্টেরোসার চারপাশে গানিসন ভ্যালি, আর নয়নাভিরাম স্নেফলস রেঞ্জ–তাতে ওর চোখ জুড়িয়ে গেল। ডালাস সামিট অতিক্রম করার সময়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে একনজর দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল প্রকৃতি অকৃপণহাতে তার সৌন্দর্য বিস্তার করেছে এখানে। এবার ও ক্যানিয়নের সুউচ্চ দুই দেয়ালের দিকে তাকাল, এখানে-সেখানে লাল পাথর আর হলুদ অ্যাসপেনের ঝোপঝাড় রয়েছে। তারপর কেইন চোখ ফেরাল নদীর দিকে, এমনভাবে ছুটে চলেছে যেন ডলোরেস রিভারের সাথে মিলনের ব্যাপারে তাড়া আছে ওর। উজানের বড় বড় শস্যপেষাই কলগুলো তাদের আবর্জনা ফেলে না থাকলে ভাল মাছ পাওয়া যাবে এই নদীতে, ভাবল সে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো একটা মেয়ে স্টেশনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল ওকে। এখন ওর দিকে এগোতে-এগোতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম মাইকেল কেইন?'

ঘাড় ফেরাল কেইন, ডান হাত হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে আছে। 'হ্যাঁ, আমিই

কেইন।'

স্মিত হাসল মেয়েটা, যেন বিরাট এক বোঝা নেমে গেছে বুক থেকে। 'তোমাকে দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি, মিস্টার কেইন।' হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'আমি জ্যাকুলিন হার্ভে।'

কেইন করমর্দন করল, খুশি হয়েছে মেয়েটির আন্তরিকতায়। 'তোমার ভাই বলেছিল তুমি ডগড্যান্সে দেখা করবে। এখানে তোমাকে দেখতে পাব আশা করিনি।'

'ভাবলাম মন্টেরোসা থেকে ফেরার পথে একটু অপেক্ষা করেই যাই,' সহাস্যে বলল জ্যাকি। 'তুমি আসবেই তা ভাবিনি, আবার হালও ছেড়ে দেইনি।'

মেয়েটা সুন্দরী। প্রথম দর্শনেই মনে হলো কেইনের। ভরাট যৌবন, উন্নত চিবুক, কালচে নীল চোখ, চুলের রঙ ঈষৎ বাদামি। পিঙ্গল বললে বর্ণনা যথাযথ হয়, ভাবল কেইন। খর্বকায়, পাঁচ ফুটের বেশি উচ্চতা হবে না, আঁটসাঁট রাইডিং ড্রেসে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে দেহের প্রতিটি বাঁক। চকিতে কেইনের মনে হলো শুধু সুন্দরী বললে সবটা বোঝায় না। জ্যাকুলিন হার্ভের ক্ষেত্রে নয়। ওর মাঝে এক ধরনের সৎ আভিজাত্য আর চারিত্রিক দৃঢ়তার আভাস পেল কেইন যা সচরাচর মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। জ্যাকুলিনের প্রতি সমীহ জেগে উঠল ওর ভেতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, আলাপ-পরিচয়ের উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে। মেয়েটার সাথে ভদ্রভাবে কথা শুরু করতে চাইছে ও। খানিক ইতস্তত করার পর বলল, 'আমার আসা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। তোমার ভাই আমাকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলেনি।'

'বলা সম্ভবপর ছিল না ওর পক্ষে,' তাড়াতাড়ি সামাল দেয়ার প্রয়াস পেল জ্যাকুলিন। 'আমিও পারব না। এটা অনেকটা অন্ধকারে হাতড়াবার মত ব্যাপার। জ্বলন্ত বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছ তুমি, অথচ ফিউজ খুঁজে পাচ্ছ না।'

'তোমরা চাও ওই ফিউজ আমি খুঁজে বের করে, ছিঁড়ে ফেলি–তাই তো?'

'তাই। বব নিশ্চয় বলেছে বাকি এক হাজার ডলার আমার কাছে পাবে তুমি। ডগড্যান্সে গিয়েই ব্যাংক থেকে তুলে দেব, কেমন?'

'সবুর কর, সলতেটা আগে পেয়ে নিই,' কেইন বলল।

টোল পড়ল জ্যাকির গালে, কেইনের কথা পছন্দ হয়েছে। 'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ।' স্টেজের চাকার ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'চার্লি মনে হয় এক্ষুণি রওনা দেবে।'

স্টেশনের সামনে এসে থামল স্টেজ, ড্রাইভার হাঁক দিল, 'উঠে পড়।'

ড্রাইভারকে দেখে হাসি পেল কেইনের। একদম মানানসই নাম। বেঁটে, মোটাসোটা গড়ন, মুখের ভেতর তামাক থাকায় বেঢপাকারে ফুলে আছে একটা গাল। ঝাঁটা গোঁফ রেখে চেহারায় গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে বরং হাস্যকর দেখাচ্ছে আরও।

জ্যাকুলিনকে হাতে ধরে স্টেজে তুলে দিল কেইন, তারপর ওর ওঅর

ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল কোচের ভেতর, সচরাচর যেসব ব্যাপারে কখনও মনোযোগ দেয় না আজ সেগুলো খেয়াল করছে টের পেয়ে ভেতরে-ভেতরে বিস্ময়বোধ করছে ও। স্টেজে চাপল কেইন, দরজা বন্ধ করে দিল টেনে। ব্রেক লিভার ছেড়ে দিল চার্লি, তারপর হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে একবার লাগাম ঝাঁকাতে ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল।

পেছনের সিটে কেইনের পাশে বসেছে মেয়েটা, ঘাড় ফিরিয়ে রেখেছে যেন ওকে দেখতে পায়। কোনরকম লজ্জা বা জড়তার লেশমাত্র নেই জ্যাকুলিনের ব্যবহারে, কেনার আগে জহুরি যেমন কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয় সোনা তেমনিভাবে জরিপ করছে কেইনকে। প্রথমে একটু বিরক্ত হলো কেইন, তারপর মনে মনে হাসল। মজা পাচ্ছে ও। যাচাই করার ব্যাপারে দেরি করে ফেলেছে মেয়েটা—বহু আগেই বিক্রি হয়ে গেছে সে।

'জান,' কেইন বলল, 'তোমার নাকে তিল আছে একটা।'

'তোমাকে এভাবে দেখা বোধহয় উচিত হচ্ছে না।' ভুরু কোঁচকাল জ্যাকুলিন, চোখ সরিয়ে নিল। 'কিন্তু কী করি বল, মাইকেল কেইনের যে চেহারা আমি কল্পনা করেছিলাম তার সাথে তোমার কোন মিল নেই।'

'তোমার ভাইও ঠিক একথাই বলেছে। ও ভেবেছিল আমি নিশ্চয় দশাসই পালোয়ান হব একটা।'

'কোন ভুল নেই, একদম ববের কথা,' সহাস্যে বলল জ্যাকি। 'আমি নিজেও অবশ্যি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি হোলস্টার বাঁধার ঢঙ ছাড়া তোমার আর সবকিছু কাউহ্যান্ডদের মত। তবে বয়সের তুলনায় তোমাকে একটু বুড়োটে দেখায়।'

'শরীরের ওপর বেশি অত্যাচারের ফল,' স্মিতমুখে কৈফিয়ত দিল কেইন।

'তাই হবে। বব আর কী বলেছে তোমাকে?'

ডেনভারে রবার্ট হার্ভের সাথে কাজের ব্যাপারে ওর যেসব কথাবার্তা হয়েছে কেইন তা খুলে বলল জ্যাকুলিনকে। তারপর যোগ করল, 'এত অল্পে হবে না। মজুরি হালাল করতে হলে খোলাখুলিভাবে সবকিছু জানতে হবে আমাকে।'

'তুমি শুধু গোলমালের উৎসটা খুঁজে বের কর,' গম্ভীর গলায় বলল জ্যাকি। 'বাবাকে বাঁচাতেই তোমাকে আমাদের আনা। বাবা আজকাল মদ ধরেছেন। কিছু একটা হয়েছে ওঁর। সেটা কী আমি জানি না। হয়তো হতাশায় পেয়ে বসেছে। ডিলন মেসায় উনিই এসেছেন সবার আগে। একপাল গরুবাছুর নিয়ে বাবা যখন প্রথম ওখানে এলেন আমি আর বব তখন শিশু। নিজের পছন্দসই জায়গা বাছাইয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন—কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি।'

জ্যাকির কথাগুলো পছন্দ হলো না কেইনের। মনোবল, শক্তি এসবের কদর করে ও, কিন্তু সাধারণত যারা ওকে নিয়োগ করে থাকে তাদের অধিকাংশই হয় এই হার্ভের মত মানুষ। টাকা থাকে এদের, থাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি; এরা হয় স্থানীয় গরু ব্যবসায়ী সমাজের লোক; অনেক সময় এদের ওপরেই নির্ভর করে স্থানীয় লোকদের উন্নতি, মানুষ প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এদের পানে; আর

ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল কোচের ভেতর, সচরাচর যেসব ব্যাপারে কখনও মনোযোগ দেয় না আজ সেগুলো খেয়াল করছে টের পেয়ে ভেতরে-ভেতরে বিস্ময়বোধ করছে ও। স্টেজে চাপল কেইন, দরজা বন্ধ করে দিল টেনে। ব্রেক লিভার ছেড়ে দিল চার্লি, তারপর হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে একবার লাগাম ঝাঁকাতে ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল।

পেছনের সিটে কেইনের পাশে বসেছে মেয়েটা, ঘাড় ফিরিয়ে রেখেছে যেন ওকে দেখতে পায়। কোনরকম লজ্জা বা জড়তার লেশমাত্র নেই জ্যাকুলিনের ব্যবহারে, কেনার আগে জহুরি যেমন কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয় সোনা তেমনিভাবে জরিপ করছে কেইনকে। প্রথমে একটু বিরক্ত হলো কেইন, তারপর মনে মনে হাসল। মজা পাচ্ছে ও। যাচাই করার ব্যাপারে দেরি করে ফেলেছে মেয়েটা–বহু আগেই বিক্রি হয়ে গেছে সে।

'জান,' কেইন বলল, 'তোমার নাকে তিল আছে একটা।'

'তোমাকে এভাবে দেখা বোধহয় উচিত হচ্ছে না।' ভুরু কোঁচকাল জ্যাকুলিন, চোখ সরিয়ে নিল। 'কিন্তু কী করি বল, মাইকেল কেইনের যে চেহারা আমি কল্পনা করেছিলাম তার সাথে তোমার কোন মিল নেই।'

'তোমার ভাইও ঠিক একথাই বলেছে। ও ভেবেছিল আমি নিশ্চয় দশাসই পালোয়ান হব একটা।'

'কোন ভুল নেই, একদম ববের কথা,' সহাস্যে বলল জ্যাকি। 'আমি নিজেও অবশ্যি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি হোলস্টার বাঁধার ঢঙ ছাড়া তোমার আর সবকিছু কাউহ্যান্ডদের মত। তবে বয়সের তুলনায় তোমাকে একটু বুড়োটে দেখায়।'

'শরীরের ওপর বেশি অত্যাচারের ফল,' স্মিতমুখে কৈফিয়ত দিল কেইন।

'তাই হবে। বব আর কী বলেছে তোমাকে?'

ডেনভারে রবার্ট হার্ভের সাথে কাজের ব্যাপারে ওর যেসব কথাবার্তা হয়েছে কেইন তা খুলে বলল জ্যাকুলিনকে। তারপর যোগ করল, 'এত অল্পে হবে না। মজুরি হালাল করতে হলে খোলাখুলিভাবে সবকিছু জানতে হবে আমাকে।'

'তুমি শুধু গোলমালের উৎসটা খুঁজে বের কর,' গম্ভীর গলায় বলল জ্যাকি। 'বাবাকে বাঁচাতেই তোমাকে আমাদের আনা। বাবা আজকাল মদ ধরেছেন। কিছু একটা হয়েছে ওঁর। সেটা কী আমি জানি না। হয়তো হতাশায় পেয়ে বসেছে। ডিলন মেসায় উনিই এসেছেন সবার আগে। একপাল গরুবাছুর নিয়ে বাবা যখন প্রথম ওখানে এলেন আমি আর বব তখন শিশু। নিজের পছন্দসই জায়গা বাছাইয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন–কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি।'

জ্যাকির কথাগুলো পছন্দ হলো না কেইনের। মনোবল, শক্তি এসবের কদর করে ও, কিন্তু সাধারণত যারা ওকে নিয়োগ করে থাকে তাদের অধিকাংশই হয় এই হার্ভের মত মানুষ। টাকা থাকে এদের, থাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি; এরা হয় স্থানীয় গরু ব্যবসায়ী সমাজের লোক; অনেক সময় এদের ওপরেই নির্ভর করে স্থানীয় লোকদের উন্নতি, মানুষ প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এদের পানে; আর

সমাজের উঁচুতলার এইসব মানুষদের সমস্ত সমস্যাকে কঠিনহাতে দূর করে যারা, মাইকেল কেইনের মত সেইসব বন্দুকবাজদের কপালে জোটে একধরনের ঈর্ষা-মাখানো শ্রদ্ধা, যে-শ্রদ্ধার উৎস ভয়—এবং কখনও কখনও ঘৃণাও।

নীরবে কেটে গেল বেশ কিছু সময়। তারপর জ্যাকুলিন বলল, 'অন্যরা পরে এসেছে। অ্যাবনার লরির স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেল প্রায় উতে ক্রীকের মাথায়। রেড ম্যানিয়ন এখানকার শেরিফ। ওর মার্কা ম্যালেট ফোর, আমাদের আর লরির বাথানের মাঝখানে পড়েছে ম্যানিয়নের রেঞ্জ। বুচার এসেছে সবশেষে, এবং সকলের মধ্যে ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে ঘাঘু। ওর সি.সি. আউটফিট ডগড্যান্সের ঠিক পাঁচ মাইল পুবে, একদম মেসার মাঝখানে। শীতকালে সবচেয়ে ভাল ঘাস পায় ও।'

'পানি কেমন আছে তোমাদের ওদিকে?'

'প্রচুর। মূল উৎস উতে ক্রীক, ডগড্যান্সের ছ-সাত মাইল ভাটিতে গিয়ে ডেভিল রিভারে পড়েছে। এ ছাড়া ছোটখাট অনেক পাহাড়ি ঝরনা আছে, পুরো গরমকালে পানি থাকে।' কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকুলিন, এমনভাবে যেন এখানেই ইতি টানতে চায় এ-প্রসঙ্গের। 'তবে টাকা বানিয়েছে একা বুচার। বাবা এবং আরও যারা আছে তাদের সবাইকে হাত করেছে ও যাতে ওর কথায় অন্যরা ওঠ-বস করে। ভালভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে হলে একজন মানুষের যা-যা লাগে তার ওপর দিয়ে আছে বুচারের, তবু ওর খাঁই মেটে না—সবকিছু লুটেপুটে নিতে চায়। তাই ছোট ছোট যেসব র‍্যাঞ্চার আর খামার মালিক রয়েছে তাদেরকে এখন তাড়াবার পাঁয়তারা করছে।'

কেইনের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়; সেই পুরনো, অতি পরিচিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। স্থানীয় সমাজের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন লোকেরা হরহামেশা এরকমটা করে থাকে। সাফল্যের মাঝেই সম্ভবত লুকিয়ে থাকে লোভ; আর বেশির ভাগ সময়ে দেখা যায় মফস্বল অঞ্চলের আইনকানুন নিয়ন্ত্রণ করে এইসব লোভী লোকেরা। মানুষের এই আরেকটা স্বভাবজাত দুর্বলতা কেইন মোটেও বরদাশত করতে পারে না। খুন করার জন্য যে-লোক টাকা ঢালছে তার সামনে মানুষ নতজানু হতে কুণ্ঠিতবোধ করে না, অথচ যে-লোক ট্রিগার টেপে তাকে তারা দেখে ঘৃণার চোখে।

বেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর আবার জ্যাকুলিন বলল, 'শুনেছ বোধহয়, বুচার একটা কমিটিমত গঠন করেছে, এর নাম দিয়েছে সে কম্বাইন। এতে যদি সে একা থাকত, সব ঝক্কি-ঝামেলা তাকেই পোয়াতে হত, আর লোকেও তাকে দোষারোপ করত। কিন্তু কম্বাইনের মুখপাত্র হওয়ায় সবাই মনে করছে বড় বড় গরু ব্যবসায়ীরা ওর পেছনে আছে।'

'কাজটা, মনে হচ্ছে, একটু কঠিনই,' কেইন বলল। 'তোমার ভাই আমাকে বলেছে আমি যেন বুচারের হয়ে কাজ করার ভান করি, কিন্তু এতে সমস্যা আছে একটা। বুচার যদি কোন হুকুম দেয় তখন আমি বেকায়দায় পড়ে যাব।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কেইনের মুখের দিকে তাকাল জ্যাকি। 'তুমি কি সবসময় পরের হুকুমে চলো?'

কেইন শ্রাগ করল। 'আমি আমার পিস্তল ভাড়া খাটাই। আমার কাজই হচ্ছে, আমাকে যা করতে বলা হবে তা করা।'

'আইন, ন্যায়-অন্যায় এসব নিয়ে ভাব না কখনও?'

'আইন, ন্যায়-অন্যায়! এসব ব্যাপারে কেইন কখনও বিশেষ ভাবেনি একটা। কেউ কেউ এগুলো মেনে চলে বটে, কিন্তু অধিকাংশের কাছেই নিজেদের স্বার্থহানি হতে পারে এমন যাবতীয় কিছু বেআইনি, অন্যায়। যেমন এখানে, যাদের হাতে চাবুক আছে আইন তাদের পক্ষে কাজ করবে, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিও তৈরি হবে তাদের সুবিধা অনুযায়ী।

'জানি না,' খানিক বাদে বলল কেইন। 'আমার মনে হয় সবটাই নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জ্যাকুলিন। 'তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক, একজন অসহায় র‍্যাঞ্চারকে বন্দুকের জোরে উচ্ছেদ করবে কেউ একে নিশ্চয়ই তুমি ন্যায়বিচার বলবে না? আমি জানি বাবা সমর্থন করেন না এগুলো। যখন সুস্থ থাকেন, বুচারকে ঘৃণা করেন তিনি। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস তাঁর নেই।'

'তুমি চাও আমি তাকে সেই সাহস জোগাই?'

বাতাসে হাত খেলাল জ্যাকি। 'তুমি কদ্দূর কী করতে পারবে আমি জানি না। সেজন্যেই বব তোমাকে বেশিকিছু বলতে পারেনি। আমিও পারব না।'

রাস্তার কিনার ঘেঁষে উঠে যাওয়া ক্লিফের দিকে আনমনে তাকাল কেইন, ডেনভারে রবার্ট হার্ভের সাথে কথা বলার সময়ে যা মনে হয়েছিল, আজ পর্যন্ত যত কাজ নিয়েছে সে তার মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গোলমেলে, এখন সেটাই আবার মনে হচ্ছে ওর। এর আগে যেসব কাজ ও করেছে সেগুলোতে ন্যায়-অন্যায় বিচারের কোন সুযোগ ছিল না ওর সামনে। নিয়োগকর্তার হুকুম অনুযায়ী কোন লোককে গিয়ে হয়তো শমন জারি করেছে নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে, কিংবা কোন ওঅটর হোলের পাশ থেকে সরে যেতে হবে, লোকটা তা পালন করে থাকলে ভাল, নইলে তাকে হত্যা করে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে এসেছে কেইন। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম, কেন-যেন কাজটা মনে ধরেছে ওর।

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বলল কেইন, 'তবে মাঝে মধ্যে তোমাদের পরামর্শ দরকার হতে পারে।'

স্মিত হাসল জ্যাকুলিন, যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। 'অন্যকে পরামর্শ দেয়ায় আমি চিরকাল পাকা—তবে মুশকিল হচ্ছে, বেশির ভাগ লোকের পছন্দ হয় না সেটা।'

কেইনের একবার ইচ্ছে হলো বলে, ওর পরামর্শ তার পছন্দ হবে কারণ এজন্য টাকা পাচ্ছে সে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর বলল না। এখন আবার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে, আশপাশে ছড়ানোছিটানো বোল্ডার আর সিডারের ঝোপ দেখছে, উপলব্ধি করতে পারছে জ্যাকুলিন আর তার ভাই একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ওর দিকে। ওর দায়িত্ব গোলমাল বন্ধ করা, সৃষ্টি করা নয়;

একজন লোককে তার চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

হঠাৎ করে চওড়া হয়ে গেল উপত্যকা, রাস্তা আর নদীর মাঝখানে একফালি অ্যালফ্যালফা বন পড়ল। বাঁয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল স্টেজ, একটা ফার্মহাউসের সামনে এসে ড্রাইভার রাশ টেনে হাঁক পাড়ল, 'মোর‍্যান, টেবিলে খানা লাগিয়েছ?'

'হ্যাঁ, গরম আছে এখনও,' সাড়া দিল একজন লোক। 'কী ব্যাপার, চার্লি, আজ তোমার তিন মিনিট লেট হলো?'

'লেট না ছাই,' তিরিক্ষে সুরে বলল ড্রাইভার। 'তোমার ঘড়িটাই খারাপ। নিশ্চয় রেল কোম্পানিও ওই একই ঘড়ি ব্যবহার করে। কোল্যাটাসে পাঁচ মিনিট দেরিতে পৌঁছেছে ট্রেন।'

স্টেজ থেকে নামল কেইন, তারপর হাত বাড়িয়ে জ্যাকুলিনকে নামতে সাহায্য করল। আড়মোড়া ভাঙল জ্যাকি, হাই তুলল, আঙুল চালিয়ে কপালের ওপর থেকে চুল সরাল। 'স্টেজ জার্নি আমার একদম পছন্দ না। ঘোড়া জোগাড়ের কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার ভাল লাগবে কিনা বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া আমি কথা বলতে চাইছিলাম তোমার সঙ্গে।'

'আর তা ছাড়া তুমি জানতেও না যে আমি আসছি।'

'না,' বলল জ্যাকুলিন, 'তা জানতাম না।'

ফার্মহাউসের দিকে ইশারা করল খামার মালিক। 'টেবিলে সব বাড়া আছে, ম্যাম। খাওয়ার জন্য পনেরো মিনিট সময়।'

জ্যাকুলিনের পেছন-পেছন ভেতরে গেল কেইন, পরমুহূর্তে ড্রাইভার ঢুকল, তিন মিনিট দেরি হয়েছে বলায় এখনও গাল পাড়ছে মোর‍্যানকে। স্টেজ স্টপে সচরাচর যেমন হয়, কেইন দেখল এখানকার খাবার তার চেয়ে উন্নতমানের। বীফ স্টিক, বিস্কুট আর মোর‍্যানের খেতের সবজি। গোগ্রাসে সব খেয়ে গরম গরম দুকাপ কফিপান করল ও, তারপর যখন ভাবছে আরেক কাপ খাবে কিনা তখন দেখল চার্লি চেয়ার ছাড়ছে।

হেঁটে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ড্রাইভার। হঠাৎ কেমন যেন সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। একটা উদ্ধত গলা ভেসে এল বাইরে থেকে। 'স্টেজে করে তুমি কাকে নিয়ে এলে, চার্লি?'

কেইনের বাহু খামচে ধরল জ্যাকি। 'লুড পিয়ারসন।'

কেইনের মনে পড়ল পিয়ারসন ভাইদের কথা ওকে বলেছিল বব হার্ভে; ও দেখল জ্যাকুলিন কাঁপছে। চার্লি তখন বলছিল, 'স্রেফ দুজন যাত্রী, লুড। জ্যাকি হার্ভে আর তার সঙ্গে নতুন এক লোক—ট্রেনে এসেছে।'

'নতুন লোকটাকে আমি একবার দেখব,' বলল উদ্ধত কণ্ঠ।

চার্লিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে, বাইরের কড়া রোদে বেরিয়ে এল কেইন। 'দেখ, বন্ধু।'

লুড পিয়ারসন দীর্ঘদেহী মানুষ, পোশাক-আশাকে আড়ম্বর আছে। মাথায় মুক্তো রঙের স্টেটসন হ্যাট, পরনে বাছুরে চামড়ার ভেস্ট আর সবুজ সিল্কের শার্ট, তাতে বোতামের বদলে মেক্সিক্যান মুদ্রা লাগানো। সোনার পাতে-মোড়া

কোল্ট রিভলভারটা ঢাউস একটা হোলস্টারে রাখা: বড় বড় দাঁতঅলা স্পার দুটো রুপোর। এবার কেইনের দিকে ফিরল লুড, লোমশ ভ্রূযুগল কুঁচকে উঠেছে।

'পিস্তলবাজ?' রুক্ষ সুরে জানতে চাইল সে।

'কেউ কেউ তাই জানে আমাকে,' কেইন জবাব দিল।

ঠিক তখনই দ্বিতীয় লোকটাকে দেখতে পেল ও, কোরালের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লুড পিয়ারসনের সঙ্গে চেহারায় বেশ মিল রয়েছে ওর, তবে ও একটু বেঁটে, অল্পবয়সী এবং অতটা ফুলবাবু না। নিশ্চয় ভাই, কেইন আন্দাজ করল, এবং দুজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দক্ষ ফাইটার হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কেইন জানে যাদের চালচলনে হামবড়াই ভাব থাকে ভেতরে-ভেতরে তারা দুর্বল হয়। এবং সেই দুর্বলতা ঢাকতেই তাদের প্রয়োজন পড়ে বাইরের যত চাকচিক্যের।

'তুমি উইলিয়াম বুচারের লোক?' জিজ্ঞেস করল লুড।

'হতে পারে।'

'বেশ, তা হলে তুমি ডগড্যান্সের স্টেজ ধরবে না। বুচার অবশ্য অনেকদিন থেকেই বন্দুকবাজ তলব করার হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু আমরা তা সহ্য করব না। বুঝেছ?'

'আমরা মানে?'

'ডিলন মেসার সবাই, যারা কম্বাইনে নেই। আমাদেরও বাড়িঘর আছে এখানে, এবং সেগুলো আমরা কারোকে দখল করতে দেব না। ওসব পিস্তলবাজকে আমরা ভয় পাই না।'

'আমি ভাবছি ডগড্যান্সে আমাকে যেতেই হবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কেইন।

'কিন্তু আমি অন্যরকম ভাবছি।' লুড ইশারা করল ড্রাইভারকে। 'তুমি রওনা দাও, চার্লি। আর, জ্যাকি, তোমার বাবা আর বুচারকে তুমি বলে দিয়ো, এতে কাজ হবে না। আমাদেরকে ভিটেমাটিছাড়া করতে হলে ওদের নামতে হবে মাঠে, আর আমরাও বুলেটে তার জবাব দেব।'

কেইন দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। চার্লি উঠনের এপাশে এসে ড্রাইভিং বক্সে চড়ে বসল। জ্যাকি দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়, অপেক্ষা করছে। চার্লি বলল, 'চলে এসো, জ্যাকি।'

স্টেজের দিকে হাঁটা দিল কেইন, আড়চোখে নজর রাখছে কোরালের পাশে দাঁড়ানো লোকটার ওপর। লুড পিয়ারসন হুঙ্কার ছাড়ল, 'তুমি আবার কোথায় চললে, মিস্টার?'

'বললামই তো, ডগড্যান্সে যেতে হবে আমাকে,' জবাব দিল কেইন, কণ্ঠস্বর এখনও শান্ত।

'না, যাওয়া হবে না তোমার। তখন যদি আমার কথা না বুঝে থাক, এখন কান খুলে শুনে নাও। চার্লি কোল্যাটাসের ফিরতি ট্রিপ নিয়ে না আসা পর্যন্ত এই মোর‍্যানের বাসাতেই থাকছ তুমি। তারপর স্টেজে চেপে চলে যাবে অন্য কোথাও। এবার বোঝা গেছে?'

'লুড, তুমি জান না তুমি কার সাথে কথা বলছ,' সাবধান করল জ্যাকি। 'ওর নাম মাইকেল কেইন।'

'কেইন!' চার্লি আঁতকে উঠল।

লুড পিয়ারসনের সমস্ত হম্বিতম্বি যেন একফুৎকারে নিভে গেছে। মনে হচ্ছে ও যেন কুঁকড়ে গেছে, লাল চেহারা আর ততটা লাল দেখাচ্ছে না এখন। দুর্বলভাবে হাসতে চেষ্টা করল ও, মেকি বিনয়ের সুরে বলল, 'ও আচ্ছা, তুমিই সেই বিখ্যাত মাইকেল কেইন। বুচার তা হলে ঠিকই বলেছিল, সেরা লোক আনবে।'

'হ্যাঁ, কেউ কেউ অবশ্যি আমাকে সেরা বলেই জানে,' স্বীকার করল কেইন। 'তুমি কি এখনও চাও আমি থেকে যাই এখানে?'

'কেন, নাহ্। তখন আমি তোমার পরিচয় জানতাম না।' নিজের ঘোড়ার দিকে এগোতে-এগোতে লুড যোগ করল, 'জো, তুমিও চলে এসো। এখানে সুবিধে হবে না।'

কোরালের কাছে-দাঁড়ানো লোকটা তার বাহনের দিকে এগোল এক কদম, ওর শরীরের ডান পাশ দেখতে পাচ্ছিল না কেইন। তারপর আচমকা, বিনা বাক্যব্যয়ে, দুজনেই ঘুরে দাঁড়াল একসাথে, পিস্তল বের করছে। কেইন অনুমান করল এরকম প্রতারণা ওরা বহু অনুশীলনের পর আয়ত্ত করেছে, এবং সম্ভবত এতে সুফলও পেয়েছে অনেকবার।

কিন্তু পিয়ারসনদের ফাঁদে পা দিল না কেইন। ড্র করল ও, এত দ্রুত যে তার কাছে পিয়ারসনদের ড্র-কে দুঃখজনকরকমের মন্থর দেখাল। মাত্র একবার গুলি করল কেইন, অটুট নীরবতায় বিকট শোনাল সেই আওয়াজ, তারপর লুড পিয়ারসনের দিকে পিস্তল ঘুরিয়ে গর্জে উঠল, 'থাম!'

লুড তার কোল্ট অর্ধেক বের করে ফেলেছিল। ওই অবস্থায় জমে গেল সে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, সব বাহাদুরি যেন উবে গেছে কর্পূরের মত। কোরালের গায়ে ঢলে পড়েছিল জো পিয়ারসন, খুঁটি ধরে সোজা হওয়ার প্রয়াস পেল, তারপর কাত হয়ে বার্ন ইয়ার্ডের খড়ের গাদার ভেতর পড়ে গেল।

'তোমার পিস্তল ফেলে দাও, লুড,' কেইন আদেশ করল।

হুকুম তামিল করল পিয়ারসন। চার্লি তখন বলছে ওকে, 'আচ্ছা, তুমি তা হলে এভাবেই গায়ে পড়ে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া কর, না, লুড? এবার বোধহয় শিক্ষা হবে তোমার। আমি হলফ করে বলতে পারি, কেইনের ড্র তুমি দেখতে পাওনি।'

'তোমার লোককে তুলে নিয়ে ভাগ এখান থেকে,' কড়া গলায় আদেশ করল কেইন।

নিশ্চল হয়ে আছে ওরা। চার্লি স্টেজকোচের ড্রাইভিং বক্সে, জ্যাকুলিন দরজায়, মোর‍্যান বার্নের সামনে, আর কেইন পিস্তলহাতে উঠনের মাঝখানে। লুড তার ভাইকে ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়িভাবে চাপিয়ে স্যাডলের সাথে না বাঁধা পর্যন্ত ওদের কেউই নড়াচড়া করল না। একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে, ঘোড়ায় চেপে চলে গেল লুড।

কেইন বলল, 'এবার মনে হয় আমরা যেতে পারি।'

ওকে পাশ কাটিয়ে স্টেজের কাছে চলে গেল জ্যাকুলিন। দরজা খুলে জ্যাকিকে উঠতে সাহায্য করল কেইন, তারপর যখন নিজেও উঠে বসল ওর পাশে তখন চার্লি স্টেজ ছেড়ে দিল। সেতু পেরিয়ে ক্যানিয়নের দক্ষিণ দেয়ালের চড়াইয়ে ওঠা পর্যন্ত চুপ করে রইল ওরা। তারপর জ্যাকুলিন নীরবতা ভেঙে বলল, 'তোমার সম্পর্কে যা শুনেছিলাম এখন দেখছি তার সবই সত্যি, মিস্টার কেইন।'

একটা সিগারেট বানাল কেইন, বুঝতে পারছে না কী বলবে। শেষমেশ জিজ্ঞেস করল, 'ওরা দুজন ভাই?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'আউট-ল। শেরিফ জানে, কিন্তু কলোর‍্যাডোতে কোনরকম গোলমাল করে না বলে ম্যানিয়ন ঘাঁটায় না ওদের। উতে ক্রীকের ধারে ওদের বোন মলির ছোটখাট একটা ফার্ম আছে। সেখানে ওরা মাঝেমধ্যে থাকে। তা ছাড়া নদীর ওপারে যে আউট-ল হাইড-আউট আছে সেখানেও থাকে। ওই হাইড-আউটে যারা থাকে মলি তাদের খাবার-দাবার জোগায়।'

'হঠাৎ আমার ওপর চড়াও হলো কেন?' কেইন প্রশ্ন করল।

'ঠিক জানি না,' একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল জ্যাকি। 'সম্ভবত ইরা শ্লেড স্টেজের ওপর নজর রাখতে বলেছে ওদের। ছোট ছোট যেসব র‍্যাঞ্চার আছে শ্লেড তাদের নেতা। ওরা জানে এখানে থাকতে হলে ওদেরকে লড়তে হবে।'

সিগারেট ধরাল কেইন, ম্যাচের কাঠিটা ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালা গলিয়ে। স্টেজ স্টেশনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ও কোনরকম অনুশোচনায় ভুগছে না। পিয়ারসনরা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল; সম্ভব হলে ওরা খুন করত ওকে। তারপর জ্যাকির গম্ভীর মুখের দিকে আড়চোখে তাকাল ও, ভাবল ঘটনাটা না ঘটলেই ভাল ছিল। জ্যাকুলিন হার্ভে গোলমাল চায়নি; বরং তা যাতে না হয় সেজন্যেই নিয়োগ করেছে ওকে। অথচ সে, ডগড্যান্সে পৌঁছাবার আগেই, খুন করেছে এক লোককে। ওই মেয়ের কাছ থেকে সমীহ আদায় করতে চায় কেইন, ভয় না।

'দুঃখিত,' খানিক ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত কথাটা বলেই ফেলল কেইন, 'কিন্তু এ ছাড়া আমি আর কী-বা করতে পারতাম? সুযোগ পেলে ওরাই খুন করত আমাকে।'

'না-না, এতে আফসোসের কী আছে,' তীক্ষ্ণ সুরে বলে উঠল জ্যাকুলিন। 'কেউ তোমাকে দোষ দেবে না। পিয়ারসনদের ভয়ে এমনিতেই তটস্থ হয়েছিল এখানকার লোকজন–এমনকী শেরিফ পর্যন্ত।'

'তুমি যা ভাবছ আমার মনে হয় অবস্থা তার চেয়ে খারাপ,' কেইন বলল। 'বোধহয় এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে আর কিছুই করতে পারব না আমি।'

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল জ্যাকি। 'অসম্ভব না, তবে আমার ইচ্ছে তবু তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'মিস্টার কেইন, তোমার পিস্তল ভাড়া খাটানো আর ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে খানিক আগে যে-কথাগুলো তুমি বললে সেগুলোই এতক্ষণ আমি ভাবছিলাম।'

চুপ করল জ্যাকুলিন, উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছে বাইরে, বুঝতে পারছে না কী বলবে। যেহেতু ওর শ্রদ্ধা আদায় করা জরুরি মনে হচ্ছিল কেইনের, নিচু গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছিলে?'

ওর দিকে নজর ফেরাল জ্যাকুলিন, চোখের তারায় জেদ। 'বলব তোমাকে। ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে, তুমি যদি স্রেফ পরের হুকুমে মানুষ খুন কর, খোদা এবং মানুষ উভয়ের চোখেই তুমি বেঈমান।'

নদীর দিকে চোখ নামাল কেইন, দূর-নীচে সরু একটা ফিতের মত দেখাচ্ছে ওটা। ঘোড়াগুলোকে তাড়া দেয়া বন্ধ করেছে চার্লি। সিডার বনে বাতাসের ফিসফাস ছাড়া সমস্ত চরাচর যেন নিস্তব্ধ। এই স্তব্ধতার মাঝে সহসা যেন সত্যকে উপলব্ধি করল কেইন।

ও বলল, 'এবার থেকে ভাবব।'

তিন

এরকম জায়গা ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি কেইন। চারদিকে শুধু ঘাস, দক্ষিণ সীমায় সারিবদ্ধ পাহাড়ি ধাপ, একের পর এক ওপর পানে উঠে গিয়ে উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে দীর্ঘ কালো একটা রেখা সৃষ্টি করেছে। এই রেখায় কেবল একটা ভাঙন আছে, মাঝামাঝি জায়গায় গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে মোচাকৃতি একটা পাহাড়চূড়া, ন্যাড়া কঠিন শিলাখণ্ড, কোথাও তুষারের চিহ্নমাত্র নেই।

পুবে রয়েছে স্যান হুয়ান রেঞ্জ, করাতের দাঁতের মত এবড়োখেবড়ো, পশ্চিম দিগন্ত স্পর্শ করেছে লা সাল পর্বতমালা। রাস্তা আর লা সালস্‌য়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপত্যকা হারিয়ে গেছে এক অন্ধকার,ক্যানিয়নসমষ্টির গোলকধাঁধায়, ভাঙাচোরা জায়গা, ডিলন মেসা থেকে দেখে মনে হয় দুর্গম। উত্তরে, ডেভিল রিভারের ওপাশে, আরেকটা শৈলশিরা বা রিজ, দেবদারু গাছে ছাওয়া। জ্যাকুলিনের কথা অনুযায়ী আউল-স্‌ হোল ওদিকেই কোথাও হবে।

একনাগাড়ে ছুটছে স্টেজ, পশ্চিমাকাশের সূর্য শ্বাসরুদ্ধকর তাপ ঢালছে এর গায়ে। চাকার ঘর্ষণ আর খুরের ঘায়ে ধুলো উড়ে কোচের ভেতর ঢুকে পড়ছে বলে নাকে-মুখে রুমাল চাপা দিয়ে আছে জ্যাকুলিন। ডগড্যান্সের সীমানা অবধি আর একটি কথাও বলল না কেইন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, দক্ষিণের ওই পাহাড়টার নাম কী?'

রুমাল নিচু করল জ্যাকি। 'অ্যাঞ্জেল পীক। শীতের বরফ জমার পর এপাশ থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটা পরী বসে আছে। এর পশ্চিমে দেয়াল আছে একটা, এখান থেকে দেখতে পাবে না। কয়েকশ ফুট উঁচু, খাড়া–তাই আমরা বলি হেল-স্‌ ওয়াল।'

'ডেভিল রিভার। হেল-স্‌ ওয়াল। অ্যাঞ্জেলে পীক।' একগাল হাসল কেইন।

'একখানা দেশ বটে।'

'ঠিক,' সায় দিল জ্যাকি। 'আমার মা মারা গেছেন আমরা এখানে আসার আগে। কিন্তু বব আর আমাকে উনি ন্যায়-অন্যায়, খোদা-শয়তান এগুলো সম্পর্কে যে-শিক্ষা দিয়েছেন তার সবই আমার মনে ছিল। তারপর আমরা যখন এখানে এলাম, এসব নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। আমার মনে হয় যারা এইসব পাহাড়, নদীর নামকরণ করেছে তারাও ধর্মের কথা ভাবত।'

'বোধহয় তাই,' বলে ওখানেই প্রসঙ্গের ইতি টানল কেইন।

আবার মুখে রুমাল তুলল জ্যাকি। যে-বাড়ি থেকে ডগড্যাঙ্গ শহরের শুরু সে-পর্যন্ত চুপ করে রইল ওরা। তারপর রুমালটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল ও। বলল, 'সম্ভবত স্টারলাইটে এখন কম্বাইনের সভা চলছে। যদি চলে, তুমি তাতে যোগ দাও গিয়ে। বুচারের সঙ্গে তোমার যত তাড়াতাড়ি দেখা হয় ততই ভাল।'

কেইন অনাবিল হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি যখন বলব ওর তলব পেয়ে আমি এসেছি ও অবাক হবে না?'

'হলেও, তুমি টের পাবে না,' জ্যাকুলিন বলল। 'বুচার সম্ভবত কোনকিছুতেই অবাক হয় না।' একটু দোনোমনো করল জ্যাকি, তারপর যোগ করল, 'একমাত্র সেটা যদি ওর বউ রাফেলার কোন কীর্তি না হয়।'

ওকে আরও কিছু বলতে চাইছিল জ্যাকুলিন, ধারণা করল কেইন, কিন্তু বলল না। সেও আর চাপ দিল না অযথা। কিছু কিছু জিনিস তাকে নিজের চেষ্টাতেই জানতে হবে। না জেনে কারও ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করার মত মেয়ে জ্যাকুলিন না, কেইন নিশ্চিত।

দুই সারি ফলস ফ্রন্টের মাঝ দিয়ে এগোল স্টেজ, হোটেলের সামনে এসে থামল। কেইন নেমে জ্যাকুলিনকে সাহায্য করল নামতে। তারপর ফুটপাতে উঠে ডগড্যাঙ্গের দিকে তাকাল। এক নজরেই ও দেখতে পেল পশ্চিমের অন্যান্য যেসব মফস্বল শহরে ইতিপূর্বে সে অস্থায়িভাবে থেকেছে সেগুলোর সাথে এর কোন প্রভেদ নেই। সামান্য কিছু বাড়িঘর; চওড়া এবড়োখেবড়ো একটা রাস্তা, পুরু স্তর জমেছে লাল ধুলোর; ভাঙা ফুটপাত; বহু-ব্যবহারে জীর্ণ সব হিচিং রেইল এবং এধরনের ছোটখাট শহরে ব্যবসাকেন্দ্র বলতে যা বোঝায় এখানেও তাই আছে। গোটা তিনেক স্যালুন, দুটো জেনারেল স্টোর, ব্যাংক, লিভারি স্ট্যাবল, কামারশালা, আর দোতলা একটা দালান, মাথায় বিবর্ণ সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা: ডগড্যাঙ্গ হোটেল। রোদ পোয়াচ্ছে কয়েকটা কুকুর, রাস্তার শেষমাথায় তিন-চারটে বাচ্চাছেলে মার্বেল খেলছে। ঝড়ের আগে যেমন হয়, থমথমে ভাব বিরাজ করছে সর্বত্র।

কেইন যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে স্টারলাইট স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। শহরের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্যালুন, এবং সম্ভবত যারা কম্বাইনের পক্ষে রয়েছে তাদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। রাস্তার আরেক মাথায় মুখোমুখি আরও দুটো স্যালুন রয়েছে। কেইন অনুমান করল ওগুলোর একটায় ছোট ছোট র‍্যাঞ্চাররা ভিড় জমায়, অন্য-টায় যায় খামার মালিকেরা।

স্টেজে করে কারা এল দেখতে রাস্তায় ভিড় জমিয়েছিল একদল লোক। ওদের কেউ কেউ কুশল বিনিময় করল জ্যাকুলিনের সঙ্গে, ও কোথায় গিয়েছিল শুনে মন্টেরোসা আর ডেভিল রিভারের উজানে যেসব সোনার খনি আছে সেগুলোর খবরাখবর জানতে চাইল। কেইন তার ওঅর ব্যাগ তুলে নিয়ে হোটেলে ঢুকল।

'জরুরি কাজ আছে একটা,' রেজিস্টারে নামসই করে বলল ও, 'আমার ব্যাগটা রেখে গেলাম।'

'আচ্ছা।' মাথা ঝাঁকাল কেরানি, রেজিস্টারটা ঘোরাল নিজের দিকে। নবাগত খদ্দেরের নাম দেখেই চমকে উঠল সে, বিস্মিত দৃষ্টিতে কেইনের দিকে তাকাল। 'আমরা যার কথা প্রায়ই শুনি তুমি নিশ্চয় সেই মাইকেল কেইন নও?'

'তোমরা কার কথা শুনেছ জানি না, তবে আমিই কেইন।'

কেইন বাইরে বেরিয়ে এল, কেরানির চোখ অনুসরণ করল ওকে। এখনও হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকুলিন, কথা বলছে। কেইন পাশ কাটাতে ও পিছু ডাকল, 'মিস্টার কেইন, এদিকে এসো, মিসেস বুচারের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

থমকে দাঁড়াল কেইন, ঘাড় ফেরাতে চোখে পড়ল জ্যাকির পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা। শ্যামলা, মদির চোখ। দীর্ঘাঙ্গিনী বলল, 'জ্যাকির কাছে যখন শুনলাম বিখ্যাত মাইকেল কেইনের সঙ্গে ও একই স্টেজে এসেছে। কোল্যাটাস থেকে ওকে ভীষণ হিংসে হচ্ছিল আমার। ওয়েলকাম টু ডগড্যান্স মিস্টার কেইন।'

কেইন তার স্টেটসনের কারনিস স্পর্শ করল, অস্ফুট স্বরে বলল, 'ধন্যবাদ, মিসেস বুচার।' ও ভাবছে রাফেলা বুচারকে প্রথম দেখায় ওর যা মনে হয়েছে সবারই তা-ই হয় কিনা। মহিলার সৌন্দর্য প্রবল একটা ধাক্কা দিয়েছে ওকে। নিখুঁত অবয়ব আর সীমাহীন প্রাণচাঞ্চল্য থেকে ওই সৌন্দর্যের উৎপত্তি। কেইন ভাবল ডিলন মেসায় বিল বুচারের যে-ক্ষমতা তার কতটা তার স্ত্রীর কাছ থেকে ধার করা।

স্টারলাইটের দিকে এগোবে বলে ভাবছে কেইন এই সময় মিসেস বুচার বলল, 'আমাদের এই অখ্যাত শহরে নামকরা লোক খুব একটা আসে না। তাই তুমি চলে যাওয়ার আগেই তোমার সঙ্গে আমি পরিচিত হয়ে নিতে চাই।'

'আমার যেতে দেরি আছে, ম্যাম।'

'ডগড্যান্সে কে কদ্দিন থাকবে তা আগাম কেউ বলতে পারে না,' তড়িঘড়ি বলে উঠল রাফেলা। 'আজ তুমি আমার সাথে সাপার খেলে আমি খুশি হব। আমার স্বামীও থাকবেন অবশ্যি, যদি তাঁর অন্য কোন কাজ না থাকে।'

ইতস্তত করতে লাগল কেইন, দৃষ্টি ঝট করে একবার ঘুরে এল জ্যাকুলিন হার্ডের ওপর থেকে, মনে হলো ওর সম্মতি নেই। জ্যাকির ওই মাপা হাসির পেছনে অন্যকিছু লুকিয়েছিল, বোধহয় ভাবছিল একসঙ্গে ওদের দীর্ঘক্ষণ স্টেজভ্রমণের কথা। তবে সেটা যা-ই হোক না কেন, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠল জ্যাকি, সহজ সুরে বলল, 'মিসেস বুচারের সঙ্গ তোমার ভালই লাগবে,

মিস্টার কেইন।'

'আ...আমি বোধহয় আজ রাতে একটু ব্যস্ত থাকব,' কেইন আপত্তি জানাল।

'একেবারে প্রথম দিনেই,' বলল মিসেস বুচার, যেন ব্যাপারটা অকল্পনীয়। 'কী এমন কাজ?'

'এখনও জানি না। তবে শিগগিরই জানব।'

আবার হ্যাটের কানায় হাত ছোঁয়াল কেইন, চলে গেল ওখান থেকে। সেই ঈষৎ ভ্রূকুটি এখন আবার ফিরে এসেছে জ্যাকুলিনের মুখে, সম্ভবত ভাবছে রাফেলা বুচারের ব্যাপারে ওকে তার আরও অনেক কিছু জানানো উচিত ছিল, ধারণা করল কেইন। বোধহয় সবকিছু জানে না বলেই আগ বাড়িয়ে কোন সমালোচনা করেনি জ্যাকি; তবে ডিলন মেসায় সমস্ত ঝড়ের উৎসস্থল হওয়ার মত বৈশিষ্ট্য রাফেলার আছে। কেইনের সন্দেহ হলো ওই মেয়ের মাথায় কী মতলব লুকিয়ে রয়েছে আদৌ তা কেউ জানে কিনা। জ্যাকুলিন সহজ-সরল মেয়ে, ছলনা জানে না; রাফেলা বুচার হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নারী চরিত্র বিচারে কেইন জহুরি নয়; পুরুষদের সে বুঝতে পারে, কিন্তু সুন্দরী মহিলাদের মোটেও বিশ্বাস করে না।

ব্যাটউইং ঠেলে স্টারলাইটে ঢুকল কেইন। তেমন বড় স্যালুন না, তবে দামী আসবাবে সাজানো। কারুকাজ-করা মেহগনি কাঠের বার আর ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে, পুব দেয়ালে পাশাপাশি তিনটে পোকার টেবিল পাতা। মাঝের টেবিলের ওপরে দেয়ালে ঝুলছে এক মহিলার আবক্ষ তেলচিত্র। সচরাচর মাইনিং ক্যাম্পগুলোতে এধরনের স্যালুন দেখতে পাওয়া যায়, কেইনের মনে হলো রাফেলা বুচার যেমন তেমনি এই স্যালুনটিও ডগড্যাসে বেমানান।

কেইন বারে এসে দাঁড়াতে বারম্যান জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই, মিস্টার?'

'কম্বাইনের মিটিংটা কোথায় হচ্ছে?'

মাংসল হাত দুটো পালিশ-করা কাঠের ওপর রেখে সামনে ঝুঁকল বারম্যান, চোখের কোণে কৌতুক খেলা করছে। 'তা জেনে তোমার কী দরকার, মিস্টার?'

স্যালুনে আর মাত্র একজন লোক ছিল। সলিটেয়ার খেলা বন্ধ করে পোকার টেবিল থেকে উঠল সে, কেইনের দিকে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালেক, ও মহাজনদের সাথে দেখা করতে চাইছে মনে হয়?'

মাথা ঝাকাল বারম্যান। 'বোধহয় পিস্তল ভাড়া খাটাবে।'

'বোধহয়।' সলিটেয়ার খেলোয়াড় করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি ব্ল্যাক গ্যারিটি, বন্ধু। বলতে পার, বিল বুচারের ওঅচডগ।'

হাত মেলাল কেইন, গা ঘিনঘিন করে ওঠায় পরক্ষণে ছেড়ে দিল। নরম তুলতুলে তালু, আঙুলগুলো সরু, লম্বা-লম্বা। যখনই এরকম কোন হাতের সঙ্গে করমর্দন করে এই অনুভূতি হয় ওর। গ্যারিটি লোকটা বেঁটে, শ্যামবর্ণ; কোটরগত চোখ দুটো মিশকাল, ভাষা দুর্বোধ্য। পেশাদার জুয়াড়ি, কেইন ভাবল। প্রিন্স অ্যালবার্ট কোটের তলায় গ্যারিটির শোল্ডার হোলস্টারখানা নজর এড়াল না ওর। অনুমান করল পিস্তলে ওর হাত নিশ্চয় চালু হবে, এবং সম্ভবত

উইলিয়ম বুচারের সাথে আঁতাত আছে। কেন-যেন রাফেলা বুচারের কথা মনে পড়ল ওর, ভাবতে চেষ্টা করল এই ব্ল্যাক গ্যারিটির সঙ্গে মহিলার পোকার খেলা কেমন জমবে।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করে বলল কেইন, 'আমার ধারণা ছিল উইলিয়ম বুচারের কোন পাহারাদার কুকুরের দরকার পড়বে না।'

মৃদু হাসল গ্যারিটি। 'একটা ভাল কুকুরের দরকার সব মানুষেরই হয়–তা সে যত বড়ই হোক না কেন।'

'তা বটে,' সায় দিল কেইন। 'আশপাশে কিছু কুকুর থাকলে বড় হওয়া অনেক সহজ হয়।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি, এখনও হাসছে। 'তবে কুকুরগুলোর স্বভাব চরিত্র তার জানা চাই। নইলে পাগলা হলে শেষে মনিবকেই কামড়ে দেবে। তবে কিনা, মিস্টার, আমাদের বিল চালু মাল–খুব চালু। ওর সঙ্গে থাকলে এই রেঞ্জে বহুদিন থাকতে পারবে তুমি। আর যদি ওর বিরুদ্ধে যাও'–গ্যারিটি কাঁধ ঝাঁকাল–'নিজেই দেখতে পাবে যদি তুমি ইরা শ্লেডের লোক হও।'

'তা নই। আমার নাম মাইকেল কেইন।'

গ্যারিটির পাতলা ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। 'কেইন,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল বারটেন্ডার, যেন এর চেয়ে জোরে বলার শক্তি ওর নেই।

'নামটা বলতে তুমি অনেক দেরি করলে, বন্ধু।' মাথা ঝাঁকিয়ে কামরার পেছনের একটা দরজা দেখাল গ্যারিটি। 'ওরা ওখানে আছে। চলে যাও ভেতরে।'

'ধন্যবাদ।'

ঘুরে দরজার দিকে সবে দুকদম এগিয়েছে কেইন, এমন সময়ে গ্যারিটি প্রশ্ন করল, 'লোকে যা বলে তোমার হাত কি সত্যিই অতটা চালু? না সবটাই প্রচার, স্রেফ কপালজোরে টিকে আছ এখনও?'

'পরীক্ষা করে দেখতে পার,' বলে কেইন বারের কোনা ঘুরে এগোল, সন্দিগ্ধ চোখে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল গ্যারিটি।

নক করল না কেইন। সটান দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, পেছনে কপাট বন্ধ করে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। কামরার চারপাশে দ্রুত নজর বোলাল ও, তারপর মাঝখানের লম্বা টেবিলে বসা চারজন লোকের ওপর এসে স্থির হলো চোখ। বেঁটে, লালমুখো হৃষ্টপুষ্ট লোকটা হবে টমাস হার্ভে। তার পাশে রয়েছে দীর্ঘদেহী এক লোক, ভেস্টের বুকে টিনের তারা সাঁটা রয়েছে দেখে কেইন বুঝল এ নিশ্চয় শেরিফ রেড ম্যানিয়ন। বাকি দুজনের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারল না সে। একজনের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি; একহারা শরীর, নাকের বাঁশি বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। অপরজন মাঝবয়সী, খর্বকায়, দেয়ালে চেয়ার হেলিয়ে বসে আছে, একটা লম্বা সিগার ঝুলছে দুই ঠোঁটের মাঝখানে। মেঝের ওপর চেয়ারের সামনের পায়া দুটো সশব্দে নামিয়ে আনল শেষোক্তজন, চশমার পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে পিটপিট করে তাকাল কেইনের উদ্দেশে।

'তুমি, মনে হচ্ছে, ভদ্রতা জান না, বন্ধু,' বলল খর্বকায় লোকটা। 'সাড়া না দিয়েই ঢুকে পড়েছ।'

'আমার পেশায় ভদ্রতা জানলে চলে না,' সতেজে জবাব দিল কেইন। 'তোমাদের মধ্যে বিল বুচার কার নাম?'

'আমার,' বলল খর্বকায় লোকটা।

ভেতরে-ভেতরে চমকে উঠল কেইন। ভুল অনুমান করেছিল ও, নাক-বাঁকা লোকটাকে বুচার বলে ভেবেছিল। কেইন বলল, 'আমি মাইকেল কেইন। খবর পেয়েই চলে এসেছি।'

'কেইন,' খাবি খেল হার্ভে। 'তোমার এখানে কী কাজ?'

'সেটা বুচারকে জিজ্ঞেস কর,' কেইন জবাব দিল।

সিগারের গোড়া চিবোচ্ছিল বুচার, ছোট্ট গোলাকার মুখখানা ভাবলেশহীন, চশমার অস্বচ্ছ কাচ ভেদ করে চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে না। এবার সে বলল, 'তোমার নিশ্চয় ডানা আছে, কেইন।'

'নেই। পিস্তলবাজদের ডানা থাকে না।' সামান্য ভাঁজ পড়ল কেইনের গালে। 'মনে হলো কাজটা ভাল, তাই চলে এলাম। এইমাত্র নেমেছি স্টেজ থেকে।'

উঠে দাঁড়াল বুচার, যেন মনস্থির করে ফেলেছে। 'সভা শেষ। কেইন যখন এসে পড়েছে; অ্যাঞ্জেল পীক থেকে আমাদের লোকদের আর নামিয়ে আনার দরকার নেই এখন। স্লেড আর তার দলবলকেও ভাতে-পানিতে মারতে হবে না। কেইনের যা খ্যাতি তা সত্যি হলে, দুচারদিনের মধ্যে ও একাই ঠাণ্ডা করে দেবে সবাইকে।'

রেড ম্যানিয়ন উঠে তার বিশাল হাত দুটো প্যান্টের দুই পকেটে ঢোকাল। 'আমি কিন্তু এটা সমর্থন করতে পারছি না, বিল। এখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আমার। এই বন্দুকবাজ যখন মাঠে নামবে তখন অবস্থা কী হবে ভাবতে পার?'

'আমাদেরকে বুটহিলে কবর খুঁড়তে হবে কিছু,' রুক্ষ সুরে বলল বুচার। 'কেইনকে দেখে অবশ্যি কঠিন লোক বলে মনে হয় না, তবে শুধু শুধু ওর এত নামডাক হয়নি নিশ্চয়।'

লাজুক হাসি হাসল কেইন।

'আমি তা হলে কী করব?' জানতে চাইল ম্যানিয়ন। 'মাছ ধরতে যাব?'

'চমৎকার বুদ্ধি,' বলল বুচার। 'এবার তোমরা যাও। আমার কিছু কথা আছে কেইনের সঙ্গে।'

'আমি সহ্য করব না এসব,' জেদী স্বরে বলল ম্যানিয়ন। 'কিছুদিন দেখব, তারপর—'

'আমি যা বলব তা-ই করবে তুমি,' শেরিফকে থামিয়ে দিল বুচার। 'ওই ব্যাজের মায়া নেই তোমার?'

'চলে এস, রেড,' ডাকল হার্ভে। 'বিল যখন বলছে অসুবিধে হবে না, তখন আর কোন অসুবিধে নেই।'

হার্ভে এগোল দরজার উদ্দেশে। এবার বাঁকা-নাক অনুসরণ করল ওকে, কিন্তু ম্যানিয়ন আগের জায়গাতেই স্থির দাঁড়িয়ে রইল, চোখ লাল। ও বলল, 'আমি চাপ সৃষ্টি করার পক্ষপাতি, বিল। আর কিছুদিন ধৈর্য ধরলে ব্লেড এমনিতেই সদলবলে পাততাড়ি গুটাবে। ফসল ভাল হয়নি, দেনার দায়ে ডুবে আছে ওরা, তুমি প্যাডি রায়ানকে টিপে দিয়েছ, কাজেই ব্যাংক ওদের টাকা ধার দেবে না। মাইনিং ক্যাম্পগুলো তোমার হাতে, ফলে ওখানেও সুবিধে হবে না ওদের।' আঙুল তুলে কেইনকে দেখাল শেরিফ। 'কিন্তু এই পিস্তলবাজটাকে আনা মোটেই–'

'ঢের হয়েছে,' ধমক লাগাল বুচার। 'তুমি যাও, মাছ ধরগে। নয়তো অ্যাঞ্জেল পীকে গিয়ে দেখ আমাদের লোকজন কেমন আছে। সোজা কথা, মেসা থেকে ভাগ। এবার যা হবে তাতে কোন শেরিফের সাহায্য লাগবে না আমাদের।'

'ঠিক,' কেইন বলল। 'এই টিনের তারা থাকলেই আমার সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যায়।'

'এই লোকই যে কেইন তার কী প্রমাণ আছে?' জানতে চাইল ম্যানিয়ন। 'আমার কাছে তো একে টিনের বাঁশি বলে মনে হচ্ছে।'

'প্রমাণ চাইলে তোমাকে আমি দিতে পারি প্রমাণ,' মৃদু অথচ অর্থপূর্ণ গলায় বলল কেইন।

'আহ্, রেড,' চাপা সুরে বিরক্তি প্রকাশ করল বুচার। 'প্রথম থেকেই তুমি আমার সঙ্গে আছ, এখন যদি ইরা ব্লেডের সাথে হাত মেলাতে চাও, পষ্ট করে বলে ফেল সেটা।'

'চল তো, রেড,' মিনতি করল হার্ভে। 'এস, গলা ভেজাবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শ্লথপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ম্যানিয়ন, হার্ভে তার অনুগামী হলো। বাঁকা নাক অপেক্ষা করল আরও একটুক্ষণ, হাসছে আপনমনে, যেন পুরো ব্যাপারটাই কৌতুককর। তারপর সে বাইরে গিয়ে পেছনে টেনে বন্ধ করে দিল দরজা। ওই লোক নিশ্চয় অ্যাবনার লরি, উতে ক্রীকের মাথায় অবস্থিত স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেলের মালিক। এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি লোকটা, কেন-যেন কেইনের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। কথাবার্তা থেকে সাধারণত একজন মানুষের স্বভাব-চরিত্র বোঝা যায়। যেমন হার্ভে, বুচারের প্রতি ওর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিংবা রেড ম্যানিয়ন, প্রতিবাদ করলেও, রুখে দাঁড়াবার সাহস নেই। কিন্তু একজন মৌন মানুষকে পরিমাপ করা শক্ত।

চার

যখন বন্ধ হয়ে গেল দরজা, বুচার বসে কেইনকেও ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। তারপর খনখনে গলায় বলল, 'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, কেইন।

আমি তোমাকে খবর পাঠাইনি, তুমি নিজেও তা ভাল করেই জান।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কেইন, পকেট থেকে কাগজ আর তামাক বের করে সিগারেট বানাল। 'শুনলাম পিস্তলবাজ খোঁজ করছ তুমি তাই চলে এলাম। কই, এমন কথা তো শুনিনি তুমি আমার খোঁজ করছ না?'

'দু-এক জায়গায় নাম বলেছি অবশ্য,' স্বীকার করল বুচার। 'তোমার আর ডক হলিডের। কিন্তু আসলে আমি ধাপ্পা দিচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম ভয় পেয়ে লোকজনসহ আগেই ভাগবে শ্লেড, ব্যাপারটা গোলাগুলি অবধি গড়াবে না। এখন যখন তুমি এসে পড়েছ, আমার বিশ্বাস গোলাগুলি কিছু হবেই।'

'কেন, অবস্থা কি তেমনি?' কেইন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল বুচার, যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্যকে স্বীকার করছে। 'আমি তোমাকে শুধু একটা নির্দেশ দিচ্ছি। কোন ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি করবে না। সবাইকে আগে জানতে দাও তুমি এসেছ এখানে। তা হলে হয়তো শেষপর্যন্ত তোমাকে আর বারুদ খরচ করতে হবে না।'

'এই পেশায় আমি দীর্ঘদিন হলো আছি,' কেইন বলল। 'কখনোই বাড়াবাড়ি করিনি।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' সিগারের গোড়া চিবোতে লাগল বুচার, একদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে কেইনকে। খানিক বাদে সে বলল, 'আমি যা ভেবেছিলাম, তুমি দেখতে সেরকম না। হয়তো ম্যানিয়নের কথাই ঠিক। কীভাবে জানব আমরা যে তুমিই মাইকেল কেইন?'

'আমিই-বা কীভাবে জানব, তুমিই বিল বুচার? আমি ভেবেছিলাম তুমি সাত ফুট লম্বা হবে।'

রঙ ছড়াল বুচারের মুখে। 'আকারে কিছু আসে-যায় না। মানুষের কাজই হচ্ছে তার একমাত্র পরিচয়। আমি প্রচুর কাজ করেছি। এখানে বড় বড় যেসব বাথান আছে তার সবগুলো এক করলেও আমার সমান হবে না—অথচ আমি ওদের সকলের পরে এসেছি। অ্যাবনার লরির বাবা হয়তো আমাকে হারাতে পারত, কিন্তু বুড়ো নেই, মারা গেছে। বাকি তিনজন কেমন তুমি নিজের চোখেই দেখলে। এজন্য সাত ফুট লম্বা হওয়ার দরকার হয় না।'

'আমারও পড়ে না। আমি শুধু তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, মানুষ যা ভাবে, সবার চেহারা সবসময় তা-ই হবে তার কোন মানে নেই। পিয়ারসন ভাইয়েরা আমার ওপর হামলা করেছিল মোর‍্যানের স্টেজ স্টেশনে। জো মারা গেছে, লুড তুলে নিয়ে গেছে তার লাশ। এতে কিছু প্রমাণিত হয়?'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বুচার। 'হ্যাঁ, বহুকিছু। কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা?'

কেইন জানাল, সব শুনে বুচার বলল, 'মারাত্মক একটা ভুল করেছ। লুডকেও তোমার শেষ করে দেয়া উচিত ছিল।'

'না,' কেইন বলল। 'লুডই এখন সবাইকে জানাবে আমার কথা।'

মাথা ঝাঁকাল বুচার। 'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। লুডটাকে আমি আবার একদম সহ্য করতে পারি না কিনা—সবতাতেই ওস্তাদি।' পকেট থেকে ম্যাচ বের

করল সি.সি. র‍্যাঞ্চের মালিক, সিগার ধরাল। 'এই রেঞ্জ সম্পর্কে তুমি কতটা কী জানো?'

'জ্যাকুলিন হার্ভে আমার সঙ্গে ছিল স্টেজে। ও-ই বলেছে সব।'

মুখ বাকাল বুচার। 'জ্যাকি আর ওর যমজ ভাই, দুজনেই নরম দিলের মানুষ। বিলকুল বুড়ো হার্ভের মতই। তা, তুমি কাজটা করতে কত নেবে?'

কেইন অ্যাশট্রেতে তার সিগারেট গুঁজে দিল। 'কোন জিনিস না দেখেশুনে আমি দামদস্তুর করি না। কাজ হোক আগে, তারপর না হয় ঠিক করা যাবে, কেমন?'

'তুমি সফল হবেই তার কোন গ্যারান্টি আছে?'

কেইন জানত, আগে বা পরে, ঠিক একথাটাই জিজ্ঞেস করবে বিল বুচার। টাকা লেনদেনের প্রশ্ন জড়িত এরকম যেকোন ব্যাপারে আগেভাগে আঁচ করতে চাইবে সে পাল্লা কোন্ দিকে ভারি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ-কায়দাতেই ডিলন মেসায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে ও।

'একটা গ্যারান্টি দিতে পারি,' কেইন বলল, 'এই রেঞ্জের সব জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে।'

'ব্যস, তা হলেই হলো,' বুচার হাসল। 'তুমি যা ভাল মনে কর তাই করবে, আমাকে জড়াবে না কোনকিছুতে। সমস্ত ঝুঁকি তোমার, এবং সেজন্য তুমি মোটা টাকা পাবে। ঠিক আছে?'

ঘাড় কাত করল কেইন। 'আচ্ছা, এই ইরা স্লেড লোকটা কেমন?'

'লুড পিয়ারসনের মত না। কোন হামবড়াই নেই। পরিশ্রমী। এখান থেকে মাইল দশেক পুবে মেসা এক জায়গায় ভেঙে গেছে। বেশ কিছু ক্যানিয়ন আছে ওখানে। ওগুলোরই একটায় শ-খানেক গরুবাছুর চরে ওর। জেদী মানুষ, মুখের কথায় কাজ হবে না। জবরদস্তি করতে হবে।'

কেইন উঠে পড়ল। 'হোটেল থেকে আসার সময় তোমার স্ত্রীকে দেখলাম।'

নরম হলো বুচারের চেহারা। 'সুন্দরী না?' ব্যগ্র কণ্ঠে শুধাল ও। 'এদিককার সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা।'

'দারুণ,' একমত হলো কেইন। 'তোমাদের সাথে আমাকে সাপার খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে, যদি তুমি শহরে থাক। আর তোমার যদি অন্য কাজ থাকে, আমাকে একাই যেতে বলেছে।'

কোন মানুষ এত তাড়াতাড়ি বদলে যেতে পারে এ-মুহূর্তে বুচারকে না দেখলে বোধহয় চিরকাল অজানাই থেকে যেত কেইনের। লোকটা যেন চকিতে কেইনের দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেল। একটু আগেও যে-লোক ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাসী, কর্তৃত্বপূর্ণ, এখন সে কাঁপছে মৃদু; গালের একটা পেশী পালস বিটের সাথে সাথে তির তির করছে।

'প্রথমেই স্পষ্ট একটা কথা বলে রাখি,' নিচু গলায় ধীরলয়ে শুরু করল বুচার। 'আমার যা-কিছু সব রাফেলার জন্য, ওকে খুশি করতে ভবিষ্যতেও আরও বহুকিছু করব আমি। কোন কোন লোকের কাছে টাকা, ক্ষমতাই সব। কারণ এগুলো দিয়ে তারা আরও বড় হতে পারবে। কিন্তু আমি সেরকম না।

আমি কেবল রাফেলাকে সুখী করতে চাই। তুমি বুঝতে পারছ আমার কথা?'

কেইন মাথা ঝাঁকাল। 'পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা ওর আছে।'

'আমি ওকে পুজো করি,' বলে চলে বুচার। 'এ কেবল ভালবাসা না। তার চেয়ে বেশিকিছু। আমার বাথানকে আমি কলোর‍্যাডোর সবচেয়ে বড় বাথান করে তুলব। এজন্য যা-যা করতে হয় তার সব করতে আমি রাজি।' দুই কর এক করে অনুনয়ের ভঙ্গি করল বুচার। 'তুমি শুধু ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে, কেইন, প্লিজ।'

'অন্যের বউ ভাগানোর স্বভাব আমার নেই।'

কেইনের চোখে চোখ রাখল বুচার, যেন ওর আন্তরিকতা কতটা খাঁটি বুঝতে চাইছে। তারপর উঠে দাঁড়াল সে, গম্ভীর চেহারা, যেন কেইনের কাছে নিজের মনের কথা ফাঁস করে দেয়ায় এখন পস্তাচ্ছে। বুচার বলল, 'তা করলে কিন্তু আমি তোমাকে খুন করব–সে তুমি কেইন হও আর যে-ই হও। আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি, জানি আমার গন্তব্য কোথায়। কেউ তা বানচাল করতে চাইলে আমি সেটা বরদাশত করব না।'

হেঁটে দরজায় গেল র‍্যাঞ্চার, এবং কেবলমাত্র তখনই ব্যাপারটা লক্ষ করল কেইন। বুচারের বাঁ পা ছোট এবং বাঁকা। ওই স্বল্প কয়েক মুহূর্তে উইলিয়ম বুচার সম্পর্কে বহুকিছু ওর জানা হয়ে গেল। ওর স্ত্রী ওর দুর্বলতা এবং শক্তি দুটোই। ওই মহিলার জন্য সে কঠিন, নির্দয় হতে পারে; আর ওর অভাবে বুচার হয়ে যাবে পঙ্গু, তার জীবন লক্ষ্যহীন।

দরজার নবে হাত রেখে পেছনে তাকাল বুচার। 'রাফেলার ব্যাপারে তোমাকে যা বললাম আর কারওকে বলবে না। বুঝেছ?'

'আমি কুটনামি করি না।'

বুচার মাথা ঝাঁকাল যেন ওকে সে বিশ্বাস করেছে। 'কীভাবে কী করবে ঠিক করেছ কিছু?'

'না। সবই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।'

'দেখ, ধৈর্য জিনিসটা আবার আমার একদম নেই,' অসন্তোষ প্রকাশ করল বুচার। 'ভাল কাজের জন্য ভাল দাম দেব আমি, কিন্তু আধখামচা কিছু করলে একটা ফুটো পয়সাও পাবে না। এস। আমরা এবার রাফেলার কাছে যাব।'

বুচারের পেছন-পেছন স্যালুনে ফিরে এল কেইন, ভাবছে র‍্যাঞ্চার কেন তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে চায় ওকে। ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হচ্ছে না ওর। অপর তিনজন, কেইন দেখল, চলে গেছে। গ্যারিটি পোকার টেবিল থেকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'গলা ভেজাবে, বিল?'

'না,' বলে হন্তদন্ত হয়ে ব্যাটউইংয়ের দিকে এগোল বুচার, প্রতিবার বাঁ পা ফেলার সাথে সাথে একপাশে হেলে পড়ছে শরীর।

বাইরের রোদে বেরিয়ে এল ওরা। বুচার ঘুরে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো। হোটেলের লবিতে ঢুকেই ও জিজ্ঞেস করল, 'রাফেলা ওপরে?'

কেরানি মাথা ঝাঁকাল। 'আমি অন্তত নামতে দেখিনি।' কেইনকে চিনতে পেরে ওর ওঅর ব্যাগটা দেখাল সে। 'তোমার চোদ্দ নম্বর কামরা।'

কেরানির ছুঁড়ে-দেয়া চাবিখানা লুফে নিল কেইন, তারপর ওর ব্যাগ তুলে নিল। ও যখন বুচারের পাশাপাশি হলো র‍্যাঞ্চার তখন মাঝ সিঁড়িতে উঠে গেছে।

'আমি জানতাম না তুমি এখানে ঘর নিয়েছ,' বলল বুচার, কণ্ঠে বিরক্তির সুর স্পষ্ট। 'স্টারলাইটেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে পারত গ্যারিটি।'

'অসুবিধে হবে না,' বলল কেইন, ভাবছে বুচার কেন চায় না ও এখানে থাকুক।

কেইনের আগে করিডরে পৌঁছাল বুচার। ইশারায় একটা দরজা দেখাল ও। 'এটা তোমার কামরা। ব্যাগ রেখে আস।'

দরজা খুলে কেইন ওর ব্যাগটা ভেতরে ছুঁড়ে দিল। করিডরের শেষপ্রান্তে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল বুচার। কেইন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে হাঁক দিল, 'রাফেলা।'

দুই কামরার সুট। সামনেরটা পারলার। দুটো রকিং চেয়ার, ঢাউস একখানা কাউচ, আর কারুকাজ করা মেহগনি কাঠের সেন্টার টেবিল রয়েছে। রাস্তার দিকে যে-জানালা দুটো আছে তার মাঝ বরাবর শোভা পাচ্ছে বিরাট একটা পিয়ানো। মেঝেতে কালচে লাল গালিচা পাতা, এত পুরু যে বুচার হেঁটে কামরার ওপাশে যাওয়ার সময়ে ওর পায়ের আওয়াজ ঢাকা পড়ে গেল। ঘরের সমস্ত আসবাব সদম্ভে জাহির করছে টাকার গরম, তবে সবকিছুই যেন বড় বেশি সাজানো—মেকি আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ।

ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খোলাই ছিল। কেইন দেখল ওটা একটা শোবারঘর। দরজায় পা রাখল রাফেলা, ভুরু কুঁচকে আছে, তারপর কেইনের ওপর চোখ পড়তেই পাকা অভিনেত্রীর মত চকিতে বদলে গেল ওর চেহারা, মোহিনী হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'আমি জানতাম না তুমি এসে গেছ, মিস্টার কেইন,' রাফেলা বলল। 'ভালই হয়েছে, তুমি আর বিল একসঙ্গে এসেছ। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

বুচার তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। শুরুতে কোন কথা বলল না সে, কিন্তু কেইন ওর চোখে-মুখে ক্রোধের আভাস লক্ষ করল। একটু বিস্মিত হলো ও, কারণ এই রাগের কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

'ও আমাদের সাথে খাচ্ছে না,' বুচার বলল। 'আমি বাথানে ফিরে যাচ্ছি। তুমি যাবে?'

'না। তুমি খেয়ে গেলেই পারতে, বিল। জানই তো, এখানকার খাবার আমার খুব পছন্দ। তা ছাড়া শহরে আমাদের সবসময় আসা হয় না।'

দুহাতের মুঠি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাফেলা, ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুই পাটি ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। মহিলা তার স্বামীর চেয়ে পুরো এক বিঘত লম্বা, চেহারায় বন্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। ওর গভীর কালো চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে বুচারের ওপর। কেইন অনুভব করল রাফেলার ইচ্ছাশক্তি অনেক মজবুত, ওর সামনে নিজেকে দুর্বলবোধ করছে বুচার, অতিকষ্টে সংযত রাখছে তার অকারণ ক্রোধকে।

'ঠিক আছে,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রাজি হলো বুচার। 'শহরেই খাব

আমরা। কেইনকে আমি সাথে এনেছি তোমাকে বলার জন্য ও আমাদের সঙ্গে খেতে পারবে না। তাই না, কেইন?'

'তাই,' সায় দিল কেইন। 'তোমার দাওয়াতের জন্য ধন্যবাদ, মিসেস বুচার।'

কেইনকে থামতে ইশারা করল রাফেলা। 'বিল ভীষণ হিংসুটে লোক। কেন আমি জানি না, তবে আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বাথানে থেকে পচলেই ও বোধহয় খুশি হয়। কিন্তু আমি তা থাকব না, বিল। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি,' চাপা সুরে বলল বুচার। 'কিন্তু তার সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। কম্বাইনের কাজে এখানে কেইনের আসা, আমি চাই না তুমি তাতে ব্যাঘাত ঘটাও। তুমি যাও, কেইন, খেয়ে নাওগে। রাস্তার ওপাশের চীনা হোটেলটা বেশ ভাল।'

করিডরে বেরিয়ে এল কেইন, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে। ও জানে, রাফেলা ওর কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে এ-আশঙ্কা বুচার করছে না। স্ত্রীর ব্যাপারে লোকটা ভীষণ স্পর্শকাতর, সুতরাং একই সঙ্গে বিপজ্জনক এবং অস্থিরমতি।

খেতে-খেতে ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবল কেইন ততই বিষিয়ে উঠল ওর মন। বুচারের প্রতি রাফেলার যদি কোন ত্রুটি থাকেও তাতে কেইনের কিচ্ছু আসে-যায় না। বুচার নিজেও তা জানে, তবু কেইনকে সে একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মাঝে টেনে এনেছে তার কারণ স্ত্রীকে ও একজন অপরিচিত লোকের সামনে হেয় করতে চাইছিল। এর ফলে কেইনের চোখে বুচার আরও ছোট হয়ে গেল। বউকে পুজো করে, লোকটার এহেন দাবি এখন বিশ্বাস করতে বাধছে ওর। বুচারের মত লোকেরা কারোকে ভালবাসতে পারে না; অথবা বাসলেও তা হয় আত্মকেন্দ্রিক নয়তো স্বার্থপর ভালবাসা—উভয়ের মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপার থাকে না সেখানে।

কেইন যখন আবার রাস্তায় বেরোল তখন রাত। আলোয় ঝলমল করছে হোটেল আর তিনটে স্যালুন। লবি হয়ে সিঁড়ির দিকে যাওয়ার সময় ও দেখল রাফেলা আর বুচার খাচ্ছে ডাইনিং-রুমে বসে, রাফেলার চেহারা ক্ষুব্ধ, মলিন। দোতলায় উঠে গেল কেইন, ভাবছে জ্যাকুলিন কিংবা তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা সম্ভবপর কিনা। ও বেশ বুঝতে পারছে এখনও বহুকিছু জানতে বাকি আছে ওর, এবং ডিলন মেসায় যে-গোলমাল চলছে তার সাথে কোন-না-কোনভাবে বুচার দম্পতি জড়িত রয়েছে।

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল ও। মফস্বল শহরের হোটেল কামরাগুলো যেমন হয় ওর ঘরটাও তেমনি। আসবাব মোটামুটি একই রকমের: একটা স্ট্রেইট-ব্যাকড্ চেয়ার, পাইন কাঠের খাট, লেখার টেবিল, দেয়াল আলমারি, আর চিড়-ধরা একটা বেসিন আর পানির সোরাই। দেয়ালে যথারীতি ওয়ালমেট ঝুলছে কিছু, সিলিংয়ে বুলেটের গর্ত রয়েছে একটা—সম্ভবত কোন মাতাল কাউহ্যান্ডের কাণ্ড হবে।

জানালায় গিয়ে দাঁড়াল কেইন, সিগারেট বানিয়ে ধরাল। ন্যায়-বিচার

সম্পর্কে জ্যাকুলিন যেসব কথা বলেছিল এখন সেগুলোই ভাবছে ও। জ্যাকিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে, এ-ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে। কেইন জানে, এ-নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে, তবে ও নিশ্চিত উইলিয়ম বুচারের কাছে এর কানাকড়ি মূল্য নেই। টমাস হার্ভেকেও তার পছন্দ হয়নি, ওর ধারণা হার্ভেকে ঝামেলা থেকে দূরে রাখতে যে-পরিমাণ কষ্ট হবে মানুষ হিসেবে হার্ভের মূল্য ততটা নয়। কেইনের সহানুভূতি ইরা স্লেডের দিকে, বুচার যাকে কঠিন পরিশ্রমী এবং জেদী মানুষ বলে বর্ণনা করেছে।

কাজের পথে ওর সহানুভূতিকে অতীতে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি কেইন, কিন্তু জ্যাকি ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ওকে ভাবতে বাধ্য করায় এখন ঠিক সেটাই ঘটছে। বিবেকের দংশনে ভুগছে ও। বুঝতে পারছে, লোভী মানুষের সীমাহীন লোভের মাঝে আর যা-ই থাকুক ন্যায় থাকতে পারে না। এমনকী তা যদি হয় টমাস হার্ভেকে বিপদমুক্ত রাখতে তাও নয়, অথচ ওই কাজের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে ওকে।

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে বাস্তবে ফিরে এল কেইন। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তারপর যখন আবার টোকা পড়ল তখন ঘরের ওপাশে গিয়ে দরজা খুলল, ডান হাত পিস্তলের বাঁট ছুঁয়ে আছে। ব্ল্যাক গ্যারিটি দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের ওপারে, ঠোঁটের কোণে মেকি হাসি।

'হাতটা সরাতে পার, বন্ধু,' গ্যারিটি বলল। 'তোমার মত লোকদের নিয়ে এই এক সমস্যা। প্রথমেই ভাব যন্তরের কথা।'

'ভেতরে এস,' বলে একপাশে সরে দাঁড়াল কেইন।

ঘরে ঢুকল গ্যারিটি, এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসল। 'দরজা বন্ধ করে দাও। তোমার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

তাই করল কেইন, ভাবছে জুয়াড়ি কেন এসেছে এখানে। ধপ করে ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে পড়ল ও, ফের সিগারেট বানাল একটা। ভেতরে-ভেতরে আশ্চর্যবোধ করছে সে, কেন-যেন গ্যারিটিকে দেখলেই ওর রাফেলা বুচারের আদল মনে পড়ে যাচ্ছে। রাফেলা আরেকটু লম্বা এবং বয়সে ছোট, কিন্তু অদ্ভুত মিল আছে দুজনের চেহারায়। রাফেলার সৌন্দর্য নিখুঁত, দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, আর গ্যারিটির মাঝে, পুরুষালি চোটপাট সত্ত্বেও, একধরনের মেয়েলি ভাব রয়েছে।

'তুমি আর আমি দুজনেই জানি বিল তোমাকে তলব করেনি,' কোনরকম ভণিতার ধার ধারল না গ্যারিটি। 'তুমি নিজে থেকেই নাক গলিয়েছ এতে। কেন?'

কেইন নীরব রইল। ও অনুমান করেছিল বুচার আর গ্যারিটির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আছে, নইলে গ্যারিটি নিজেকে বুচারের ওঅচডগ বলে দাবি করত না। তাই বুচার ওকে আসল কথাটা জানিয়ে দেয়ায় ও মোটেও বিস্মিত হয়নি।

'কই, তুমি কিছু বলছ না যে?' আবার জিজ্ঞেস করল গ্যারিটি।

'যা বলার তুমিই বলছ,' কেইন বলল। 'আমি স্রেফ শুনে যাচ্ছি।'

'তা হলে এবার তুমি বল, আমি শুনব।', গ্যারিটির হাসি মিলিয়ে গেছে।

'বিলকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'ওর সম্পর্কে কিছু মনে হওয়ার ব্যাপার নেই আমার। ও টাকা দেয়, আমি কাজ করি—ব্যস।'

'বটে, বটে,' গ্যারিটি অধৈর্য। 'কিন্তু তোমাকে দেখে বোকা মনে হয় না, কেইন। তুমি যখন কারও কাজ কর তখন ঠিকই মেপে নাও তাকে।'

'ধন্যবাদ,' কেইন বলল।

'বুঝেছি, তুমি মুখ খুলবে না।' পকেট থেকে সিগার বের করল গ্যারিটি, গোড়াটা দাঁতে কেটে ফেলে দিল থুঃ করে। 'ঠিক আছে, আমিই বলছি তোমার কী মনে হয়েছে। খোঁড়া একটা লোক, চশমা ছাড়া দেখতে পায় না চোখে। তবে এই রেঞ্জে ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল। ওর একটা নোংরা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে, সুতরাং তুমি ওর ভাল মাল খসাবে।'

'বলে যাও। এখনও সবটা বলনি তুমি।'

'তুমি দেখেছ ওর বউ দারুণ সুন্দরী, ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে এবং ও বউয়ের জন্য পাগল। তুমি বুঝতে পেরেছ কেন ও মারদাঙ্গা শুরু করেছে। বুঝতে পেরেছ বিলের অঢেল আছে, তবু পরের জায়গা দখল করতে চাইছে কারণ বউয়ের কাছে সে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চায়।'

'ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে বিল কিছু বলেনি আমাকে।'

'ও জানে না ব্যাপারটা,' গ্যারিটি বলল। 'অবস্থা কতটা খারাপ বিল জানে না, তবে ভয় পায়। অথচ বিলের কখনোই ভয় পাওয়া উচিত না। কারণ আমি ওর পাশে আছি। আর সেজন্যই আমি এসেছি তোমার কাছে। আমি চাই না কথাটা তুমি ভুলে যাও, কেইন।'

'তোমার ধারণা আমি ওর পক্ষে নেই?'

'আমি জানি তুমি ওর লোক না। মানুষ দেখলেই বুঝতে পারি আমি। আমার কাজই এটা। হার্ভের ছেলে-মেয়েকে আমি ভালই চিনি। ওরা বিলকে ঘৃণা করে, রাফেলাকেও। হয়তো এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে ওদের, বিশেষ করে টমাস যে-রকম অকর্মণ্য লোক। তবে কথা সেটা না। আমি বিলের পক্ষে আছি। তুমি যদি বেঈমানি কর ওর সাথে, আমি তোমাকে খুন করব, কেইন। কোন নিয়মকানুনের ভেতরে যাব না আমি, স্রেফ শটগান দেগে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।'

আচ্ছা, গ্যারিটি তা হলে ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছে সত্যি কথাটা। মনে-মনে চমকে উঠলেও, বাইরের চেহারা স্বাভাবিক রাখল কেইন। সহজ সুরে বলল, 'তার মানে তুমি ভাবছ আমি বুচারের সাথে বেঈমানি করব। কেন?'

'এটা বোঝা আর এমন-কী শক্ত? দুই আর দুই যোগ করলে যোগফল চারই হবে। ববের ডেনভার যাওয়া, জ্যাকি আর তোমার একই সঙ্গে স্টেজে আসা; তারপর বিল বলল ও তোমাকে তলব করেনি এবং তুমিও ওকে কোন কথা দাওনি। এমনকী কাজের কথাটা বলনি পর্যন্ত। সুতরাং, তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে বব আর জ্যাকি হার্ভে তোমাকে ভাড়া করেনি?'

'করলেও তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'না, তা করব না।' সিগারটা ঠোঁটে ঝোলাল গ্যারিটি। 'এবার আমার কথা শোন মন দিয়ে। ঠিকমত চললে আমি যেমন আছি তুমিও তেমনি ভাল থাকতে পারবে। বিলের নিজের কোন যোগ্যতা নেই, পরের সাহায্য পেয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তবে দুটো ভাল দিক আছে ওর। টাকা বানাতে জানে, আর নিজের লোকদের সঙ্গে বেঈমানি করে না। হার্ভের ছেলে-মেয়ে তোমাকে কিছু দিতে পারবে না—বিল পারবে।'

'তোমার এই ধারণা কি তুমি বুচারকে বলে দেবে?'

একটুক্ষণ সিগারের গোড়া চিবাল গ্যারিটি, কালো চোখজোড়া পর্যবেক্ষণ করছে কেইনকে। তারপর বলল, 'কিছুদিন অপেক্ষা করব। দেখব তুমি কী কর।' উঠল ও। 'এস। রাফেলা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'বুচার আমাকে ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছে।'

'জানতে পারবে না। ও আমাকে বিশ্বাস করে।' দরজার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি, 'তুমি না গেলে, রাফেলাই আসবে এখানে।'

দরজার দিকে পা বাড়াল গ্যারিটি। কেইন ইতস্তত করছে। এক দিনে রাফেলা বুচারকে ও যতটা দেখেছে সে-ই ঢের, কিন্তু কেইন চাইল না মহিলা ওর ঘরে আসুক। গ্যারিটিকে অনুসরণ করে করিডরে বেরিয়ে এল সে।

'চলে যাও,' বলল জুয়াড়ি। 'দরজায় টোকা দিলেই খুলে দেবে। আমি বাইরে আছি। তবে, দেখ, সারা রাতের মত আবার থেকে যেয়ো না যেন।'

গ্যারিটিকে পাশ কাটাল কেইন, রাফেলার দরজায় টোকা দিল। পিয়ানো বাজাচ্ছিল রাফেলা। ডাকল, 'ভেতরে এস।' কেইন দরজা খুলতে ও বলল, 'বস, মিস্টার কেইন।' তারপর আবার সুরের ঝঙ্কার তুলল।

কাউচে বসে পড়ল কেইন। অতিপরিচিত একটা স্প্যানিশ প্রেমের সুর বাজাচ্ছে রাফেলা। সীমান্ত এলাকায় বহুবার শুনলেও, গানের কলিগুলো মনে করতে পারল না কেইন। রাফেলার মরাল গ্রীবা আর খাড়া পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল ও; দেখল ল্যাম্পের আলোয় চিকচিক করছে মহিলার চুল, পিয়ানোর রিডে সাবলীল ভঙ্গিতে ঢেউ তুলছে সরু-সরু আঙুলগুলো। আচমকা একসঙ্গে অনেকগুলো রিড চেপে ধরে কর্ড বাজাল রাফেলা, তারপর পাঁই করে ঘুরল কেইনের পানে।

'আমার স্বামীকে তুমি কেমন বুঝলে, মিস্টার কেইন?' চড়া অথচ ক্লান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রাফেলা।

অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবল কেইন, ব্ল্যাক গ্যারিটির মত এও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে। কেইন বলল, 'ওর সম্পর্কে কিছু ভাবা আমার দায়িত্ব না।'

'তবু ভেবেছ,' চেঁচিয়ে উঠল রাফেলা। 'না ভেবে পারনি। আজ সন্ধ্যায় তুমি দেখেছ বিল একটা ছুঁচো, ভান করছে আমাকে সবকিছু দেয়ার, অথচ আসলে কিছুই দেয়নি। আমি একজন নারী, মাইক, আমার লজ্জা নেই বলতে আমারও একটা চাহিদা আছে। কিন্তু বিল নপুংশক।'

স্থির হয়ে বসে রইল কেইন, হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে রেখেছে। অপলকে রাফেলাকে দেখছে ও, সব পুরুষেরই যেমন হবে তেমনি ওর বুক

উথালপাথাল হচ্ছে। সাদা সিল্কের আঁটসাঁট একটা স্কার্ট পরে আছে রাফেলা, পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে দেহের প্রতিটি বাঁক, চড়াই-উতরাই। কেইন জানে বিশেষ কোন উপলক্ষ ছাড়া মেয়েরা এধরনের উত্তেজক পোশাক পরে না।

'অবাক হয়ো না, মাইক,' বলল রাফেলা। 'মাঝে মাঝে এরকম সময় আসে যখন আমি কথা বলার জন্য হাঁপিয়ে উঠি, মনে হয় কথা না বলতে পারলে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। আমার কথা শোন, প্লিজ। আজ তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে আমাদের, এইসব পেয়েছি আমি।' বাতাসে হাত খেলিয়ে ঘরের চারপাশের আসবাবগুলো দেখাল রাফেলা। 'প্রয়োজনের বেশি কাপড়চোপড় পেয়েছি। থাকার জন্য বিরাট একটা বাড়ি আছে, ফাই-ফরমাস খাটার জন্য আছে দাসী। আর কী চাই? আমার সুখী হওয়া উচিত, তাই না?' বিকারগ্রস্ত রোগীর মত হাসল ও। 'কিন্তু আমি সুখী না।'

উঠল রাফেলা, শরীরে হিল্লোল তুলে এগিয়ে এল কেইনের দিকে, কাউচে ওর পাশে বসল। 'বুচারের হয়ে কাজ করে মারাত্মক একটা ভুল করছ তুমি। ও তোমাকে ব্যবহার করবে, তারপর যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন ছুঁড়ে ফেলে দেবে আস্তাকুঁড়ে। কম্বাইনে অন্য যারা আছে তাদেরকেও ফেলে দেবে। ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ওদেরকে ওর দরকার, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন গোটা ডিলন মেসাই হয়ে উঠবে সি. সি. রেঞ্জ—যদি না বুচারকে তার আগেই কেউ থামায়। আমি জানি না হার্ভে, ম্যানিয়ন কিংবা লরির ভাগ্যে কী আছে, তবে অ্যাবনারের বাবার কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।'

মুখ বাঁকাল রাফেলা। 'বিল বুচারের কাজের ধরনই এমনি। ও তোমাকে দিয়ে যেসব কাজ করাবে লাখ টাকা দিয়েও সেগুলোর কলঙ্ক তুমি ঢাকতে পারবে না। বিশ্বাস কর, মাইক। তুমি নিজেও নিশ্চয় ওর স্বভাব তখন বুঝতে পেরেছ। ও আমাকে ওর মুঠোর ভেতর পুরে রাখতে চায়। স্রেফ দেখার জন্য—আর কিছু না।' রাফেলা সামনে ঝুঁকে এল, যেন পিঠে ওর বুকের উষ্ণ চাপ অনুভব করে কেইন। 'আমার বিশ্বাস তুমিই হচ্ছ একমাত্র লোক, যে ওকে ভয় পাও না।'

'এখানে আসলে ভয় পাবার মত কিছু নেই,' কেইন বলল।

'তা হলে হয়তো-বা অন্যকিছু আছে।' পিছিয়ে গেল রাফেলা, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'বন্দুকবাজদের ব্যাপারে আমার সবসময়েই ভীষণ কৌতূহল। তোমার শরীরে রক্ত আছে, না সবটাই ঠাণ্ডা পানি?'

উঠে পড়ল কেইন, বিব্রত সুরে বলল, 'আমি আসতাম না, যদি—'

'জানি।' উঠে কেইনের মুখোমুখি হলো রাফেলা, মদির হাসি হাসছে, চোখে আমন্ত্রণ। 'টাকাটাই সব, না? টাকার জন্য সবকিছু করতে পার তুমি—এমনকী নিজের আত্মা বিক্রি পর্যন্ত। বিল তোমার মনিব, এবং আমার স্বামী, কাজেই তোমার আর আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক হতে পারে না। ঠিক আছে, মিস্টার কেইন, তাই হবে।'

'আমি জানি একটা মেয়ের যা-যা থাকা দরকার তার সবই আছে তোমার,' বলল কেইন। 'কিন্তু বুচার তোমাকে বেঁধে রেখেছে। আমার যদি লোক চিনতে

ভুল না হয়ে থাকে, ওই বাঁধন সে খুলে দেবে না।'

'অন্তত যদ্দিন সে বেঁচে আছে।' কেইনের বাহুতে হাত রাখল রাফেলা, 'মাইক, আমার ধারণা ছিল যেকোন পুরুষের মন আমি টলাতে পারব। কিন্তু এখন সেটা ভেঙে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করব, তুমি ইরা স্লেডের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরবে না। বিল তোমাকে ওই কাজটাই করতে বলবে সবচেয়ে আগে।'

'স্লেড তোমার কে?' নিষ্ঠুর গলায় প্রশ্ন করল কেইন।

হাত সরিয়ে নিল রাফেলা, মুখে রঙ ছড়াচ্ছে। 'ওই একটা প্রশ্ন অন্তত কোরো না। আমারও মানসম্মান আছে।'

কথাটা কতদূর সত্যি যথেষ্ট সংশয় আছে কেইনের, তবে তা আর বলল না ও। বরং কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেশ, তা হলে বল স্লেডের ভালমন্দের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ কেন?'

'তুমি বিশ্বাস করবে না, তবু বলব আমি।' অস্ফুট সুরে ফুঁপিয়ে উঠল রাফেলা। 'আমি চাই লোকে জানুক বিল বুচার একটা ক্লীব, পঙ্গু। কিন্তু তুমি থাকতে সেটা সম্ভবপর হবে না।'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কেইন, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাফেলার থমথমে মুখের দিকে। ও বলল, 'কিন্তু বুচার আমাকে বলেছে ও তোমাকে পুজো করে। ওর সবকিছুই তোমার জন্যে করা।'

'ও একটা মিথ্যুক,' আগের মতই বিক্ষুব্ধ গলায় বলল রাফেলা। 'এমন একটা সময় নেই যখন ও নিজের স্বার্থের কথা আগে ভাবে না। তুমি নিজের দিকে তাকাও, মাইকেল কেইন, তোমার মনিবকে দেখ। তারপর যাও, দেখে আস গিয়ে স্লেড আর তার প্রতিবেশীরা কোন্ অবস্থায় আছে। ভাল ঘাস থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছে বিল। ওদের ঝুপড়ি, কঙ্কালসার গরুবাছুর এগুলো দেখার পরও যদি ইরা স্লেডকে তোমার খুন করতে ইচ্ছে হয়–করো।'

রাফেলার মুখ দেখে কেইন আন্দাজ করতে পারল না এসবের কতটা ওর অন্তরের কথা। জ্যাকুলিন হার্ভের মত মেয়ে হলে ও সম্ভবত বুঝতে পারত, কিন্তু রাফেলার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। কেইন বলল, 'কাল আমি ওদের ওদিকে যাব, তবে স্লেডকে খতম করব কিনা তা এখুনি বলতে পারছি না।'

'যদি না করো, বিলের কাছ থেকে একটা ফুটো পয়সাও তুমি পাবে না। তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ না কেন, মাইক? প্লিজ, তুমি চলে যাও, একা থাকতে দাও আমাদের।'

'তার আগে নিজের চোখে এখানকার অবস্থা দেখব একবার,' বলে কামরা ত্যাগ করল কেইন।

গ্যারিটি তখনও অপেক্ষা করছিল করিডরে। কেইনের ঘর অবধি এগিয়ে এল সে, বলল, 'রাফেলা চাইলে, পুরুষের মন গলাতে পারে। তোমারটাও কি গলিয়েছে?'

'না।' নিজের কামরায় ঢুকল কেইন। ঠোঁটের ফাঁকে সিগার ঝুলিয়ে, গ্যারিটি অনুসরণ করল ওকে। কেইন বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল, 'আবার কী

চাও?'

'ভাল একজন শ্রোতা পেলে কথা বলতে আমার ভাল লাগে,' গ্যারিটি জবাব দিল। 'কখনও কখনও প্রশ্নও করি। কম্বাইনের অন্যদের তোমার কেমন মনে হলো?'

'নিকুচি করি—'

হাত তুলে কেইনকে থামিয়ে দিল গ্যারিটি, আগের মতই হাসছে মুখ টিপে। 'উত্তেজিত হয়ো না, বাছা। তুমি যখন বলবে না, বেশ, আমিই বলছি তোমাকে। টমাস হার্ভেকে তোমার ফালতু লোক বলে মনে হয়েছে, রেড যতই মাতব্বরি করুক, বিলের ওপর নির্ভর করছে ওর শেরিফগিরি—কিন্তু লরিকে বুঝতে তুমি পারনি। তাই না?'

'ঠিক,' স্বীকার করল কেইন।

'তা হলে আমার একটা কথা শোন। কেউই ওকে বুঝতে পারে না। উতে ক্রীকের মাথায় বসে বাজপাখির মত নজর রাখছে সবার ওপর। বেশি কথা বলে না—কেবল দেখে যায়। তোমার জায়গায় আমি হলে, আমি ওর ওপর নজর রাখতাম।' ঘাড় কাত করল গ্যারিটি। 'চলি, শুভরাত্রি।' বেরিয়ে গিয়ে দরজা টেনে দিল ও।

বিছানায় যাওয়ার পরেও সে-রাতে অনেকক্ষণ জেগে রইল কেইন, অস্থির চিন্তাভাবনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মন। এখন সে বুঝতে পারছে কেন বব হার্ভে সবকিছু খুলে বলতে পারেনি ওকে। জ্যাকির বেলায়ও সেই কথাই খাটে। ওর ভাষায় ডিনামাইটের সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ একজন, তার বিস্ফোরণে ওরা সকলে মারা পড়বে। কে ধরাতে পারে আগুন? বুচার, রাফেলাকে দেখাবার জন্য যে সে অনেক বড় মাপের মানুষ? নাকি অন্য কেউ বুচারকে কোণঠাসা করে এই নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করেছে?

কেইন যদি বেঁচে থাকতে পারে, সময়ে এর উত্তর সে পাবে। তারপর জ্যাকির কথা মনে পড়ল ওর, মেয়েটার ধর্মবিশ্বাস প্রবল, ন্যায়-অন্যায় এগুলো মানে। কেইন সহসা উপলব্ধি করল তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তার পিস্তল ভাড়া খাটিয়ে টাকা রোজগারের জন্য নয়—জ্যাকুলিন হার্ভেকে পেতে হবে তাই।

পাঁচ

কাক-ভোরে বিছানা ছাড়ল কেইন, অবশ্য এর কোন প্রয়োজন আছে সেজন্য নয়। ছোটবেলায় যখন ও মিসৌরির একটা খামারে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহ করত তখন থেকেই এই অভ্যাস ওর গড়ে উঠেছে। পোশাক পালটে ভোরের আধো-আলোয় দাড়ি কামাল সে, তারপর করিডরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিল।

নীচতলায় এসে ও যখন দেখল ডাইনিং-রুম বন্ধ তখন লবি হয়ে রাস্তায়

গেল। ফুটপাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কেইন, বাইরের আবছা আলোয় চোখ সইয়ে নিচ্ছে। চীনা রেস্তোরাঁর পেছনে কাঠ চেরাইয়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও, কাছেপিঠে কোথাও থেকে ভেসে এল ষাঁড়ের গর্জন, তারপর মোরগ ডেকে উঠল একটা। স্টারলাইটের ভেতরে কাশির শব্দ পাওয়া গেল, পরক্ষণে ব্যাটউইং ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল ঝাড়ুদার, হাতে ময়লা পানির গামলা। ঝপাৎ করে রাস্তায় পানি ঢেলে দিল সে, স্যালুনে ফিরে গেল।

ডগভ্যান্স শহরটা তেমন সুন্দর নয়। আগের দিন স্টেজ থেকে নেমে যে-রকম থমথমে ভাব দেখেছিল তাতে কেইনের মনে হয়েছে ভালও না। ঠিক ওই সময়ে কম্বাইনের সভা চলছিল; বড় বড় আউটফিটগুলো, তাদের রেঞ্জে প্রচুর ঘাস থাকা সত্ত্বেও, পরিকল্পনা আঁটছিল পরের জমি জবরদখল করার। এক অর্থে উইলিয়ম বুচার এ-শহরের সমস্ত ক্ষমতার প্রতিভূ, কারণ ডিলন মেসা সে-ই নিয়ন্ত্রণ করে। ছোটলোক কিন্তু বড় হতে চায়; দুর্বল অথচ চায় সকলে ওকে শক্তিশালী মনে করুক।

রাস্তা পেরিয়ে চীনা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল কেইন। কাউন্টারের কোনা ঘুরে এগিয়ে এল রেস্তোরাঁ মালিক, অনেকটা নুয়ে অভিবাদন জানাল যেন ওকে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। কেইন খাবারের ফরমাস দিতে ও রান্নাঘরের ভেতরে অদৃশ্য হলো।

চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে আছে বলে হতে পারে কিংবা রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে; তবে কারণটা যা-ই হোক না কেন, আজ সকাল থেকেই ভয়ানক মানসিক অশান্তিতে ভুগছে কেইন। যেদিকে তাকাচ্ছে সেখানেই বিল বুচার অথবা তার প্রভাব প্রত্যক্ষ করছে। খাবার নিয়ে আসছিল চীনা লোকটা, কেইনকে ওর দিকে তাকাতে দেখে এমনভাবে জড়সড় হয়ে গেল যা কখনোই একজন স্বাধীন মানুষের করা উচিত না। রেস্তোরাঁ মালিকের স্বভাব ওইরকম না বুচার বা তার লোকেরা সবার কাছ থেকে তোয়াজ আশা করে বলে এটা হয়েছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ও।

নাস্তা সেরে আবার পথে নামল কেইন। সূর্য ইতিমধ্যে বেশ উঁচুতে উঠে গেছে, স্যান হুয়ানের চূড়াগুলো এখনও কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন দেখালেও পশ্চিমের লা সাল পর্বতমালা ঝলমল করছে সকালের রোদে। একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল কেইন, কিন্তু ধূমপানে কোনরকম তৃপ্তি পেল না। সিগারেটটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল সে, লিভারি স্ট্যাবলের দিকে ঘুরল। তারপর একজন বৃদ্ধের ওপর চোখ পড়ল, রাস্তা পেরিয়ে ওর পানেই আসছে। দাঁড়িয়ে গেল কেইন।

'তোমার নামই তো মাইকেল কেইন?' ফুটপাতে উঠে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'আমি প্যাডি রায়ান।' থাবা-সদৃশ একটা হাত বাড়িয়ে দিল বুড়ো। 'স্থানীয় ব্যাংকের মালিক, আর আমার মালিক হচ্ছে বিল বুচার।'

রায়ানের সঙ্গে করমর্দন করল কেইন, বুড়োর অকপট সারল্যে বিস্মিত হয়েছে। ও বলল, 'তোমার কথা শুনেছি।'

'আলবত শুনেছ,' রায়ান বলল। 'কালকের মিটিঙে নিশ্চয় এটাও শুনেছ হোমস্টেডাররা আর কোন ঋণ পাচ্ছে না আমার কাছ থেকে। হ্যাঁ, সবটাই বিলের কারসাজি। নরকের মত বিশাল হতে চায় ও।' স্টারলাইটের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ব্যাংকার। 'এসো, গলা ভেজাবে। কথা আছে। শুনব তোমার এত নামডাক হলো কী করে?'

কেইন হাসল একগাল। 'ওই একটা কথা বলতে পারব না। আমি নিজেই জানি না তো কীভাবে বলব।'

রাস্তা অতিক্রম করে স্টারলাইটের দিকে এগোল ওরা। বুড়ো বলছে, 'জীবনে আমি অনেক বড় বড় বন্দুকবাজ দেখেছি, কেইন। আর আমার বয়সটাও কিন্তু নেহাত কম না। হিকক, ইয়ার্প, মাস্টারসন, হার্ডি। কাকে দেখিনি বল? ওদের মধ্যে ভালমন্দ দুই-ই ছিল। তবে কে কী রকম, তা একমাত্র খোদা আর শয়তানই জানে।'

ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে ঢুকল রায়ান। কামরার পেছন থেকে চোখ তুলল ঝাড়ুদার, বলল, 'আমরা এখনও ব্যবসা শুরু করিনি।'

'তুমি তোমার কাজ কর,' বলল ব্যাংকার। 'আমরা নিজেরাই নিতে জানি।'

বারের পেছনে চলে গেল রায়ান, বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে কেইনের কাছে ফিরে এল। 'তুমি হাল আমলের পিস্তলবাজ। সবাই বলছে, এখন নাকি তুমি সব থেকে চালু। তবে পুরানোদের মত কিনা তা জানার কোন উপায় নেই। আমি যাদের চিনতাম তাদের বেশির ভাগই মরেছে বুলেটে, তুমি এ-লাইনে থাকলে তোমারও একই দশা হবে।'

গ্লাস দুটো ভরে বোতলটা নামিয়ে রাখল রায়ান। দীর্ঘদেহী মানুষ ও, হলদেটে চামড়ায় বয়সের কারণে ভাঁজ পড়েছে, কথা বলার সময়ে পাকা দাড়িগুলো নড়ে। কেইন অনুমান করল বুড়োর বয়স সত্তরের কম হবে না, কিন্তু এখনও সোজা হয়ে হাঁটে; কালো চোখজোড়া স্বচ্ছ, অন্তর্ভেদী।

'তোমার স্বাস্থ্য,' বলে নিজের গ্লাস উঁচু করল রায়ান।

এক ঢোকে সবটুকু তরল পদার্থ পান করে বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রাখল ওরা, রায়ান তার হাড্ডিসার হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। 'আমি স্রেফ আরেকজন গোলামের সাথে একটু আলাপ করতে চাইছিলাম,' বলল ও। 'খুব অল্প টাকা দিয়ে খুলেছিলাম ব্যাংকটা। ফলে যখন অসুবিধেয় পড়লাম বিল অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিল। সেজন্যই ওর বাঁশিতে আমাকে নাচতে হয়।' কেইনের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল বুড়ো। 'অথচ মজা দেখ, সমাজে আমার সম্মান আছে, তোমার নেই। তুমিও নিশ্চয় জান সেটা?'

'মাথা ঘামাই না,' কেইন বলল।

মুখ বিকৃত করল রায়ান। 'কেন ঘামাও না। কাল রাতের কথাই ধর। শুনলাম, মিসেস বুচার তোমাকে সাপারের দাওয়াত করেছে। অথচ, দেখা গেল, স্বামী-স্ত্রী খাচ্ছে ডগড্যান্স হোটেলে, আর তুমি একলা চীনা রেস্তোরাঁয়। কেন জান? কারণ সমাজে তোমার দাম নেই। রাফেলা হয়তো ভাবেনি, কিন্তু বিল ঠিকই ভেবেছে।'

হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে আমল না দেয়ার ভান করল কেইন, বুড়ো ব্যাংকারকে বুঝতে দিতে চাইছে না কতখানি বেদনাময় ক্ষতে ঘা দিয়েছে সে। রায়ানকে আর মিথ্যে বলে লাভ নেই যে মানসম্মানের ব্যাপারে ও লালায়িত নয়। কেইন বলল, 'ড্রিংকের জন্য ধন্যবাদ। আমি বেরোব–'

'না, এখনই না,' রায়ান বলল। 'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। বুচার কেমন লোক, এবার সেটাই বলব। আমি ধারণাই করতে পারিনি এত বাজে একটা লোক এতদূরে উঠতে পারে, অবশ্যি কিছুই ওর নিজের করা না। আমার আর রেড ম্যানিয়নের সাহায্য পেয়েছে। তা ছাড়া গ্যারিটি আছে। ওর ফোরম্যান, টড জারভিস লোকটাও সুবিধের না। এখন এসেছ তুমি। আমার ধারণা শেষপর্যন্ত তুমিই ওর পতন ডেকে আনবে, তবে বলা যায় না, বিল দারুণ চালু মাল–লোক খাটাতে জানে।'

'তোমার মতলবটা কী?'

আবার গ্লাসে পানীয় ঢালল রায়ান। কেইনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার বদলে নিজেই প্রশ্ন করল একটা: 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'ইরা স্লেডকে দেখতে।'

'বিল ওকে মেরে ফেলতে চায়। কাজটা কি আজই সারবে?'

'না।'

'তা হলে কী জন্য যাচ্ছ?'

'লোকটা কেমন তাই দেখতে।'

রায়ান তার গ্লাস হাতে তুলে নিয়েছিল, নামিয়ে রাখল। অপলকে কিছুক্ষণ লাল পানীয়ের দিকে চেয়ে রইল সে, ডান হাতে অন্যমনস্কভাবে বিলি কাটছে বারের ওপরে। খানিক বাদে চাপা সুরে ও বলল, 'আশ্চর্য, কোন কোন লোকের জুয়াভাগ্য অসাধারণ হয়। আমি সবসময় সৎভাবে খেলার চেষ্টা করি, ধরেই নিই প্রতিপক্ষের হাতে কী আছে আমি জানি। যদি ব্যর্থ হই মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেই, আমি পাকা খেলোয়াড় না। কিন্তু বিল একদম অন্যরকম। ও পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে বাজি লড়ে না, দরকার হলে চুরি করতেও রাজি। এজন্য ওকে ঘৃণা করি আমি, অথচ সেটা বলার মত সৎসাহস আমার নেই।' কেইনের চোখে চোখ রাখল ব্যাংকার। 'জান, এসব কথা কেন বলছি তোমাকে?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন।

'গতকাল তুমি যখন স্টেজ থেকে নাম আমি তোমাকে দেখছিলাম। তোমার সঙ্গে ছিল জ্যাকি হার্ভে। ও আর ওর ভাই, বব হার্ভে, এখানে এরা দুজনেই না একটু প্রকাশ্যে বিলের বিরোধিতা করে। তাই নিজের সঙ্গে একটা বাজি ধরলাম আমি। জ্যাকি তোমার পরিচয় পেয়ে থাকলে, নিশ্চয় এখানকার আসল অবস্থা তোমাকে খুলে বলেছে। জ্যাকি কাউকে ভয় পায় না। এখন বাজিটা হচ্ছে, ও যদি সত্যি সত্যি তোমাকে সব বলে থাকে–তুমি কোন্ দিকে যাবে।'

গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা নাটক দেখার মত, ভাবল কেইন। ওর ভূমিকা এখানে দর্শকের। রঙ্গমঞ্চে একের পর এক অভিনেতা আসছে, আর

ওদের কথাবার্তা থেকে ওদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে তাকে। মাত্র একটা ভুলই চরম সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। জ্যাকি আর তার ভাইকে কিছুটা বুঝতে পেরেছে ও। এবং গ্যারিটিকে, কারণ জুয়াড়ি তার মতামত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। রায়ানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না কেইন। হয়তো কথা আদায় করতে গ্যারিটিই পাঠিয়েছে ওকে, এবং নিজে শটগানহাতে অপেক্ষা করছে পেছনের কামরায়। কেইন যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, সম্ভবত এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে না।

'দাম চুকিয়ে দাও,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল কেইন। 'তুমি হেরে গেছ বাজিতে। আমি আপাতত বুচারের পক্ষেই থাকছি।'

রায়ান উঁচু করল তার গ্লাস, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। 'একজন সাহসী পুরুষের নামে, কেইন। তুমি যদি ইরার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর শহরে ফিরে আসতে পার, আমি তোমাকে আবার খাওয়াব।'

ঘাড় কাত করে ব্যাংকারকে সংক্ষেপে বিদায় জানাল কেইন, ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে। নিজের চারপাশে ও কেবল বেঈমানদের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। কেইন বুঝে উঠতে পারল না, অন্যের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে উইলিয়ম বুচার জীবনে কোনদিন সত্যিকারের শান্তি পেয়েছে কিনা।

লিভারি স্ট্যাবল থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করল ও, স্যাডলে চেপে পশ্চিমের পথে শহর ছাড়ল। ডগড্যান্স থেকে মাইলখানেক যাওয়ার পর দক্ষিণে মোড় নিল সে, ভাঙাচোরা দীর্ঘ একটা শৈলশিরা ধরে এগোল। রাস্তা থেকে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, অনুভব করছে কেইন। স্লেড ওর কথা শুনবে এ-ব্যাপারে ওর যথেষ্ট সংশয় আছে। ও মোটামুটি নিশ্চিত কম্বাইনের ওপর পালটা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই লোক, এবং সেজন্যই পিয়ারসন ভাইদের নির্দেশ দিয়েছিল স্টেজ স্টেশনের ওপর নজর রাখতে, যেন সন্দেহজনক চরিত্রের কারোকে দেখলে তাকে ভাগিয়ে দিতে পারে।

জো পিয়ারসন মারা যাওয়ায় লুড এখন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পাগলা কুকুর হয়ে উঠবে। স্লেড আর তার প্রতিবেশীরা সুযোগ পেলে মাইকেল কেইনকে আটক করে ফাঁসিতে ঝোলাতে দ্বিধা করবে না। তবে কার্যসিদ্ধির খাতিরে এই ঝুঁকিটুকু ওকে নিতেই হবে। এরকম বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে বিপদের আশঙ্কা সবসময়েই থাকে, বুচার জেনেশুনে স্লেড আর তার দলবলকে কোণঠাসা করছে যাতে ওরা পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। একবার গোলাগুলি শুরু হলে, কোন এক পক্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা থামবে না। ডিলন মেসার যা অবস্থা, তাতে আইন নিঃসন্দেহে কম্বাইনকেই সমর্থন জোগাবে।

তিন মাইল পথও যায়নি এরই মাঝে কেইন উপলব্ধি করতে পারল রাফেলা কেন ওকে স্লেড আর তার প্রতিবেশীদের রেঞ্জ সরেজমিনে দেখে আসতে বলেছিল। ঘাড় ফেরালেই কম্বাইনের রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছে ও, পুবে পাহাড়ের পাদদেশ অবধি পুষ্ট ঘাসের গালিচা বিছানো, হাওয়ায় সতেজ সবুজ ডগাগুলো মৃদুমন্দ আন্দোলিত হচ্ছে। গতকাল রাস্তা থেকে যা দেখেছিল ও, পশ্চিমে ভাঙাচোরা প্রান্তর, অসংখ্য ক্যানিয়ন আর ছোট ছোট মেসার সমষ্টি। ওদিকে

ঘাস কম আছে বলা হলে সত্যের অপলাপ হয়। খর্বকায় কিছু সেজঝোপ আর সিডার গাছ থাকলেও, ঘাস প্রায় একদম নেই। পুরো এলাকাটা একরকম পাথুরে, ইরা স্লেডের মত যারা পরে এসেছে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে ওখানে আশ্রয় নিতে। জায়গাটা এমনিতেই অনুর্বর, তার ওপর অবস্থা এখন আরও শোচনীয়। কারণ অল্পখানিকটা ঘেসোজমিতে বিপুলসংখ্যক গরুবাছুর চরছে, এবং এর ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। রাফেলার ভাষায়: 'কঙ্কালসার গরু উৎপাদন করছে।'

সকালের মধ্যেই বেশকিছু হাড্ডিসার বলদ চোখে পড়ল কেইনের। মার্কাগুলোও এবড়োখেবড়ো, হাতে-বাঁকানো শিক তাতিয়ে ছাপ দেয়া। স্লেডের লেযি এস-সহ আরও কিছু অপরিচিত মার্কা দেখতে পেল ও। পাহাড়ি খাঁজ থেকে ঝোপঝাড় পরিপূর্ণ একটা ক্যানিয়নে নেমে এল কেইন, খটখটে মেঝে মাড়িয়ে চড়াইয়ের মাথায় উঠল। ঠিক তখনই প্রথম ঝুপড়িটা চোখে পড়ল ওর, পাথরের চালাঘর একটা, পেছনে বাঁশের কোরাল। আশপাশে কোথাও প্রাণের লেশমাত্র নেই।

ডগড্যান্স ত্যাগ করার আগে আস্তাবল মালিকের কাছ থেকে পথের হদিস জেনে নিয়েছিল কেইন, তাই বুঝতে পারল এটা স্লেডের র‍্যাঞ্চ না। এগিয়ে চলল সে, এখনও দক্ষিণপশ্চিম দিকেই যাচ্ছে। ওর বাঁয়ে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হেল-স্ ওয়াল, খাড়া লাল পাথুরে দেয়াল, গ্রীষ্মকালীন চারণভূমিতে ছোট ছোট র‍্যাঞ্চারদের যাওয়ার পথ আগলে রেখেছে। এখানে এমন কিছু নেই যার প্রতি লোভ করা যায়। অথচ কেইন নিশ্চিত অলাভজনক কোনকিছুর জন্য বুচার লড়বে না। সেক্ষেত্রে এটা খুবই সম্ভব যে হোমস্টেডাররা যেন কিছুতেই পুবের ঘেসোজমির দিকে হাত বাড়াতে না পারে সেজন্য আগেভাগে এখানে একটা লড়াই জিইয়ে রাখছে ও। কিংবা আরেকটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে: বুচারের লোভের কোন সীমা-পরিসীমা নেই—নাগালের ভেতর যা কিছু দেখে সবই করতলগত করতে চায়। যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা সত্যি হয়, কোথায় গিয়ে উইলিয়ম বুচার ক্ষান্ত হবে কেউ বলতে পারবে না তা, কেননা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত থামতে জানে না এধরনের মানুষেরা।

কেইন যখন আরেকটা ক্যানিয়ন হয়ে পাহাড়ি একটা ধাপে বেরিয়ে এল তখন প্রায় বেলা দুপুর। গেল কয়েক মাইলের মধ্যে যতটুকু দেখেছে, ও লক্ষ করল, এখানে ঘাস তার চেয়ে ভাল। সামনেই গোটা দুয়েক কটনউডের ছায়ায় লগ কেবিন রয়েছে একটা। কেবিনের একদিকে সবজিবাগান, অন্যপাশে বার্ন। পেছনে গুটিকতক কোরাল। আস্তাবল মালিক যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিল তা থেকে কেইন বুঝতে পারল এটাই ইরা স্লেডের লেযি এস বাথান।

সোজা কেবিন অভিমুখে এগিয়ে গেল সে, জানে আগামী কয়েক মিনিটে ওর সাফল্য কিংবা মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে যাবে। এধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সে অভ্যস্ত, যে-কাজ করতে এসেছে সেটা সুসম্পন্ন করতে হলে এই ঝুঁকি এড়াবার কোন উপায় নেই। দৃঢ়তা দেখাবার মাঝে কিছু সুবিধে আছে, এতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

ওঅটর ট্রাফের সামনে নেমে ঘোড়াকে পানি খাওয়াল কেইন, তারপর উত্তরের পাহাড়ি ঝরনা থেকে যে পাইপ বেয়ে পানি আসছে ট্রাফে তা থেকে নিজেও খেল এক ঢোক। যখন শেষ হলো খাওয়া, মাথা উঁচু করল ও, দেখতে পেল কেবিনের দোরগোড়ায় এ লোক দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে।

হিচ রেইলে লাগাম জড়িয়ে কেবিনের দিকে এগোল কেইন, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি স্লেড?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, ওর চোখ ঝট করে একবার ঘুরে এল কেইনের কোমরে-ঝোলানো পিস্তলের ওপর থেকে। 'আমি স্লেড। খাবার খুঁজছ?'

স্লেড তাকে ক্ষুধার্ত লাইন রাইডার বলে ভুল করেছে, ভাবল কেইন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, পশ্চিমের বাথান অঞ্চলগুলোতে হরহামেশা এরকম ভুল হয়ে থাকে। ও বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। দাম দিতে পারব।'

ইতিমধ্যে র‍্যাঞ্চারের কাছে এসে পড়েছে কেইন, মনে-মনে লোকটাকে বিচার করল সে। দীর্ঘকায় একহারা শরীর। পরিষ্কার একটা শার্ট আর প্যান্ট পরে আছে, মাথার চুল আঁচড়ানো। বোধহয় খাওয়ার আয়োজন করছিল, কেইন ভাবল। স্লেড যখন আর দশ ফুট দূরে আছে তখন দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বাথান মালিকের ধূসর চোখে নিজের চোখ রাখল।

'আমি ভাবছি তুমিই কেইন কিনা,' খানিক ইতস্তত করে একসময় বলল স্লেড।

'তাই।'

'আমাকে খুন করতে বুচার তোমাকে পাঠিয়েছে, না? তুমি আমাকে পিস্তল বের করতে বলবে যাতে তুমি তোমার বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে পার। তারপর জো-কে যেভাবে মেরেছ আমাকেও খুন করবে সেভাবে।'

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়াল কেইন। 'না। আমি কথা বলতে এসেছি। তুমি ভুল শুনেছ, পিয়ারসনদের সাথে আমাকে ওরকম কিছু হয়নি! আমি জো-কে না মারলে ও আর লুডই খতম করত আমাকে।'

'কিন্তু লুড আমাকে তা বলেনি,' স্লেড জানাল। 'আমরা চাই না তুমি এখানে আস। আজ বিকেলে জো-কে আমরা কবর দিচ্ছি।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, র‍্যাঞ্চারের ভয় আর সন্দেহ দূর করার উপযোগী ভাষা খুঁজল, কিন্তু কোন কথা জোগাল না ওর মুখে। ও জানে ওর উপস্থিতি স্লেডের কাছে কতটা ভীতিজনক, এবং এজন্য সে ওকে দোষ দিতে পারছে না।

'আমার খিদে পেয়েছে,' শেষমেশ বলল কেইন। 'এখানে আমি ঝামেলা করতে আসিনি। থামাতে এসেছি।'

কর্কশ সুরে হাসল স্লেড। 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি তোমার এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছ, কেইন। যাও, ফিরে গিয়ে বুচার আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে এসো। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দাও আমাদের ঘরবাড়ি, আমাদের খুন কর—তা হলেই তোমার দায়িত্ব শেষ হবে।'

কেইন তার টুপিটা মাথায় চাপাল আবার, ভাবছে সত্যি কথাটা বলা উচিত হবে কিনা। কথোপকথনের ভঙ্গিতে ও জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকি আর বব হার্ভেকে চেন?'

'হ্যাঁ, খুউব। যেমন বাপ তেমনি তার ছেলেমেয়ে।'

'না, জ্যাকি আর বব ওরকম না।'

'কী জানি? হয়তো তাই। হয়তো না। আমরা কারোকে বিশ্বাস করি না, কেইন। করতে পারি না। ডগড্যান্সের সবাই এক–আমাদের শত্রু।' আঙুল তুলে কেইনকে অভিযুক্ত করল স্লেড। 'আর এখন বুচার তোমাকে পাঠিয়েছে।'

'ওকে নিয়ে এসো,' কেবিনের ভেতর থেকে বলল এক মহিলা। 'ওর খিদে পেয়ে থাকলে আমরা ওকে খাওয়াব, তারপর ও চলে যাবে। এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে তর্ক করার কোন মানে হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। 'আমার স্ত্রী। তোমার পক্ষে ওকালতি করছে। নরম মন। তুমি অনাহারে থাকলেই আমি বেশি খুশি হতাম। এসো।'

স্লেড ঘুরে ঢুকে গেল ভেতরে। কেইন পিছু নিল ওর, টুপি খুলে ফেলেছে। চুলোর কাছে দাঁড়িয়েছিল এক দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কেইনকে মাপল সে। মহিলা বলল, 'অ, তুমিই কেইন। দিন কয়েক আগে কলোর‍্যাডোর আইন ফাঁকি দেয়ার জন্য যারা ইউট্যাহয় পালাল তাদের সঙ্গে তোমার চেহারার কোন ফারাক নেই।'

'আইন?' উপহাসে মুখ বাঁকাল স্লেড। 'মানে তুমি রেড ম্যানিয়নের আইনের কথা বলছ?'

চুলোর দিকে ফিরল মিসেস স্লেড। 'না-সত্যিকার আইনের কথা।'

কেইন দেখল ওদের খাওয়া হয়ে গেছে। এঁটো থালাবাসন পড়ে আছে টেবিলে, ঘরের ভেতর রান্না-করা খাবারের সুবাস ভাসছে। ওর খাবার বাড়ার কোন আয়োজন করছে না মহিলা, লক্ষ করল সে। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে রইল ও, হাতে টুপি। স্লেড টেবিলের আরেক পাশে রয়েছে, হাত প্যান্টের পকেটে। রুক্ষ সুরে ও বলল, 'মারিয়ান, তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে বিদেয় কর ওকে। আমি ঘোড়া তৈরি করতে যাচ্ছি, এক্ষুনি না বেরোলে জো-কে কবর দিতে দেরি হয়ে যাবে।'

দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল স্লেড। কেইন ঘুরল ওর দিকে। 'আমি খালি পেটেও ডগড্যান্সে ফিরে যেতে পারব। এখানে এসেছিলাম তোমাকে একটা কথা বলতে। কোনরকম ঝামেলা কোরো না–আমার বিশ্বাস পরিস্থিতি বদলাতে যাচ্ছে।'

ঘুরে কেইনের মুখোমুখি হলো স্লেড, বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ঠিক ওই সময়ে মহিলার দিকে পিঠ ফিরিয়েছিল কেইন, হঠাৎ স্লেডের চোখ জ্বলে উঠতে দেখে সাবধান হয়ে গেল ও, উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করল। চোখের কোণে আবছাভাবে একটা উদ্যত ফ্রাইং প্যান দেখতে পেল সে, নিচু হওয়ার চেষ্টা করল, পরক্ষণে তাওয়াটা আছড়ে পড়ল ওর কপালের ওপর। বোঁ করে ঘুরে উঠল কেইনের মাথা, হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়।

কেইনের চেতনা পুরোপুরি লোপ পায়নি। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে।

স্লেড চেপে বসেছে ওর পিঠের ওপর, র-হাইডের দড়ি দিয়ে হাত দুটো বাঁধছে পিছমোড়া করে। ওর বউ চিৎকার করে বলছে, 'তুমি সরে যাও, ইরা। হারামজাদাকে খুন করব আমি–মিথ্যে কথা বলার জায়গা পায়নি।'

একে ব্যথায় দপদপ করছিল কেইনের মাথা, তার ওপর মহিলার চিৎকারে যন্ত্রণা যেন বেড়ে গেল আরও বহুগুণ। এবার ওর পা বাঁধল স্লেড, বলছে, 'না। বেঁধে রেখে যাব এখানে। রাতের অন্ধকারে শহরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাব। আমি চাই বুচার ওর লাশ দেখতে পাক।'

'বোকামি করছ তুমি,' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল মহিলা। 'ওকে কয়েদ করে রাখার মত কোন জায়গা নেই আমাদের। ও পালিয়ে যাবে, তারপর তোমার কী অবস্থা হবে ভেবেছ?'

'আমি জানি কীভাবে একজন মানুষকে বেঁধে রাখতে হয়,' ঝামটা মারল স্লেড। 'ভাল করে চেয়ে দেখ একবার, যেভাবে বেঁধেছি, শত চেষ্টাতেও খুলতে পারবে না।'

বাইরে থেকে একজন লোক হাঁক দিল। 'ইরা? বাসায় আছ?'

হেঁটে দরজার কাছে গেল স্লেড। 'হ্যাঁ, আছি। তবে এক্ষুনি বেরোব। একটা ভালুক এসেছিল ওটাকেই আটকাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

'এত করে নিষেধ করছি, তবু বাঁচিয়ে রাখছে জানোয়ারটাকে, ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠল মিসেস স্লেড। 'এর জন্য পরে পস্তাতে হবে ওকে।'

'কাকে আটকেছ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'কেইনকে,' স্লেড জবাব দিল।

'সর্বনাশ! বিল কিন্তু এটা পছন্দ করবে না।'

'জানি,' পরিতৃপ্ত গলায় বলল স্লেড। 'ওর ঘোড়াটা আমি বার্নে বেঁধে রাখতে যাচ্ছি। আমাদেরকে বেরোতে হবে।'

'দাঁড়াও, ইরা। অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ হবে এতে। তুমি কী ভাবছ জানি না, তবে ম্যানিয়ন একটা ছুতো পেলেই তোমার হালুয়া টাইট করবে। আর বিলও সেই অপেক্ষাতেই আছে।'

'কুছপরোয়া নেই,' স্লেড আপন সিদ্ধান্তে অটল। 'আসুক ওরা। আর কাঁহাতক সহ্য করব?'

'ভুল করছ তুমি,' নবাগত বলল। 'আইনের সঙ্গেই যদি লাগবে, বিলকে খতম করলেই পার।'

'না, এ-ই ভাল,' স্লেড বলল। 'খোদা আমাদের হাতে ওকে তুলে দিয়েছে। বিল যখন দেখবে ওর মাস্তান কটনউডের ডালে ঝুলছে, আপসে পথে আসবে।'

স্লেড আর তার বউ বেরিয়ে গেল কেবিন ছেড়ে। কেইনকে রেখে যাওয়ায় এখনও গজগজ করছে মিসেস স্লেড। কষ্টেসৃষ্টে মাথা জাগাল কেইন, সর্ষের ফুল দেখছে চোখে, তবু এরই ভেতরে কেবিনের সামনে স্যাডলে-বসা লোকটাকে চিনতে পারল। অ্যাবনার লরি।

•

ছয়

কেইন শুনতে পেল একটা এক্কাগাড়ি উঠন ত্যাগ করছে, ওর মনে হলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ওই আওয়াজ। একটু বাদে লরিও চলে গেল। এখনও কেইনের চোখের সামনে লাল-হলুদ আলো নাচছে; অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথা।

স্লেডের কথাগুলো বাজছে ওর কানে। ওরা সন্ধ্যের পর ওকে শহরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে। পালাতে হবে, যে-করেই হোক, কেইন ভাবল। নয়তো ওরা ওকে খুন করবে। বুচারের জন্য নিজের পৈতৃক প্রাণটা খোয়ানোর কোন অর্থ হয় না। টমাস হার্ভের কারণেও না। কাজেই এখন ওর একমাত্র কাজঃ পলায়ন। গড়ান দিল কেইন, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মনে নেই ওর, তবে আবার যখন চোখ মেলল কড়া রোদে ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। এখন বিকেল, সূর্য পশ্চিমে হেলে পরায় জানালা গলে রোদ সরাসরি ওর মুখে এসে পড়ছে। গড়াতে-গড়াতে রোদ থেকে সরে গেল কেইন, থামল গিয়ে একেবারে দেয়ালের কাছে। চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে, মাথার দপদপানি আর নেই, কেবল ভোঁতা একটা বেদনা রয়েছে।

প্রথমে সে ঠাহর করতে পারল না কোথায় আছে, তারপর নিমেষে সব মনে পড়ে গেল। মিসেস স্লেড তাওয়া দিয়ে আঘাত করেছিল ওর মাথায়, ইরা স্লেড ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবার অঙ্গীকার করেছে, বিল বুচারকে হত্যা করার জন্য স্লেডকে উসকানি দিচ্ছিল অ্যাবনার লরি—লরি, কম্বাইনের সভায় যে-লোক একটা কথাও বলেনি। ও এখানে কেন? অনেক ভেবেও এখানে লরির আগমনের হেতু বুঝতে পারল না কেইন। তবে একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিতঃ লরি কম্বাইনের পিঠে ছুরি মারছি। কেইন যে-ধরনের লোককে সবথেকে বেশি ঘৃণা করে, এর ফলে লরির নাম উঠল সেই তালিকায়।

অতিকষ্টে এমনভাবে উঠে বসল কেইন যেন ওর পিঠ দেয়ালে ঠেকে থাকে। অল্পতেই হাঁফিয়ে উঠল ও, মাথা ঘুরতে শুরু করল, তাড়াতাড়ি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রোধ করল পতন। ঘরের ভেতর কোথাও টিক্‌টিক্ সুরে বেজে চলেছে একটা ঘড়ি, শুনতে পেল ও। ঘড়িটার অবস্থান বের করতে প্রায় মিনিটখানেক লাগল ওর, তারপর সময় জানার আশায় চোখ কুঁচকে তাকাল ওটার দিকে। বিকেল চারটা! আতঙ্কে হিম হয়ে এল কেইনের হাত-পা। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে, পাকস্থলীর ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য ভীষণ অসহায়বোধ করল ও। বসে রইল পাথরের মত, নড়াচড়া করার শক্তি পাচ্ছে না, জানে কবরখানা থেকে ফিরে এসে ইরা স্লেড যদি ওকে এখানে পায় নির্ঘাত খুন করবে।

স্লেড তার প্রতিবেশীদের নিয়ে কখন ফিরবে ও আন্দাজ করতে পারল না।

পিয়ারসনদের বাসা কতদূরে কিংবা কখন শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে কিছুই জানা নেই ওর। ও কেবল জানে বিকেলের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং অত্যন্ত দক্ষহাতে বাঁধা হয়েছে ওকে। হাজার চেষ্টা করলেও, এতটুকু ঢিলে হবে না বাঁধন, বরং বেশি টানাটানি করলে মাংস কেটে আরও গভীরে বসে যাবে দড়ি।

ধীরে-ধীরে সুস্থ চিন্তাশক্তি ফিরে পেল কেইন, মনের ভয় দূর হলো খানিকটা। কতক্ষণ হলো সে আছে এখানে জানে না, তবে ধারণা করল সম্ভবত এক ঘণ্টার বেশি হবে। ঘরের চারপাশে নজর বোলাল ও, ছুরি অথবা কুঠারজাতীয় একটা অস্ত্র খুঁজছে। মোটামুটি ধারাল হলেই চলে, যাতে ঘষে-ঘষে হাতের বাঁধন কাটতে পারে, কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পেল না ও।

কেবিনটা খুব বড় না। একপ্রান্তে খাট আর কাঠের কেবিনেট রয়েছে। কেবিনেটের গায়ে অসংখ্য দাগ, বুঝতে অসুবিধে হয় না বহুবার এখানে-সেখানে সরানো হয়েছে ওটা। টেবিলের ওপর এখনও পড়ে আছে এঁটো থালাবাসন। এগুলো ছাড়া, চুলো আর খানদুই চেয়ার আর একটা বেঞ্চ আছে। আড়াআড়িভাবে একটা দোনলা বন্দুক ঝুলছে দেয়ালে। শেলফে কিছু খালি টিনের কৌটো আর খাবারের থলে সাজানো রয়েছে। যে-তাওয়া দিয়ে কেইনকে আঘাত করেছিল মিসেস স্লেড, আরও কিছু বাসন-কোসনের সাথে সেটা পড়ে রয়েছে চুলোর পাড়ে। কিন্তু ও যা খুঁজছে সেরকম কিছু নেই ঘরে। কেইন জানে স্লেডদের নিশ্চয় মাংস কাটা ছুরি আছে, কিন্তু আশপাশে কোথাও দেখতে পেল না সেটা। এবার কুঠারের কথা ভাবল ও। এ-জিনিস বাইরে থাকাই স্বাভাবিক, হয়তো কাঠের গাদায় গাঁথা আছে। কুঠারটা যদি দু-ধার হয়, ওপরের কানায় কোনমতে পিঠ ঠেকাতে পারলেই কেল্লাফতে হয়ে যাবে।

গড়াতে-গড়াতে দরজার কাছে গেল কেইন; তারপর কোনাকুনিভাবে ঘুরে মাথা রাখল চৌকাঠের ওপর। এবার কীটের মত বুকে হেঁটে এগোল সে, দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনবরত ওঠানামা করছে। দরজা পেরোতে গিয়ে কেইনের মনে হলো যেন একযুগ লেগে গেল ওর। কেবিনের সামনে খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে পড়ে রইল সে, হাঁপাচ্ছে জিভ বের করে, অজস্রধারায় ঘাম দেখা দিয়েছে সারা শরীরে, পড়ন্ত বিকেলের রোদে ভিজছে। এ-সময়ে এত গরম হতে পারে আগে জানা ছিল না কেইনের।

আবার গড়াতে শুরু করল ও, কেবিনের কোনা ঘুরে লাকড়ির পালার কাছে গিয়ে হাজির হলো। কুঠারটা যখন দেখতে পেল ভীষণভাবে দমে গেল কেইন। একেবারে লাকড়ির গাদার মাথায় তোলা আছে, ঘটনাচক্রে না স্লেডের দূরদর্শিতাই এর কারণ ঠিক বুঝতে পারল না সে। তবে যা-ই হোক না কেন, কুঠারটা ওর নাগালের বাইরে রয়েছে। অকস্মাৎ একটা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেল ও, সমতল জমি ধরে এদিক পানেই আসছে। নিশ্চয় স্লেড, ভাবল কেইন, ওকে খতম করার জন্য ফিরে আসছে। নিজেকে ওর ফাঁদে-পড়া জন্তুর মত অসহায় মনে হলো। পরক্ষণে কেইনের খেয়াল হলো স্লেড একাগাড়িতে চড়ে গেছে। তা হলে, বোধহয়, লরি কিন্তু ওর কাছেও কোনরকম সাহায্য পাওয়ার

আশা নেই, কারণ খানিক আগে ও এখানে এসেছিল কম্বাইনের সাথে বেঈমানি করতে।

গড়িয়ে কেবিনের দেয়ালের কাছে সরে গেল কেইন, পড়ে রইল ঘাপটি মেরে, ভাবছে এখানেই ওর জীবনের ইতি ঘটবে কিনা। আবার ভয় জেগে উঠল ওর ভেতরে, পাকস্থলিতে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে।

কেবিনের সামনে পৌঁছে থেমে গেল ঘোড়াটা। একজন লোক হাঁক দিল, 'কেউ আছ ভেতরে?'

গলাটা চেনা চেনা মনে হলো কেইনের। লরির না। পরমুহূর্তে মনে পড়ল ওর। ওই ঘোড়সওয়ার আর কেউ নয়—বুড়ো ব্যাংকার, প্যাডি রায়ান। চেঁচিয়ে ডাকল কেইন, 'এদিকে এসো, পেছনে।' তারপর পরম স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়ল।

পলকে ঘোড়া থেকে নেমে কেবিনের পেছনে চলে এল ব্যাংকার, কিন্তু কেইনের মনে হলো বুড়োর বুঝি এইটুকু জায়গা অতিক্রম করতে এক ঘণ্টা সময় লাগল। চোখ নামিয়ে কেইনের দিকে তাকাল রায়ান, অনাবিল হাসিতে বদলে গেছে মুখের মানচিত্র। 'বাহ্! তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে দেখতে।'

'ঠাট্টা রাখ,' বিরক্তি প্রকাশ করল কেইন। 'আমার বাঁধন খুলে দাও আগে।'

হাসতে হাসতেই, পকেট থেকে একটা চাকু বের করে দড়িগুলো কেটে দিল ব্যাংকার। কেইন উঠে দাঁড়াল, মাথা ঘুরে ওঠায় কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে টাল সামলাল। আড়মোড়া ভাঙল ও, হাত-পা ঝেড়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হঠাৎ এখানে?'

'দেখতে এলাম তুমি কেমন আছ।' একগাল হাসল রায়ান। 'ইরা স্লেডকে তো আমি চিনি। তা, তুমি ফাঁসলে কীভাবে?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা ওকে খুলে বলল কেইন, তারপর কেবিনের কোনা ঘুরে চলে গেল রায়ানের ঘোড়ার কাছে। 'তুমি কেবিনে যাও,' বুড়োকে বলে ওর ঘোড়া নিয়ে বার্নে ঢুকল সে, যে-স্টলে লিভারি স্ট্যাবলের ঘোড়াটা বাঁধা আছে তার পাশেরটায় বেঁধে রাখল ওকে।

কেবিনে ফিরে এসে কেইন দেখল শুকনো মুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রায়ান। 'কোথায় আমি তোমাকে বাঁচালাম,' কেইনকে দেখামাত্র শুরু করল বুড়ো, 'আর তুমি কিনা আমাকে—'

'তোমার কাছে আমার ঋণ শেষ হবে না কোনদিন,' মাঝপথে ওকে বাধা দিল কেইন। 'কিন্তু আমাদের পালালে চলবে না। জরুরি কাজ আছে। চল, ভেতরে যাই।'

ওর পেছন-পেছন কেবিনে ঢুকল ব্যাংকার, মুখ ব্যাজার।

'পিস্তল আছে?' বুড়োকে জিজ্ঞেস করল কেইন।

'না।'

দেয়াল থেকে দোনলা বন্দুকটা নামাল কেইন, যখন দেখল গুলি ভরা তখন ধরিয়ে দিল ব্যাংকারের হাতে। 'কেউ পাঁয়তারা করার চেষ্টা করলে দেবে শেষ করে।'

'দেখ, আমি এমনিতেই ভিতু মানুষ,' মিনমিনে গলায় বলল রায়ান।

ব্যাংকারের কথায় আমল দিল না কেইন। ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, অ্যাবনার লরিকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'একটা কথা বলতে পারি, ও গ্যারিটির মত না। গ্যারিটিকে বোঝা যায়, কারোকে বুক দিলে পিঠ দেখাবে না। কিন্তু অ্যাবনার, ওর ব্যাপারে কিছু বলা শক্ত। কেন?'

'এখানে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে,' বলে বাকিটুকু ব্যাংকারকে জানাল কেইন।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল রায়ান, তারপর বলল, 'আশ্চর্য।'

'এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?' রায়ানের মুখের দিকে তাকাল কেইন।

'হিসেব মিলছে না,' আপনমনে বলে চলল ব্যাংকার, যেন কেইনের প্রশ্ন শুনতেই পায়নি। 'যে-লোক জাত গরু ব্যবসায়ী সে কীভাবে উল্টোপাল্টা কথা বলে?'

'হেঁয়ালি রাখ,' কেইন বিরক্ত। 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'আরে, এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন, বলছি,' একগাল হাসল রায়ান। 'তখনও অ্যাবনারের বাবা, বুড়ো জেক বেঁচে। একদিন আমি আর অ্যাবনার ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ ওদের রেঞ্জ থেকে নীচের মেসা দেখিয়ে অ্যাবনার বলল, "জান, প্যাডি, ওই মেসাতে যদি কেউ সারা মৌসুম পানির ব্যবস্থা করতে পারে সে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাবে।"

'আমি তো শুনে হতবাক। যখন জিজ্ঞেস করলাম ওর এরকম ভাবার কারণ, একদম চুপ মেরে গেল অ্যাবনার।'

জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখছিল কেইন। চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'তার সাথে ওর এখানে আসার কী সম্পর্ক?'

'বুচার থাকতে ও সুবিধে করতে পারবে না। তাই হয়তো হোমস্টেডারদের উসকে রেঞ্জ ওঅর বাধাতে চাইছে, যাতে যুদ্ধে বুচারকে শেষ করা সহজ হয়। এর ফলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। শোন, এখানে পানির ওপর ওর অধিকারই আগে, কারণ উতে ক্রীকের মাথায় ওর রেঞ্জ। আর ওর বাড়ির ঠিক নীচেই বাঁধ দেয়ার চমৎকার জায়গা আছে একটা।'

এরপর ওদের কথা আর এগোল না। পুবের ক্যানিয়ন থেকে ছজন রাইডার বেরিয়ে এসেছে, পুরোভাগে স্লেড আর লুড পিয়ারসন। কেইন চাপা গলায় বলল, 'সাবধান, ওরা আসছে। বুঝতে দিও না আমরা আছি এখানে। চমকে দিতে হবে।'

পিস্তল বের করে কক করল কেইন। ওর পাশে এসে দাঁড়াল রায়ান, দরজার দিকে মুখ করে আছে, শটগানের দুটো হ্যামারই পেছনে টানা। ঘোড়সওয়াররা কেবিনের সামনে এসে নামল মাটিতে। লুড পিয়ারসনের গলা স্পষ্ট শুনতে পেল কেইন। 'ব্যাটাকে তুমি ধরে নিয়ে গেলেই ভাল করতে, ইরা। ঠিক জোয়ের কবরের ওপর ফাঁসিতে লটকাতাম।'

'এখনও পারবে,' স্লেড বলল। 'ও এখানেই–' দলবেঁধে ঘরে ঢুকল ওরা,

স্লেড নেতৃত্ব দিচ্ছে। কেইনকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল ও, ফ্যাসফ্যাসে গলায় শেষ করল অসমাপ্ত বাক্য, 'নেই।'

'ঠিক তাই,' কেইন বলল। 'মাথার ওপর হাত তোল সবাই।'

চকিতে একযোগে ঘুরে কেইন আর রায়ানের মুখোমুখি হলো ওরা, কেবিনের আধো-অন্ধকারে চোখ পিটপিট করছে। তারপর ধীরে-ধীরে ছাতের পানে উঠে গেল সবগুলো হাত, পিয়ারসন নিচু স্বরে গাল বকছে।

'এই তো সব লক্ষ্মী ছেলে,' বিদ্রূপ করল কেইন। 'এবার একহাত নামিয়ে গানবেল্টগুলো খুলে ফেল, তারপর পিছিয়ে যাও।'

ব্যাজার মুখে আদেশ পালন করল ওরা। রায়ানের দিকে তাকিয়ে স্লেড বলল, 'টাকা দেয়া বন্ধ করে তোমার আশ মেটেনি না? এখন এই খুনেটার সাথেও হাত মিলিয়েছ।'

'তুমি মিছেই রাগ করছ আমার ওপর। আমার বুদ্ধিতে কিছু হয়নি,' ব্যাংকার নিজের সাফাই গাইল। 'আমি এসেছিলাম তোমার সাথে কথাবার্তায় কেইন কদ্দূর এগোল জানতে। এখানে এসে দেখলাম ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর ও-ই আমাকে থেকে যেতে বাধ্য করেছে।'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা ছজন, প্রত্যেকের হাত মাথার ওপরে তোলা, চোখে-মুখে মৃত্যুভয়। লাথি মেরে ওদের গানবেল্টগুলো ঘরের এককোণে পাঠিয়ে দিল কেইন, তারপর পিছিয়ে রায়ানের পাশে এসে দাঁড়াল। কেইন বলল, 'পিয়ারসনের কথায় তুমি আমাকে ফাঁসি দিতে চাইছিলে, তাই না, স্লেড?'

শুকনো ঠোঁটজোড়া জিভ দিয়ে ভেজাল লেযি এস মালিক, আড়চোখে তাকাচ্ছে পিয়ারসনের দিকে। 'হ্যাঁ। তবে একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। আবার যদি কখনও সুযোগ পাই, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার মত ভুল আর করব না।'

'হয়তো সে-সুযোগ তুমি পাবে না। আমার জায়গায় হলে, এতক্ষণে তুমি আমাকে খতম করতে, তাই না?'

'আলবত,' গরগর করে উঠল স্লেড। 'তোমার মত একজন বন্দুকবাজ এ ছাড়া আর কী আশা করতে পারে?'

'ঠিক,' তিক্ত সুরে বলল কেইন। 'কিন্তু পিয়ারসন তোমাকে সত্যি কথাটা বলেনি।' কীভাবে কী ঘটেছিল স্লেডকে জানিয়ে কেইন যোগ করল, 'তোমার মাথা মোটা, নইলে ঠিকই বুঝতে আমি তোমাকে খুন করতে আসিনি। তা যদি আসতাম, পয়লা চোটেই শেষ করতাম তোমাকে।'

'মিছে কথা বলছে ও,' ঘেউ-ঘেউ করে উঠল লুড পিয়ারসন। 'একদম ডাঁহা মিথ্যে।'

দীর্ঘদেহীর দিকে পিস্তল তাক করল কেইন। 'পিয়ারসন, তোমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। স্টেজ স্টেশনে তোমাকে কে পাঠিয়েছিল?'

'বলব না,' গোমড়া মুখে জবাব দিল পিয়ারসন।

'আমার বিশ্বাস বলবে,' হিসহিস করে উঠল কেইনের গলা। 'দশ সেকেন্ড

সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি না বল—খুন করব তোমাকে।'

কেইনের চেহারা এখন ভয়াল হয়ে উঠেছে, যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে ও সাধারণ কোন ভবঘুরে নয়। লুড পিয়ারসন বোধহয় ওই আবছা আলোতেই দেখতে পেয়েছিল পরিবর্তনটা; তাই দশ সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করল না, ককিয়ে উঠল সে, 'তোমার দোহাই লাগে, আমাকে মেরো না।'

'তা হলে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

পিয়ারসনের কণ্ঠমণি বার দুয়েক ওঠানামা করল নিঃশব্দে, তারপর চাপা গলায় মুখ খুলল ও। 'অ্যাবনার লরি।'

জ্যাকুলিন অনুমান করেছিল ইরা স্লেড স্টেজ স্টেশনে মোতায়েন করেছে পিয়ারসনদের। কেইন ধরে নিয়েছিল ওর কথাই ঠিক। কিন্তু এখন লুডের কথা বিশ্বাস করল ও, কারণ পিয়ারসনদের মত মানুষদের ভাড়া করতে প্রচুর টাকা লাগে। অথচ স্লেড আর তার প্রতিবেশীরা স্পষ্টতই গরীব।

স্লেডের উদ্দেশে পিস্তল নাচাল কেইন। 'এবার তোমার পালা। 'বল, লরি কেন এসেছিল এখানে?'

'বুচারের কাজকর্ম ওর পছন্দ না, কিন্তু কম্বাইনের মিটিংয়ে প্রতিবারই ভোটে হেরে যায়। এখানকার বড়লোক র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে ও-ই আমাদের একমাত্র বন্ধু।' রায়ানের উদ্দেশে আগুন ঝরাল স্লেডের দুই চোখ। 'এমনকী যাদেরকে আমরা বন্ধু ভাবতাম বিপদের সময় দেখলাম তারাও এককেটা বেঈমান।'

'তাই?' ব্যাংকার বলল বিড়বিড় করে। 'তুমি একবারও কখনও ভেবে দেখেছ, ইরা, তোমার ভুল হয়ে থাকতে পারে?'

'ভুল,' চেঁচিয়ে উঠল স্লেড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কান্নার মত শোনাল ওর গলা। 'আমরা সবসময় দূরে থেকেছি, অথচ বুচার অভিযোগ করেছে আমরা নাকি ওর গরু চুরি করছি। বিলকুল ঝুট, রায়ান, তুমি নিজেও জান তা। এখন মনে হচ্ছে লরির কথাই ঠিক, আমরা এবার সরাসরি লড়ব বুচারের সঙ্গে। ইচ্ছে করলে তুমি ওকে কথাটা বলতে পার।'

'আচ্ছা, এসব লরির কারসাজি না তো? হয়তো তলে-তলে অন্য কোন মতলব আছে ওর,' কেইন বলল।

'না, লরির মধ্যে কোন খাদ নেই,' ক্লান্ত সুরে বলল স্লেড। 'আমাকে এসব বলে কোন ফায়দা হবে না।'

'আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়,' কেইন প্রস্তাব দিল। 'তবে তার আগে আমাকে জানতে হবে, তুমি কথা দিয়ে কথা রাখো কিনা।'

'একটা ভাড়াটে বন্দুকবাজের সঙ্গে আমি কোন আপসরফা করব না,' স্লেড অনমনীয়। 'জাহান্নামে যাও তুমি।'

'দেখ, স্লেড, কোনরকম তর্ক করার মত অবস্থায় তুমি নেই,' কেইন শুরু করল। 'আমি এখানে এসেছিলাম দুটো কারণে। এক, তোমাকে দেখতে। সেটা পূরণ হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি মাথা-গরম মানুষ, ঘিলু বলে তোমার কিছু নেই। দুই, তোমাকে বলতে প্রতিটা লোকেরই তার বাসস্থান রক্ষা করার অধিকার আছে। বুচার তোমাদের সাথে অন্যায় করছে।'

'কার হয়ে কাজ করছ তুমি?' স্লেড জানতে চাইল। 'তোমার মত লোকের তো ন্যায়-অন্যায় বিচার করার কথা না!'

মৃদু হসাল কেইন। একটা সময় ছিল যখন স্লেডের এই অভিযোগ অবনত মস্তিষ্কে স্বীকার করে নিত ও, কিন্তু সেইসব দিন আজ গত হয়েছে। অতীতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সে। এখন যা করছে সেজন্য মনে-মনে একধরনের তৃপ্তি বোধ করছে ও। এবং আশা করছে কোন একদিন জ্যাকুলিন হার্ভে হয়তো জানতে পারবে ওর এই অনুভূতি।

'তোমার তা জেনে কাজ নেই,' বলল কেইন। 'আমি বুঝতে পারছি এই মেসায় একটা কিছু গোলমাল আছে। তুমি আমাকে খানিকটা সময় দাও—আমি সব সমস্যার সমাধান করে দেব।'

'নিকুচি করি সময় দেয়ার,' হুঙ্কার ছাড়ল স্লেড। 'আমরা চুপ করে বসে থাকি, আর সেই সুযোগে বুচার সদলবলে এসে আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিক, না? সেটি হচ্ছে না। পয়লা সুযোগেই ওকে আঘাত হানব আমরা।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। 'না, ও আগে আক্রমণ করবে না। বুচার অপেক্ষা করছে তোমরা একটা ভুল করবে এই আশায়। আমাকে তুমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দাও, স্লেড।'

'রাজি হয়ে যাও,' পরামর্শ দিল রায়ান। 'আমার বিশ্বাস এতে তোমাদের ভালই হবে। টাকা দেয়া বন্ধ করার আইডিয়াটা আমার ছিল না।'

'তুমি ভাবছ কীভাবে তোমার কথা আমি শুনব?' জানতে চাইল স্লেড, চোখ কেইনের মুখের ওপর স্থির।

'না করে উপায় নেই তাই,' চাঁছাছোলা জবাব দিল কেইন।

হোমস্টেডারদের একজন বলল, 'ওর কথাই ঠিক, ইরা। ওই পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

একটুক্ষণ নীরব রইল স্লেড, তারপর দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ, তাই হবে, কেইন।'

'বাইরে চল,' ইশারায় দরজাটা দেখাল কেইন। 'আমরা এবার একটু হাওয়া খেতে যাব। রায়ান, আমাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে এসো।'

উঠনে বেরিয়ে এল ওরা। স্লেডকে উন্মাদ বলে গাল পাড়ছে পিয়ারসন। কেইন বাদ সাধল না ওর কথায়, অস্তোন্মুখ সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রায়ান ঘোড়া নিয়ে এলে স্যাডলে চাপল ও, তারপর বলল, 'গুলি বের করে নিয়ে শটগানটা রেখে যাও এখানে। স্লেড, তুমি তোমাদের ঘোড়াগুলো ছেড়ে দাও। আমি চাই না, তোমরা কেউ তাড়া কর আমাদের।'

নীরবে হুকুম তামিল করল স্লেড, শূন্যে একটা গুলি ছুঁড়ে ঘোড়াগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিল কেইন, তাড়া দিয়ে ভাগিয়ে দিল পশ্চিমে সিকি মাইল দূরের একটা পাহাড়ের দিকে। ইতিমধ্যে রায়ান চেপে বসেছিল নিজের স্যাডলে, এবার ও আর কেইন ছয় হোমস্টেডারকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল পুবের ক্যানিয়নের উদ্দেশে।

'ঘোড়াগুলো উদ্ধার করতে সারা রাত লেগে যাবে আমাদের,' অভিযোগের

সুরে বলল একজন।

'আমি কোন আপস করিনি,' খেঁকিয়ে উঠল লুড। 'জোয়ের খুনের বদলা আমি নেবই।'

'শহরে গেলেই পাবে আমাকে।' ঝট করে কেইন ওর পকেট ঘড়িটা দেখল একবার। 'ছয়টা বাজে, স্লেড। এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা হিসেব করবে তুমি। শুধু একটা কথা ভুলে যেয়ো না। রেড ম্যানিয়ন হয়তো গরু চুরির ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা যদি বুচারকে হামলা কর, তা হলে আর কোন প্রমাণই লাগবে না ওর।'

খর্বকায় একটা সিডারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল স্লেড, মাথা উঁচু করে আছে, তিক্ত চোখে মাপছে কেইনকে। 'আমি কেবল একটা কথা জানি কেইন। আমার হয়ে লড়াই করার জন্য আমি কখনও কোন বন্দুকবাজ ভাড়া করব না। এটুকু সৎসাহস আমার আছে।'

'দুনিয়াতে নানা জাতের পিস্তলবাজ আছে,' কেইন বলল। 'আমি লুড পিয়ারসন না। ওকে একটু চাপ দাও, হয়তো লরি সম্পর্কে সাংঘাতিক সব তথ্য জানতে পাবে।'

'আমি জানি কে আমাদের বন্ধু,' গম্ভীর সুরে বলল স্লেড। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে। তবে পাঁয়তারা কর না, করলে তার ফল ভাল হবে না।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল কেইন, ক্যানিয়নের পুব দেয়ালের চড়াইয়ে উঠল। রায়ান ওর পাশে রয়েছে। যখন মাথায় পৌঁছাল ওরা, পেছন ফিরে তাকাল কেইন। দেখল, স্লেড সদলবলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যানিয়ন থেকে। এগিয়ে চলল কেইন, জ্যাকি আর তার বাবা টমাস হার্ভের কথা ভাবছে। অদ্ভুত এক আনন্দে ছেয়ে আছে ওর মন, এবং এর পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে আরেক নতুন উদ্বেগ। আসল কাজ শুরু হয়নি এখনও। আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়তো পর্যাপ্ত সময় না—অথচ এর বেশি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ইরা স্লেডকে।

সাত

উত্তরে ডেভিল রিভার অভিমুখে যে-শৈলশিরাটা এগিয়েছে সেটা ধরে সন্ধ্যে নাগাদ ডগড্যান্স আর ইউট্যাহর মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী স্টেজ রাস্তায় পৌঁছাল ওরা। পশ্চিমে, লা সাল পর্বতমালার পেছনে ডুবে গেছে সূর্য, আসন্ন রাত্রির থাবায় দিনের শেষ লাল আলোকরশ্মিটুকু মুছে যাচ্ছে দ্রুত।

কোনরকম কারণ ছাড়াই আচমকা প্যাডি রায়ান মন্তব্য করল, 'একটা কথা কী জান, কেইন। হার্ভের ছেলেমেয়ে দুটোকে কিন্তু আমার ভাল লাগে। বব ছেলেটা বেশ কাজের, ইচ্ছে করলেই কেউ ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারবে না। আর জ্যাকির মত মেয়ে তো এ-যুগে পাওয়া কঠিন। ওকে বউ হিসেবে পেলে যেকোন পুরুষ সুখী হবে।'

আড়চোখে রায়ানের দিকে তাকাল কেইন, আধো-অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ওর চেহারা। বলল, 'ভণিতা রাখ।'

'না, তখন স্লেড যে প্রশ্নটা করল তার উত্তরই খুঁজছি আমি। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, কার হয়ে কাজ করছ তুমি?'

'এর সাথে হার্ভেদের কী সম্পর্ক?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল স্লেডকে নিকেশ করে সোজা শহরে ফিরে আসা। তা না করে তুমি উল্টো আচ্ছা ঝামেলায় জড়িয়েছ নিজেকে। তোমার হাবভাব দেখে মনে হয় না তুমি বুচারের লোক।'

'ধর তা নই, তাতে কী হলো?'

'তা হলে কার পক্ষে আছ? ন্যায়-অন্যায় বিচার করা তোমার নীতি না, কোন পিস্তলবাজই তা করে না।'

'আমার রীতিনীতি সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না,' কেইন বলল বিরক্তির সুরে। 'একটা কাজ আমি সবসময়ই করি, কারও নুন খেলে তার মর্যাদা রাখি।'

'মানলাম।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রায়ান। 'তবে কাল রাতে গ্যারিটির সাথে দেখা হয়েছিল আমার। মাতাল ছিল। ওর কথাবার্তা থেকে মনে হলো ও সন্দেহ করছে বব আর জ্যাকি নিয়োগ করেছে তোমাকে। তারপর আজ স্লেডকে তুমি যে-কথা বললে, তাতে মনে হয় গ্যারিটির ধারণাই ঠিক।'

খানিকক্ষণ নিরুত্তর রইল কেইন। প্যাডি রায়ানকে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় আসলে সে বুচারের ততটা গোলাম নয়। যেকোন মুক্তবুদ্ধি মানুষের যা হবে, স্পষ্টতই ওর সহানুভূতি হোমস্টেডারদের দিকে। তবে এই সমস্যায় প্রচুর জটিল প্যাঁচ রয়েছে, যার সবগুলো এখনও ছাড়াতে পারেনি কেইন। এ-অবস্থায় একমাত্র জ্যাকুলিন হার্ভেকে ছাড়া অন্য কারোকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না ওর।

'তুমি তোমার সন্দেহ নিয়েই থাক,' অবশেষে বলল ও। 'আরেকটা কথা বোধহয় তখন বলা হয়নি, আমাকে উদ্ধার করার জন্য ধন্যবাদ।'

এরপর কিছুক্ষণ আর কথা হলো না ওদের মধ্যে। অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে, পুবে স্যান হুয়ানের মাথায় বিজলি চমকাচ্ছে ঘন-ঘন, আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে, বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। খানিক বাদে ডগড্যান্সের বাতি দেখতে পেল ওরা এবং আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল শহরে। কেইন লিভারি স্ট্যাবলের সামনের রাশ টানল।

'আমি আমার ঘোড়া বাসায় রাখি,' রায়ান বলল। 'সকালে দেখা হচ্ছে?'

'বাইরে কাজ আছে আমার।'

'আচ্ছা,' বলে নিজের বাসার উদ্দেশে চলে গেল ব্যাংকার।

মৃত্যুপুরীর মত নীরব শহর। এর হয়তো বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কারণ সপ্তাহ শেষ হতে কদিন বাকি আছে আরও। ডগড্যান্স অধিকাংশ মফস্বল শহরের মত হলে, একমাত্র শনিবার রাতে জমজমাট হয়ে উঠবে এখানকার জীবন। হয়তো এ-নীরবতা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তবু দীর্ঘকাল যাবৎ বিপদের সঙ্গে ঘর করার ফলে বিপদ টের পাওয়ার যে-সহজাত ক্ষমতা গড়ে উঠেছে কেইনের তা

এখন ওকে হুঁশিয়ারি জানাল।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে অসল্যারকে পাওনা মিটিয়ে দিল কেইন, দরজায়-ঝোলানো লণ্ঠনের আলো এড়িয়ে বাইরে পা রাখল, সতর্ক দৃষ্টিতে রাস্তা জরিপ করছে। এই পেশায় একটা শিক্ষা হয়েছে ওর: সময়ে বাড়িতে সাবধানতা অবলম্বনে লোকসানের কিছু নেই, বরং বেঁচে থাকা অনেক সহজ হয়।

হোটেল, চীনা রেস্তোরাঁ আর তিন স্যালুনে বাতি জ্বলছে। ওইসব বাতি আর আস্তাবলের লণ্ঠন রাস্তার এখানে-সেখানে লাল ধুলোর ওপর হলুদ রঙ ঢেলে দিয়েছে। এমন কোন আলামত এখনও দেখতে পাচ্ছে না ও যা থেকে বুঝতে পারে কাছেপিঠেই ওত পেতে রয়েছে বিপদ–তবু সন্দেহের একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল কেইনের মনে।

কোথাও সন্দেহজনক কোনকিছু না থাকা সত্ত্বেও কেন মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা জেগে ওঠে মনে কেইন জানে না, তবে একথা সত্যি এই অনুভূতি বহুবার ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। কেউ কেউ হয়তো বলবে এটা নিছক কুসংস্কার, সুতরাং পরিত্যাজ্য: কিন্তু মাইকেল কেইনের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

রাস্তার ওপাশে কয়েক জায়গায় ঝোপঝাড় রয়েছে, আলোর ভেতরে জমাটবাঁধা অন্ধকার। ওখানে কেউ ওত পেতে থাকলে সে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে ওকে শহরে ঢুকতে, জানে রায়ান বাড়ি চলে গেছে এবং সেও শিগগিরই ফিরে যাবে তার হোটেলে। যে-মুহূর্তে ও হোটেল লবিতে পা রাখবে ভেতরের আলোয় স্পষ্ট রেখায়িত হয়ে উঠবে ওর অবয়ব, দক্ষ মার্কসম্যানের সহজ নিশানায় পরিণত হবে সে।

অপেক্ষা করতে লাগল কেইন, সময় বয়ে চলার সাথে-সাথে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ওর উত্তেজনা। তারপর উপলব্ধি করল সে জ্যাকি আর ববের লোক, গ্যারিটি তার এই সন্দেহের কথা রায়ানকে বলার ফলেই ওর স্নায়ুর চাপ বেড়ে গেছে। রায়ানকে যখন বলছে তখন বুচারকেও নিশ্চয় একথা জানিয়েছে গ্যারিটি। সেক্ষেত্রে বুচার পাল্টা ব্যবস্থা নেবে তা বলাই বাহুল্য। কিংবা হয়তো গ্যারিটিই অনেক চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেবিনকে খতম করার। তা ছাড়া আরও একজন রয়েছে–রাফেলা–যার চরিত্র এখনও হেঁয়ালিপূর্ণ রয়ে গেছে ওর কাছে।

পাঁচ না ত্রিশ মিনিট কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে ঠিক জানে না কেইন। কারণ এইসব সময়ে প্রতিটা মুহূর্তই যেন এককেটা ঘণ্টা হয়ে ওঠে। ও ধৈর্যশীল মানুষ নয়। কেউ যদি সত্যি সত্যি ওত পেতে থাকে ওর জন্য, সম্ভবত তার ধৈর্য ওর চেয়ে বেশি হবে। পিস্তল বের করে এগোল কেইন, একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধ দোকান ঘরের সামনে দিয়ে হাঁটছে। যদি আদপেই কোন অ্যামবুশকারী থেকে থাকে এর ফলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে সে, আর যদি সবটাই ওর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা হয়, এই অবসরে সেটাও জানা হয়ে যাবে।

সামনেই হোটেল, দুই জানালা আর খোলা দরজা দিয়ে লবির আলো বাইরে এসে পড়েছে। প্রথম জানালার কিনারে এসে একমুহূর্ত অপেক্ষা করল কেইন, উবু হয়ে দ্বিতীয়টার কাছে পৌঁছাল। ঠিক তখনই সরাসরি রাস্তার উল্টো দিক

থেকে ছুটে এল বুলেট, কেইনের জামার একটা বোতাম খসিয়ে নিয়ে জানালার কাচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল।

চকিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কেইন, তিনটা গুলি ছুঁড়ল পরপর, প্রতিবারে দুফুট করে সরে গেল নিশানা যাতে অ্যামবুশকারী যেখানে আছে তার পুরো অংশটাই গোলাগুলির আওতায় পড়ে। পিস্তল বাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও, কিন্তু আর কোন গুলি হলো না। যেভাবে সটান পড়ে গিয়েছিল কেইন তাতে খুনী হয়তো ভেবেছে ও মারা গেছে; কিংবা প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভয় পেয়ে চম্পট দিয়েছে।

ঝাড়া এক মিনিট পর একজন লোক উঁকি দিল রাস্তায়, তারপর দলে-দলে বেরিয়ে এল সবকটা স্যালুন থেকে। কিন্তু কেইন আর অপেক্ষা করল না। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে একছুটে লবিতে প্রবেশ করল সে, সন্ত্রস্ত কেরানির প্রশ্নবাণ উপেক্ষা করে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে গেল দোতলায়।

রাফেলার দরজার তলা দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছিল। কপাটের ওপর জোরে জোরে আঘাত করল, শুনতে পেল হাইহিল জুতো পরে এক মহিলা এগিয়ে আসছে। দরজা খুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রাফেলা। ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ভেতরে নজর বোলাল কেইন, জানালার কাছে গ্যারিটিকে বসে থাকতে দেখে বুঝতে পারল, রাফেলা বা গ্যারিটি এদের কেউই গুলি করেনি ওকে। যেখান থেকে গুলি হয়েছে ওদের কারও পক্ষেই সেখান থেকে দৌড়ে পেছনের রাস্তা দিয়ে হোটেলে ফিরে আসা সম্ভবপর নয়।

'তাজ্জব ব্যাপার,' রাফেলা বলল। 'ভেতরে এসো।'

'সময় নেই,' জবাব দিল কেইন। 'আমি অন্য একটা কাজে ব্যস্ত আছি।'

ঘুরে চলে আসছিল ও, কিন্তু গ্যারিটির ডাক শুনে থেমে গেল। 'দাঁড়াও,' বলে দরজার কাছে এগিয়ে এল জুয়াড়ি। 'কী ব্যাপার, গুলির আওয়াজ শুনলাম?'

'আমাকে মারতে চেয়েছিল কেউ একজন। পারেনি।'

'বুঝেছি,' গ্যারিটি বলল। 'তুমি ভেবেছিলে কাজটা রাফেলার।'

'অথবা তোমার।'

'আশ্চর্য, মিস্টার কেইন,' আহত হওয়ার ভান করল রাফেলা। 'আমি কোন পুরুষকে মারতে বন্দুক ব্যবহার করি না; তার কোন দরকার হয় না।'

মুচকি হাসল কেইন। জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে এই সময়ে ওর হাত খামচে ধরল রাফেলা। 'স্লেডের দেখা পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'বেঁচে আছে এখনও?' জানতে চাইল গ্যারিটি।

'আছে।'

বিড়বিড় করে গাল বকল গ্যারিটি। 'তা হলে আমার ধারণাই ঠিক। একথা শোনার পর বুচার কী করবে জান?'

'কিছুই না। ও আমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছিল। আমি করিনি বাড়াবাড়ি।'

ফের চলে আসার উদযোগ করল কেইন, এবার রাফেলা বা গ্যারিটি

দুজনের কেউই আর আটকাল না ওকে। সিঁড়ি হয়ে নীচতলায় নামার সময় কেইন লক্ষ করল তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা, হতচকিত দৃষ্টিতে মাপছে ওকে। গ্যারিটি যদি ওকে ওর সন্দেহের কথা নাও বলে থাকে এবার বলবে, ভাবল কেইন, এবং সকালে বুচারের কানে উঠবে সেটা।

জনাবার লোক লবিতে অপেক্ষা করছিল কেইনের জন্য। ও নেমে আসতে ব্যাজ-পরা, মোটাসোটা গড়নের টাকমাথা এক লোক হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার, এত গোলাগুলি হলো কেন?'

'তুমি কে?'

'জিম কেলসি। পাশের মার্কেন্টাইল স্টোরটা আমার। তা ছাড়া আমি এখানকার মার্শাল। আমি চাই না আমার শহরে কোন পিস্তলবাজ ঘুরঘুর করুক।'

'করলে কী করবে তুমি?'

'হয়তো এখন কিছু করব না,' মার্শাল বলল, 'তবে তুমি বে-লাইনে চললে অবশ্যই বাধা দেব।'

'আমি বে-লাইনে চলিনি। রাস্তার ওপাশ থেকে অ্যামবুশ করা হয়েছিল আমাকে।'

'তুমি তাকে মেরেছ?'

'না।' কেইন তার পিস্তল বের করে খালি টোটাগুলো ফেলে দিয়ে গুলি ভরল আবার। 'তুমি আসতে কিন্তু অনেক দেরি করেছ, মার্শাল।'

'রাস্তার মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার জন্য বেতন দেয়া হয় না আমাকে,' আপনমনে বিড়বিড় করল কেলসি। 'তুমি এক কাজ কর। কাল সকালে স্টেজ ছাড়ছে। উঠে পড় তাতে।'

কেইন তার হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল, তারপর মার্শালের পেছনে-দাঁড়ানো শহরবাসীদের ওপর নিবদ্ধ হলো ওর দৃষ্টি। ওরাও নিশ্চয় জিম কেলসির বক্তব্যকে সমর্থন করছে। মেসায় যে-গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে সেটা মোটেও পছন্দ করছে না ওরা। সকলেই জানে এ-লড়াইতে কম্বাইন জিতলে শেষপর্যন্ত শহরবাসীদেরই লোকসান হবে সবচেয়ে বেশি কেননা তখন বড় বড় আউটফিটগুলো একচেটিয়া কারবার করবে, কিন্তু তবু ওরা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে কেইনের কাছে, ওর উপস্থিতি ডগড্যান্সের সাধারণ মানুষ সুনজরে দেখছে না, এবং স্লেড আর তার দলবল ওদের সবার প্রিয়পাত্র।

মার্শালকে পাশ কাটিয়ে এগোল কেইন, রাস্তা পেরিয়ে চীনা রেস্তোরাঁয় ঢুকে সাপার খেল। যথেষ্ট মুখরোচক খাবার, তবু ওর কাছে বিস্বাদ ঠেকল। আবার যখন হোটেলে ফিরে এল সে তখন কেরানি ছাড়া অন্য সবাই বিদায় নিয়েছে। কেরানি ভাবলেশহীন মুখে তাকাল ওর পানে। চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে এল কেইন। দেখল রাফেলার ঘরের বাতি নিভে গেছে। ও আন্দাজ করতে চেষ্টা করল ব্ল্যাক গ্যারিটি আর ওই মহিলার মধ্যে সম্পর্কটা কোন্ ধরনের।

নিজের কামরায় ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল কেইন। বাড়তি

সাবধানতা হিসেবে চেয়ারটা আটকে দিল নবের গোড়ায়। জানালায় পর্দা না থাকায় বাতি জ্বালল না ও। যে-লোক ওকে খুন করার পাঁয়তারা করেছিল আবার সে একটা চেষ্টা নেবে না একথা বলা যায় না হলফ করে। সোজা বিছানায় চলে গেল কেইন, বালিশের নীচে পিস্তল রেখে শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে, এবং তখনই উপলব্ধি করল সে ভীষণ ক্লান্ত।

এই অবসাদ যতটা না দেহের তার চেয়ে বেশি মনের। দিন নেই রাত নেই, সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, ওর চারপাশে যেসব হীনবল লোক ভিড় করে আছে, যেমন এই শহরের মানুষেরা, তাদেকে ওর সহ্য হচ্ছে না। ডগড্যাঙ্গের গোলমাল আপাতদৃষ্টিতে অন্যসব গোলমালের মত মনে হলেও ওগুলোর সাথে একটা পার্থক্য আছে এর, কিন্তু সেই পার্থক্য কোথায় বহু চিন্তা করেও বুঝে উঠতে পারছে না বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে কেইনের। বব হার্ভের কাজের প্রস্তাব গ্রহণ করায় এখন অনুতাপ হলো ওর। যা ভেবেছিল, সোজা পথে চলবে, ঠিক সেটাই করা উচিত ছিল তার। এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে অন্য কোন নামে বসবাস করা উচিত ছিল। তারপর অনুতাপবোধটা কেটে গেল। অন্ধকারে, নিস্তব্ধতার ভেতর শুয়ে, সত্যকে স্বীকার করে নিল কেইন।

স্রেফ সোজা পথে চললেই অতীতের সমস্ত গ্লানিকে মুছে ফেলতে পারবে না সে। এজন্য তাকে বিচারকের আসনে বসতে হবে: ন্যায়-বিচার সম্পর্কে জ্যাকুলিন হার্ভে যে-কথাগুলো বলেছে ভাবতে হবে সেসব সম্পর্কে। জীবনের যে-লক্ষ্য ছিল ওর তা বদলে ফেলতে হবে সম্পূর্ণ; অতীতে সে যা-যা করেছে সেগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে; এমন কিছু করতে হবে যাতে অতীতের ভুলের সংশোধন হয়।

পরিবর্তনের জন্য যে সব গুণাবলী দরকার তার সবই ওর আছে; তবে যেমনটি ভেবেছিল, সমস্ত দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যদি সেভাবে চলত কখনোই তার অতীতকে মুছে ফেলতে পারত না সে। পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিজের মনকে বাঁধার জন্য ডেনভারের আলস্যভরা একটা সপ্তাহ বব আর জ্যাকুলিনের সাথে ওর কথা বলার প্রয়োজন ছিল। জ্যাকি যা চায় তা সম্পন্ন করার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাই এখন অন্য সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল ওর কাছে। আগের মাইকেল কেইনের জীবনে একধরনের অপরাধবোধ ছিল, কিন্তু এবার থেকে যা-কিছু ঘটবে তার জন্য সে আর কোন গ্লানিবোধ করবে না।

যেকোন সত্যিকার পরিবর্তন মাত্রেই মনের বিপ্লব। কেইন বোঝে এটা। কেবল নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নয় ও। জলজ্যান্ত এক অতীত রয়েছে ওর যা সে কোনদিন বদলাতে পারবে না। তখন অস্থিরতা ছিল না কারণ ও যা করছিল তার ন্যায্যতার ব্যাপারে কোনরকম সংশয় ছিল না ওর মনে। জীবনের অতীত নামক খাতাটা মুছে ফেলা অসম্ভব, কিন্তু ভবিষ্যৎ নামে আরও একটা খাতা রয়েছে। ওই খাতায় কতগুলো পাতা আছে ও জানে না, জানে না কতগুলো শূন্য পৃষ্ঠা ভরাতে হবে ওকে—হয়তো এক, হয়তো বহু। হয়তো আগামীকালই মারা যাবে সে, কিংবা বেঁচে থাকবে আরও পঞ্চাশ বছর। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়;

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জ্যাকুলিন হার্ভে যা চায় সে ধরনের কাজ করার যোগ্যতা ওর আছে কিনা।

অনেকক্ষণ একভাবে বিছানায় শুয়ে রইল কেইন, ভাবল জ্যাকুলিনের কথা, কল্পনায় ওর সুঠাম-সুন্দর দেহখানা ফুটিয়ে তুলল। ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তেজনা, স্নায়ুর চাপ ধুয়ে-মুছে গেল ওর ভেতর থেকে। বব আর জ্যাকির সথে ডগড্যাসের অন্য মানুষদের পার্থক্যের কথা ভাবল ও; ওদের মাঝে জীবনযাত্রার মানে, রুচিবোধে, আর ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সম্পর্কে যেসব ফারাক রয়েছে সেগুলো নিয়ে ভাবল। পুরো ব্যাপারটাই পর্বতচূড়ার সাথে উষর মরুভূমির তুলনা করার মত। জ্যাকুলিনের ভেতর মেকি কিছু নেই, ফলে আর কারও মাঝে মিথ্যাচার থাকলে সেটা ও ধরে ফেলতে পারবে। মন থেকে ওর জীবনধারা গ্রহণ না করা অবধি কেইন কোনদিনই জ্যাকুলিনের মন জয় করতে পারবে না। এমনকী গ্রহণ করাতেই শেষ হয়ে যাবে না সব। জ্যাকুলিনকে তা বিশ্বাসও করাতে হবে।

তারপর তন্দ্রার মাঝে, সহসা আরেকটা নতুন চিন্তা জেগে উঠতে বাস্তবে ফিরে এল কেইন। আজ রাতে যে-লোক খুন করার চেষ্টা করেছিল ওকে সম্ভবত সে প্যাডি রায়ান। ওই বৃদ্ধ মানুষটি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, ও জানে; বস্তুত রায়ানকে পছন্দ হয়েছে তার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে; এমনকী আবেগেরবশে ডিলন মেসায় ও কেন এসেছে তা প্রায় ফাঁস করে দিয়েছে ওর কাছে। তবু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে কেইন জানে, যে-লোকটিকে সবচেয়ে বিশ্বাস করা যায়, অনেক-সময় দেখা যায় সুযোগ পেলে সে-ই হয়তো পিঠে ছুরি বসাচ্ছে। ইরা স্লেডের বাথানে কোন মতলবে গিয়েছিল রায়ান সে ব্যাপারে কিছুই জানে না ও। শেষপর্যন্ত বহু চিন্তাভাবনার পর, ঘুমাতে যাবার আগে একটা রূঢ় সত্য মেনে নিল কেইন: আপাতত প্যাডি রায়ান একটা হেঁয়ালিই রয়ে যাচ্ছে ওর কাছে।

আট

আগের দিন লিভারি স্ট্যাবলের যে-ঘোড়াটা ভাড়া করেছিল সেই ঘোড়াটা নিয়েই পরদিন ভোরে কেইন শহর ছাড়ল। আকাশ এখনও মেঘলা, অন্ধকার আর্দ্র পৃথিবীতে আলো ফুটতে সময় নিচ্ছে। মাঝরাতের পরপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণ, ফলে বাতাস ভারি হয়ে আছে ভেজা ঘাস আর সিডারের গন্ধে। পুবাকাশে বিজলি চমকাচ্ছে থেকে-থেকে, মেঘ গর্জন করছে। এধরনের স্যাঁতস্যাঁতে ফ্যাকাসে দিন কেইনের একটুও পছন্দ না, ও কামনা করছে মেঘ সরে গিয়ে রোদ হেসে উঠুক যেন সে সূর্য দেখতে পায়।

শহর ছাড়ার ঘণ্টাখানেক পর কেইন একটা বাথান পেরিয়ে এল। বেশ বড়সড় আউটফিট, মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো র‍্যাঞ্চ হাউস আর ছড়ানো-

ছিটানো কিছু দালানকোঠা, কোরাল আর বার্ন রয়েছে। বাসার সামনে একসারি কটনউডের চারাগাছ। কেইন জানে এটা বিল বুচারের সি.সি. রেঞ্জ।

একধরনের স্থায়িত্বের আভাস রয়েছে যেন এখানকার সবকিছুতে। বাথানটা দেখে বুচারের স্বভাব-চরিত্র আঁচ করতে পারল ও। ব্যর্থতার চিন্তাকে ঘুণাক্ষরেও প্রশ্রয় দেয় না বুচার। তাই মজবুত করে বাড়ি বানিয়েছে, নিজের ও ভাবী বংশধরদের জন্য। যখন ওই কটনউডের চারাগুলো লাগায়, বুচার নিশ্চয় কল্পনায় দেখেছে কালে মহীরুহে পরিণত হবে ওগুলো, আর ওদের ছায়ায় বসে সে দেখবে তার নাতিপুতিরা কেমন চালাচ্ছে তার হাতে-গড়া বহু লোকের রক্তরঞ্জিত বাথান। বিল বুচার ক্ষুদ্র মানুষ, সুতরাং তুলনামূলকভাবে তার স্বপ্ন বিরাট হবে বৈকি!

বুচারের সঙ্গে দেখা করা কেইনের এখন মোটেও ইচ্ছে না। বেশকিছু প্রশ্নের জবাব চাই ওর, তাই জ্যাকুলিন হার্ভের সাথে আলাপ করতে চায় আগে। স্টেজে চেপে যখন আসছিল স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানত না সে যে কোনরকম প্রশ্ন করবে, এমনকী জ্যাকি যদি এখানকার পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র ওর সামনে তুলে ধরতও তবু সে বুঝতে পারত না তা। জ্যাকি বুঝতে পেরেছিল এটা, তাই বিশদভাবে কিছু বলার চেষ্টা করেনি।

সি.সি. রেঞ্জ ছাড়িয়ে মাইলটাক যাওয়ার পর এক জায়গায় দু-ভাগ হয়ে গেল রাস্তাটা। কেইন জানে, জ্যাকির বর্ণনা অনুযায়ী, দক্ষিণের রাস্তাটা চলে গেছে ম্যানিয়নের ম্যালেট ফোর আর লরির স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেলের দিকে। ও পুবের পথেই রইল, এখন স্যান হুয়ানের চড়াই বেয়ে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরে।

এবার বাঁকা নাক অ্যাবনার লরির কথা ভাবতে লাগল কেইন, ইরা স্লেড যাকে ডিলন মেসায় তাদের একমাত্র বন্ধু বলে উল্লেখ করেছে। এ-দাবি ঠিক না, কেইন নিশ্চিত। যে-লোক তার নিজের দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কারও বন্ধু হতে পারে না। স্লেডের এখন মরিয়া অবস্থা, তাই লরির মতলব সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্ন তুলবে না। ভেসে থাকার জন্য ও এখন খড়কুটো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরতে চাইবে।

কেইন যখন টমাস হার্ভের বো অ্যান্ড অ্যারো র‍্যাঞ্চে উপস্থিত হলো তখন বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে। বুচারের বাথানের সাথে এর পার্থক্য দেখে ও চমকে উঠল। ছোটখাট কাঠের বাড়ি একটা, বড়জোর খানচারেক কামরা রয়েছে। একপ্রান্তে পাথরের বিরাট একটা ফায়ারপ্লেস, সামনের বারান্দায় দুটো জরাজীর্ণ র-হাউডের চেয়ার পাতা। উত্তরে বার্ন; গুটিকতক পোল কোরাল আর তার ওপাশে কিছু চালাঘর। বাড়ির পেছনে, পাহাড়ের অ্যাসপেন-ছাওয়া খাড়া ঢালে ছোট্ট ঝরনা, সগর্জনে মেসার ওপর পতিত হয়ে কিছুটা ধীরগতিতে বয়ে চলেছে ডেভিল রিভারের দিকে।

বো অ্যান্ড অ্যারোর মত র‍্যাঞ্চ এর আগেও বহু দেখেছে কেইন; তবে বুচারের সি.সি.র সাথে এর পার্থক্য ওকে বিস্মিত করেছে। মানুষ যখন প্রথম কোথাও এসে বসতি করে তখন শুরুতে তার ঘরদোরে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে, সস্তাদরের মালমশলা, নির্মাণে তাড়াহুড়োর ছাপ, তার সবই হার্ভের বাথানে

বিদ্যমান। জ্যাকুলিন বলেছিল ওর বাবাই ডিলন মেসায় সর্বপ্রথম এসেছে, অথচ এরপর বহু বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও মনে হয় না বাড়িঘরের কোন সংস্কার হয়েছে।

এই একটা বাথান থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় টমাস হার্ভের চরিত্র, কেইন ভাবল। জীবনে কোনরকম সাফল্যই অর্জন করতে পারেনি লোকটা; কেবল মাটি কামড়ে পড়ে আছে। প্রথম যখন আসে এখানে তখনও হয়তো বুচারের অবস্থা ভাল ছিল; তবে তা থাকুক চাই না থাকুক, সে নিজের সাম্রাজ্য বাড়িয়েছে, টাকা বানিয়েছে। সি.সি. রেঞ্জে আছে স্থায়িত্বের আভাস; বো অ্যান্ড অ্যারোর সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, যেন প্রতিমুহূর্তে টমাস হার্ভে নিজেই অবাক হয় নিজেকে ব্যবসায়ে টিকে থাকতে দেখে।

চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে, জীবনের চিহ্ন বলতে এখানে এটুকুই? মাটিতে নেমে ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতে কেইন ভাবল জ্যাকুলিন সম্ভবত বাসাতেই আছে। তবে ওর ধারণা ঠিক কিনা তা জানার আগেই ও দেখতে পেল বার্ন থেকে বেরিয়ে আসছে টমাস হার্ভে, হাতে একটা লাগাম। একটুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা, অচেনা লোক দেখামাত্র অনেকের যা হয়, হার্ভের চোখে তেমনি সন্দেহ। জ্যাকুলিনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল কেইন, পরক্ষণে ভাবল হার্ভের সাথে তার আগে কথা বলা উচিত হবে?

'হাউডি,' বলে হার্ভের দিকে হেঁটে গেল কেইন। হার্ভের পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে থামল সে, বো অ্যান্ড অ্যারো মালিককে জরিপ করল। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স, মোটাসোটা মেদবহুল শরীর, গোলাকার মুখে নীলচে শিরা-উপশিরার জাল, রক্তবর্ণ চোখ দুটিতে বিদ্বেষের ভাব স্পষ্ট। একনজর দেখেই কেইন বুঝল প্যাডি রায়ানের কথাই ঠিক, টমাস হার্ভে লোকটা 'অকর্মণ্য'।

'আমি জ্যাকির সাথে দেখা করতে এসেছি,' কেইন জানাল। 'স্টেজে আলাপ হয়েছিল আমাদের।'

'আমি অনুমান করেছিলাম তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে,' হার্ভে বলল, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ। 'এসো।'

ঘুরে বার্নের ভেতর গিয়ে ঢুকল সে। এককোণে লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভুসির বস্তার গাদার ওপর বসল। হার্ভের পিছু নিল কেইন, আস্তাবল থেকে ভেসে-আসা নাইট্রোজেনের ঝাঁঝাল গন্ধে নাক কোঁচকাল ও, দেখল ঘোড়ার নাদির পাহাড় জমে উঠেছে ভেতরে। হার্ভে কেবল অকর্মণ্য না, কেইন ভাবল, অলসও বটে।

বার্নের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে হার্ভেকে মাপতে লাগল কেইন, দুজনেই অস্বাভাবিকরকমের নীরব। খানিক বাদে উঠল হার্ভে, পেছনের একটা খড়ের গাদার কাছে গিয়ে হাতড়ে প্রায় খালি একটা হুইস্কির বোতল বের করল। তারপর কেইনের কাছে ফিরে এসে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খাও।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। 'না, ধন্যবাদ। আমার কাজের ক্ষতি হয়।'

'খুনের কাজ,' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল হার্ভে। তারপর একঢোকে বোতলটা

সাবাড় করে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

'সেদিন কিন্তু তুমি শহরে খুনের বিরুদ্ধে কিছু বলনি,' পালটা আক্রমণ শানাল কেইন।

প্যান্টের পকেট থেকে পাইপ আর তামাকের থলে বের করল হার্ভে, চোখ কেইনের ওপর থেকে অন্যদিকে সরে গেছে। 'বিলের কোন ব্যাপারে আমি নাক গলাই না,' একটু থামল ও, তারপর নেশার জোরে সাহস সঞ্চয় করে যোগ করল, 'তবে তোমাকে একটা কথা বলব, কেইন। বেশির ভাগ মানুষ ভয় পায় তোমাকে। ছেলেবেলায় মা যেমন আমাকে কোম্যাঞ্চিদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত তেমনিভাবে।'

কেইন অনুভব করল ওর মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে। হার্ভে লোকটা আপাদমস্তক ভীতু, অথচ সেটা লুকাবার চেষ্টা করছে। 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ তুমি আমাকে ভয় পাও না। এই তো?'

'পিস্তল ধরতে হলে পাব।' কাঁপা-কাঁপা হাতে পাইপে তামাক ঠাসল হার্ভে, যতটা ভরল মাটিতে ফেলে নষ্ট করল তার চেয়ে বেশি। 'কিন্তু তবু আমি চাই না তুমি জ্যাকির আশপাশে ঘুরঘুর কর।'

কেইন সিদ্ধান্ত নিল বো অ্যান্ড অ্যারো মালিককে সে একটা ধাক্কা দেবে। 'ভাবতেই অবাক লাগে,' ও বলল, 'তোমার মত একটা লোকের অমন চমৎকার দুটো সন্তান হলো কী করে?'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল হার্ভে। মাথা হেঁট, হাতজোড়া ঝুলে পড়েছে হাঁটুর কাছে। 'ওদের মাকে দেখলে তুমি একথা বলতে না।'

পানি হয়ে গেল কেইনের সমস্ত রাগ, উপলব্ধি করছে হার্ভে মন থেকে বলেছে কথাগুলো। ওর মাঝে লজ্জার আভাস পেল সে, হার্ভের জন্য ও করুণা অনুভব করল। তারপর ভাবল বুড়োকে সে আসল কথাটা জানাবে। হার্ভে হয়তো ফাঁস করে দেবে, তবে গ্যারিটি যখন এখানে ওর আসার কারণ আন্দাজ করে নিয়েছে তখন এমনিতেও বুচারের কানে উঠবে সেটা।

'শোন,' শুরু করল কেইন, 'আমাকে এখানে এনেছে বুচার না-বব আর জ্যাকি। তোমাকে রক্ষা করতে। ওরা তোমার ভালমন্দের ব্যাপারে কত ভাবে, অথচ তুমি...' এই পর্যন্ত বলে চুপ করল ও, হার্ভেকে ব্যাপারটা হজম করতে সময় দিল একটু, তারপর ডেনভারে রবার্টের সঙ্গে ওর দেখা হওয়া এবং ডিলন মেসা সম্পর্কে জ্যাকুলিন স্টেজে কী বলেছে ওকে তার সবই একেএকে খুলে বলল সে। হোমস্টেডারদের চারণভূমিতে গিয়ে ওর যা মনে হয়েছে, ওখানে কম্বাইনের জন্য লাভজনক কিছু নেই, তাও জানাল।

কাঁদতে শুরু করল হার্ভে, মাতাল মানুষের কান্না নয়, সত্যকে মোকাবেলা করার সাহস হারিয়ে ফেললে লজ্জায় যেভাবে কাঁদে একজন, বুড়ো এখন সেইভাবে কাঁদছে। ঘুরে দরজার কাছে হেঁটে গেল কেইন। সিগারেট বানাল একটা, দৃষ্টি বাসার পেছনে পাহাড়ের দীর্ঘ খাড়া চড়াইয়ের দিকে। এখানকার সব জায়গায় যেমন আছে, ওখানেও তেমনি ঘাস মিলবে গ্রীষ্মকালে। বুদ্ধি থাকলে, বুচার যেমন করেছে হার্ভেও তেমনি ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারত।

'এদিকে এসো,' জামার আস্তিনে চোখ মুছে হার্ভে ডাকল ওকে।
কেইন ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। 'আমাকে কিছু বলবে?'
'এখানে তোমার আসার কারণ জানতে পেলে বুচার তোমাকে খুন করবে।'
'সেটা আমার মাথাব্যথা।'
পকেট থেকে আরেকটা ম্যাচের কাঠি বের করে নিভে-যাওয়া পাইপটা ধরাল হার্ভে। জোরে-জোরে বার কয়েক পাইপ টানল ও, যেন তামাকের কাছ থেকে সাহস ধার করতে চাইছে। তারপর বলল, 'আমি এখানে এসেছি স্যান লুই ভ্যালি থেকে। বুচারও। ওখানে আমাদের দুজনের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। বাধ্য হয়ে স্যান লুই ছাড়তে হয়েছিল আমাকে। রাগের মাথায় এক প্রতিবেশীকে খুন করেছিলাম।'
থামল হার্ভে, পাইপটা নামাল মুখ থেকে। 'ওর পিঠে গুলি করেছিলাম আমি। বুচার জানত ব্যাপারটা। তারপর ও যখন এখানে এসে হাজির হলো, ব্ল্যাকমেইল করল আমাকে। আমার টাকাপয়সা, বেশির ভাগ গরুবাছুর কেড়ে নিল। সেই থেকে ও যখন যা বলে তাই করছি আমি।' কেইনের চোখে চোখ রাখল হার্ভে। 'এখন তুমি জানলে। ইচ্ছে করলে আইনের হাতে তুলে দিতে পার আমাকে, হয়তো সেজন্যই তুমি এসেছ।'
'না,' কেইন বলল। 'সেজন্য না। আর একটা কথা। হোমস্টেডারদের বুচার তাড়াতে চাইছে কেন?'
'জানি না, কেইন। সত্যি বলছি। তবে বুচারের কাজকর্মের ধরনই এমনি।'
'এবার আমি জ্যাকির সাথে দেখা করব।'
হার্ভে উঠে দাঁড়াল। 'ওকে একা থাকতে দাও, কেইন। দরকার হলে তোমার কাছে হাতজোড় করব আমি–ও তোমার জন্য না।'
লোকটার দিকে চেয়ে রইল কেইন, ঘৃণাবোধ করছে, অথচ সে নিরুপায়–এই অকর্মণ্য লোকটাকে সাহায্য করতেই নিয়োগ করা হয়েছে তাকে। 'জ্যাকির সাথে কথা বলতে হবে আমার,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ও, বাসার দিকে এগোল, ভাবছে এক লোককে পেছন থেকে গুলি করার কথা স্বীকার করেছে হার্ভে। আপনমনে হাসল কেইন, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এসব লোকই আবার মানসম্মানের বড়াই করে।
সামনের দরজায় নক করল কেইন। এ-সময়ে বার্নের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অগ্নি দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়েছিল হার্ভে। সহসা কেইনের মনে হলো, গতরাতে ডগড্যান্সে যে-লোক গুলি করেছিল ওকে সে এই টমাস হার্ভে নয়তো? অন্ধকার থেকে কারও উদ্দেশে গুলি ছোঁড়া ওকেই মানায়। জ্যাকুলিন হয়তো ওর সম্পর্কে বাবার কাছে প্রশংসা করেছিল, তাই পাছে জ্যাকি ওর প্রেমে পড়ে যায় এই ভয়ে আগেভাগে পথের কাঁটা সরাতে চেয়েছিল হার্ভে। তারপর চিন্তাটাকে নিছক আকাশকুসুম কল্পনা বলে বাতিল করে দিল কেইন। জ্যাকি তার প্রশংসা করবে এমন আশা করা উচিত না ওর।
জ্যাকি দরজা খুলল, হাসছে। 'সুপ্রভাত, মিস্টার কেইন। তোমার প্রতীক্ষাই করছিলাম। কিছুক্ষণ আগে এদিকে আসতে দেখেছি তোমাকে।'

হ্যাটের কানা ছুঁয়ে জ্যাকিকে সম্মান জানাল কেইন, এই মেয়েটিকে পেতে চায় সে অথচ তার অতীত তার বিরুদ্ধে একথা উপলব্ধি করে সহসা বিব্রতবোধ করছে।

হালকা নীল রঙের একটা প্রিন্টেড স্কার্টের ওপর কালো অ্যাপ্রন পরে আছে জ্যাকুলিন, আস্তিন কনুই অবধি গোটানো। মাথার চুল এলোমেলো, কপাল আর নাকের মাথায় সাদা স্বেদবিন্দু, গালে কিছু ময়দা লেগে রয়েছে।

'তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার,' শুরু করল কেইন।

'ভেতরে এসো।' একপাশে সরে দাঁড়াল জ্যাকি। 'আমারও কথা আছে তোমার সঙ্গে। আমার বোঝার ভুল না হয়ে থাকলে সম্ভবত এখানকার অবস্থা এরই মধ্যে অনেকটা বুঝে ফেলেছ তুমি, এবং হয়তো বেশকিছু প্রশ্নও জমেছে মনে যেগুলোর উত্তর আমি দিতে পারব না।'

হার্ভে তনয়াকে অনুসরণ করে ওদের লিভিং-রুমের আরেক প্রান্তে গেল কেইন। ঘরটা বেশ পরিপাটি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; তবে আসবাবপত্র নিতান্তই কম। খানকতক র-হাইডের চেয়ার, বহু ব্যবহৃত একটা সোফা আর পাইন কাঠের সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপর কয়েকটা পুরানো ম্যাগাজিন আর ক্যাটালগ রাখা। ফায়ারপ্লেসের ওপরে, দেয়ালে এক মহিলার ফ্রেমে বাঁধাই ছবি ঝুলছে। জ্যাকির মা, অনুমান করল কেইন। তারপর ভাবল ভদ্রমহিলা এখনও বেঁচে থাকলে হয়তো টমাস হার্ভে আজ অন্য ধরনের মানুষ হত।

'একটু অপেক্ষা কর,' জ্যাকি হাসল। 'চুলোয় কেক বসিয়েছি।'

জ্যাকুলিনের পেছন-পেছন ইতিমধ্যে রান্নাঘরে এসে পড়েছে কেইন। চুলোর আঁচে গরম হয়ে আছে ভেতরটা, নাকে কেকের সুবাস লাগছে। টেবিলের ওপর একটা পাত্রে ক্রীম রাখা ছিল। ক্রীমটা চামচ দিয়ে ফেটতে শুরু করল জ্যাকি।

তারপর যখন খেয়াল হলো কেইন দাঁড়িয়ে এখনও, তখন বলল, 'বস, মাইক।'

'নিশ্বাস নিতেও ভয় হচ্ছে আমার,' কেইন বলল।

জ্যাকুলিনের ঠোঁটের ফাঁকে ঝিক করে উঠল এক পাটি শুভ্র দাঁত। 'এবার বল তোমার প্রশ্ন।'

আলতো পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল কেইন, ভেবে পাচ্ছে না কীভাবে শুরু করবে আলাপ, মুগ্ধ চোখে দেখছে জ্যাকিকে। ও চুপ করে আছে লক্ষ করে মেয়েটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বলল, 'জান, মাইক, ছেলেবেলায় আমি যখন কোন কথা বলতে চেয়ে চুপ করে থাকতাম আমার মা বলতেন বেড়ালে আমার জিভ কেটে নিয়েছে। এখন তোমার অবস্থা দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'বোধহয় তাই।' তামাক আর কাগজের জন্য হাত বাড়িয়েও কী মনে করে যেন থেমে গেল কেইন। 'প্রশ্ন অনেক। কোন্‌টা দিয়ে শুরু করব ভেবে পাচ্ছিনে।'

'সিগারেট খেতে-খেতে বলে যাও।' মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল জ্যাকুলিন, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলা করছে। 'তোমার স্বভাব একদম ববের

মত–সিগারেট ছাড়া কথা বলতে পার না। তুমি অভ্যাসের দাস, মিস্টার কেইন।'

লাজুক হেসে সিগারেট বানাতে শুরু করল কেইন। 'মনে হয় তাই। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা তার উত্তরের জন্য মেয়েলোকের সাহায্য দরকার। রাফেলা বুচারের ব্যাপারটা কী?'

প্রশ্নটা জ্যাকুলিনের মুখের হাসি মুছে দিল। একটুক্ষণ কেইনকে গম্ভীর মুখে জরিপ করল ও, কেইন অনুভব করল আকস্মিক বিতৃষ্ণায় জ্যাকির মন বিষিয়ে উঠেছে। অপরকে ঘৃণা করে নিজের মন কলুষিত করার মত মেয়ে ও না, কেইন ভাবল, তবু সে রাফেলা বুচারকে ভীষণ ঘৃণা করে।

'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন,' শেষমেশ বলল জ্যাকি। 'তোমার কী মনে হয়?'

'জানি না।' জিভ দিয়ে ভিজিয়ে সিগারেটের কাগজ জুড়ল কেইন, ঠোঁটে ঝোলাল। 'মানে, ওকে বিশ্বাস করি না আমি; তবে একজন মহিলাকে বুঝতে হলে আরেকজন মহিলার চোখ লাগে। যদি পুরুষ হত, নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতাম আমি; কিন্তু রাফেলা পুরুষ না।'

'আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। যদি বলি ব্যাপারটা আমার নিজের চোখে দেখা, তবু বিশ্বাস হবে না।'

'তুমি যা বলবে আমি তা-ই বিশ্বাস করব।' জ্যাকির ওপর চোখ রেখে, সিগারেট ধরাল কেইন। 'বলতে কী, এই মেসায় একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি।'

জ্যাকুলিন জানাল, ডিলন মেসায় রাফেলার আগমন বছর তিনেক আগে। হোটেলের দু-কামরার একটা স্যুট নিয়ে থাকতে শুরু করে ও। শহরের কোন মহিলা ওকে দেখতে পারে না, তবে পুরুষরা এর উলটো। অ্যাবনার লরি আর বিল বুচার দুজনেই ঢলাঢলি শুরু করে ওর সাথে। দুজনের সাথেই পালা করে প্রেম করে রাফেলা, তারপর সবকিছু শেষ হয় বুচারকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে।

'এরপর থেকে নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে বুচারের?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'অনেক। আগেও ছিল, তবে রাফেলাকে বিয়ে করার পর থেকে বিলের খাই-খাই বহুগুণ বেড়ে গেছে।'

'তার মানে এখন যে-গোলমাল তার শুরুও ওদের বিয়ের সময় থেকে?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস সবকিছুর জন্য দায়ী রাফেলা, তবে সেটা প্রমাণ করতে পারব না, আর পারলেও তাতে লাভ হবে না।' দেয়াল ঘড়ির দিকে ঝট করে একবার তাকাল জ্যাকুলিন। 'সাড়ে দশটা। আমার সাথে একটু বাইরে যাওয়ার মত সময় হবে তোমার।'

'নিশ্চয়।'

উঠল জ্যাকুলিন। 'তুমি যখন বের হও, রাফেলা শহরে ছিল?'

'কাল রাতে ছিল। সকালের কথা বলতে পারব না।'

'বোধহয় তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাতে পারব আমি। এতে হয়তো তোমার প্রশ্নের জবাবও তুমি পেয়ে যাবে। তুমি অপেক্ষা করো, আমি কাপড় পালটে আসছি।'

কেইন চেয়ার ছাড়তে-ছাড়তে বলল, 'তোমার ঘোড়ায় জিন চাপাব?'

'তা হলে তো ভালই হয়। আস্তাবলে যে-সোরেল গেল্ডিংটা আছে ওটাই আমার। বাবাকে বললেই উনি তোমাকে দেখিয়ে দেবেন।'

'ওঁকে বলা বোধহয় ঠিক হবে না। তোমার বাবা চান না আমি তোমার সাথে মাখামাখি করি।'

ভ্রূকুটি করল জ্যাকুলিন। 'আমার বয়স একুশ হতে চলল, অথচ বাবা সেটা প্রায়ই ভুলে যান।'

খানিক ইতস্তত করে কেইন বলল, 'এখানে আমার আসার কারণ আমি ওনাকে বলেছি।'

'ঠিক করনি—' রাগত সুরে শুরু করেছিল জ্যাকি, পরক্ষণে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'গ্যারিটি আঁচ করে ফেলেছে। ও এমনিতেও বুচারকে লাগাবে। আমি ভেবে দেখলাম তোমার বাবাকে বললে ক্ষতি কিছু নেই, বরং লাভ হতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা করাটা উনি একদম পছন্দ করেননি, রাগ করছিলেন।'

'জানি। বাবা ওরকম করেন অনেকসময়। যাকগে যা হবার হয়ে গেছে, তবু তুমি না বললেই ভাল করতে।'

বার্নে এসে কেইন দেখল টমাস হার্ভে চলে গেছে। সম্ভবত বিল বুচারকে ওর আগমনের কারণ জানাতে, কেইন ভাবল। লোকটার ওপর ভীষণ রাগ হলো ওর। হার্ভেকে অপদার্থ বললে কমই বলা হয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে কেইন জানে ভাল বা মন্দ কোনকিছুই সম্পূর্ণ খাঁটি না, বরং জগতের সবকিছুর ভেতরে দুটোই কিছু-না-কিছু পরিমাণে থাকে। হয়তো আন্তরিকভাবেই টমাস হার্ভে মনে করেছে ডিলন মেসা থেকে মাইকেল কেইনকে তাড়াবার জন্য বুচারের সাহায্য প্রার্থনা করে প্রকারান্তরে সে তার মেয়ের উপকারই করছে।

নয়

ঘোড়া নিয়ে বাসার সামনে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না কেইনকে। অচিরেই খাবারের থলেহাতে জ্যাকুলিন বেরিয়ে এল। পরনে পুরুষ মানুষের শার্ট-প্যান্ট, পায়ে রাইডিং-বুট। থলেটা স্যাডলের পেছনে তড়িঘড়ি বেঁধে, কেইনের সাহায্য ছাড়াই ঘোড়ায় চাপল জ্যাকি। কেইন স্যাড্‌লে উঠতে-উঠতে ভাবল জ্যাকি হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে যারা কখনও পুরুষের মুখাপেক্ষী হয় না। যত ভারিই হোক না কেন, নিজের বোঝা ও নিজেই বইবে।

সোজা দক্ষিণে রওনা হলো জ্যাকি, কোথায় যাচ্ছে বা কী দেখবার আশা করছে কিছুই বলল না খুলে। ওক গাছের সারির ভেতর দিয়ে এগোল ওরা, বো অ্যান্ড অ্যারো ছেড়ে আসার আধঘণ্টা পর একটা খাড়া ক্যানিয়নের উত্তর দেয়ালের মাথায় এসে রাশ টানল।

'সিডার ক্রীকের উত্তর শাখা,' জ্যাকুলিন বলল। 'এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল পশ্চিমে দক্ষিণ শাখার সাথে মিলিত হয়েছে, তারপর ডগড্যান্সের ওপর দিয়ে একসঙ্গে গিয়ে পড়েছে উতে ক্রীকে।'

'তোমার বাসার কাছে যে-ঝরনাটা দেখলাম তার নাম কী?'

'বিয়র ক্রীক। শহরের প্রায় দুমাইল উত্তরে উতে ক্রীকের সাথে মিলিত হয়েছে ওটা। আগেই বলেছি তোমাকে, প্রচুর পানি আছে এখানে। মেসার পশ্চিম প্রান্ত শুকনো, তবে ওটা কোন সমস্যা না।'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল কেইন। 'হুম্। তার মানে, তোমরা যদি এই ঝরনাগুলো বাঁধ দিয়ে নীচে একটা রিজার্ভারের ব্যবস্থা করতে পার, মেসায় প্রচুর চাষাবাদের জমি পাবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল জ্যাকুলিন। 'আমার ধারণা ছিল তুমি সবসময় গরু ব্যবসায়ীদের হয়েই কাজ করেছ?'

'বেশির ভাগ সময় তাই করেছি। কেন?'

'তা হলে আমার ধরে নেয়া উচিত তোমার কথাবার্তাও হবে একজন গরু ব্যবসায়ীর মত। এখানে চাষাবাদ করার ইচ্ছে আমাদের একটুও নেই। শহরের বাইরের উতে ক্রীকের ধারে ছোটখাট কয়েকটা খামার আছে, ওতেই চলে যায় আমাদের সবার।'

অনাবিল হাসি হাসল কেইন। 'আমি সেচ প্রকল্প চালু করার কথা ভাবছি মনে করে থাকলে তুমি ভুল করবে।'

'জানি। বন্দুক আর লাঙ্গল কখনও একসাথে চলে না।'

নীচে, ক্যানিয়নের ভেতরে যেসব বীভার পুকুর রয়েছে ঝুঁকে পড়ে সেগুলো একটুক্ষণ দেখল কেইন। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, 'বেশির ভাগ লোকে যা করে তুমি অন্তত সেই ভুল কোরো না, জ্যাকি। অতীতে আমি বন্দুকবাজি করেছি বলে এখনও তাই করব এর কোন মানে নেই।'

'মানুষ কি বদলায় কখনও?'

'জীবন বিস্বাদ ঠেকলে কখনও কখনও বদলায় বৈকি।' সিগারেট বানাল কেইন, উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে। 'কোন কোন লোক স্বেচ্ছায় নিজের পথ বেছে নিয়ে সে-পথেই আজীবন চলে। আবার কেউ কেউ ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে একটা কিছুতে, এবং সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। মনে করো, আমিও তেমনি জড়িয়ে পড়েছিলাম কিছুদিনের জন্য। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর কিছু করার ছিল না আমার, তাই এক খামারে চাকরি নিলাম। মনিব আমাকে দিনরাত খাটাত। শেষে একদিন হাঁপিয়ে উঠে পালালাম সবকিছু ছেড়ে। তারপর থেকে এখন যা করছি তাতেই লেগে আছি। কিন্তু এ-কাজে আমি সুখী না।'

'এ জীবন বোধহয় তোমার পছন্দও না, তাই না?'

'তাই।' সিগারেট ধরাল কেইন। 'কোন ভবিষ্যৎ নেই, চোরাগোপ্তা গুলি খেয়েই মরতে হবে একদিন। নয়তো কোন রেঞ্জ ওঅরে।' আড়চোখে আরেকবার জ্যাকিকে দেখল কেইন, ভাবছে ও যা বলতে চাইছে মেয়েটা তা বুঝতে পারছে কিনা। 'এটাই আমার শেষ কাজ। একবার ভেবেছিলাম এটাও

নেব না।'

'তা হলে নিলে কেন?'

'টাকার জন্য। এত ঝটপট আর কোন্ কাজে দুহাজার ডলার আয় করতে পারব বল?'

'বুঝেছি,' মৃদু কণ্ঠে বলল জ্যাকি। 'তা এই টাকা দিয়ে কী করবে তুমি?'

'র‍্যাঞ্চ কিনব। সাউথ পার্কে একটা ছোট্ট র‍্যাঞ্চ পছন্দ করে রেখেছি, সস্তায় পাওয়া যাবে। তবে সমস্যা একটাই, আমার হাতে টাকা আসার আগেই অন্য কেউ কিনে ফেলতে পারে ওটা।'

'র‍্যাঞ্চ করতে চাইলে প্রচুর খাটতে হবে,' বলল জ্যাকি।

'জানি। পরের জন্য খাটা এক কথা, আর নিজের জন্য আরেক।'

কেইনের দিকে একমুহূর্ত অপলকে চেয়ে রইল জ্যাকুলিন, পরিষ্কার বোঝা যায় ওর কথায় সে বিস্মিত হয়েছে। তারপর একসময় ও জিজ্ঞেস করল, 'কই বললে না, ডিলন মেসায় খামার করার কথা কেন বলছিলে?'

'দেখ, আমার পেশায় সব সমস্যাই সাধারণত একই ধরনের। বহু দেশ ঘুরেছি আমি। মাটি, প্রকৃতি এগুলো আলাদা, কিন্তু মানুষ সব জায়গায়ই কমবেশি এক, তাদের চাহিদাও এক।'

'তা হলে এখানে কি আলাদা?'

'অবশ্যই। কোন বিশেষ প্যাটার্নের মধ্যে পড়ছে না। আগেও বলেছি লোকে আমাকে ভাড়া করে ঝামেলা করার জন্য, কিন্তু তোমরা করেছ থামানোর জন্য। তুমি ন্যায়বিচারের কথা বলেছ যার সাথে আমার কোন পরিচয়ই নেই। তারপর ধর কম্বাইনের কথা, এমন সব জায়গা দখল করতে চাইছে যা নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্র লাভ হবে না।'

'অর্থাৎ তুমি বলছ, কেউ গোলমাল পাকিয়ে ফাঁকতালে পুরো মেসাটা কবজা করতে চাইছে, যাতে সে এখানে সারা বছরের জন্য পানির ব্যবস্থা করে, অন্য লোকের কাছে জমি বিক্রি করতে পারে? আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা কষ্টকল্পনা মনে হচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেইন। 'হয়তো তাই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কারণ কোন নিয়মের মধ্যে পড়ছে না এখানকার ঘটনাগুলো।'

চুপ করে ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ ভাবল জ্যাকি। 'এখানে আমি এমন কারোকে দেখছি না যার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব। প্যাডি রায়ানের টাকা আছে, তবে অঢেল না। ডিলন মেসায় কোটিপতি বলতে একমাত্র বুচারকেই বোঝায়।'

কেইন একবার ভাবল জ্যাকুলিনকে জানায় অ্যাবনার লরি সম্পর্কে ওকে কী বলেছে রায়ান, তারপর মত পালটে বলল, 'বাদ দাও। সবটাই আমার উদ্ভট কল্পনা।'

'চলো, আমরা বরং এগোই,' জ্যাকি বলল। 'হয়তো কোনই লাভ হবে না, তবু খামোকা বসে থাকার কোন মানে হয় না।'

ক্যানিয়নের গা বেয়ে কোনাকুনিভাবে নীচে নেমে গেল ও, ঝরনা তীর ধরে এগোল কিছুদূর, তারপর দুটো বীভার পুকুরের মাঝ দিয়ে ওপাশে গিয়ে

খাড়াইয়ে উঠল। কেইন নীরবে অনুসরণ করছে, কৌতূহলে আঁকুপাঁকু করছে মন, তবু যেচে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, সূর্য এখন প্রায় মাথার ওপরে, গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে ভেজা পৃথিবীতে। ওক গাছের পাতা লাল হতে শুরু করেছে, অর্থাৎ শেষ হয়েছে গরমকাল। কেইন ভাবল আজই হয়তো গ্রীষ্মের শেষ দিন। পাহাড়ি এলাকায় শীত আসে আচমকা। তুষারপাত শুরু হলেই অ্যাঞ্জেল পীক থেকে নেমে আসবে সমস্ত গরুবাছুর, ওদেরকে নিয়ে কম্বাইনের লোকজন রওনা হবে মাইনিং ক্যাম্পগুলোর উদ্দেশে।

দক্ষিণপশ্চিম দিকে এগোল ওরা, চারপাশে খোলামেলা ঘেষোজমি। বাঁয়ে একটা বাথানের দালানকোঠা দেখা গেল। ওগুলো দেখিয়ে কেইন জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কোন্ আউটফিট?'

'ম্যালেট ফোর,' জ্যাকি জবাব দিল। 'রেড ম্যানিয়নের বাথান। বাসায় ওর বউ আর দুই ছেলেমেয়ে আছে, তবে ও বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না। সম্ভবত কাউহ্যান্ডদের সাথে অ্যাঞ্জেল পীকে রয়েছে। বুচার যখন কোন কুমতলব আঁটে রেডকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয় যাতে এখানে থেকে ও কোনরকম ঝামেলা বাধাতে না পারে।'

'বড় আউটফিট?'

'বুচারের পর ডিলন মেসায় ওর বাথানই সবচেয়ে বড়। তিনজন রাইডার আছে, লরির এক। বব ছাড়া আমাদের আছে দুজন। বাবা আজকাল আর একটা বাইরে বেরোন না। তাই ক্যাটল ড্রাইভ শুরু হওয়ার আগেই ডেনভার থেকে এসে পড়বে বব।'

'লরির আউটফিট তা হলে সবচেয়ে ছোট?'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল জ্যাকুলিন। 'অল্পকিছু গরুবাছুর আছে। আমার মনে হয় না এবার ও পঞ্চাশটা গরুও পাঠাতে পারবে বাজারে।'

'রায়ান বলছিল ওর বাবা নাকি এখানে দারুণ প্রতাপশালী ছিল।'

'ঠিক। ও অ্যামবুশে মারা যাওয়ার পর থেকেই বুচারের এত ঠাঁটবাট।' একটা ট্রেইলের কিনারে এসে হাজির হলো ওরা যেটা ম্যালেট ফোর র‍্যাঞ্চের দিকে চলে গেছে। রাশ টেনে আশপাশের ভেজা মাটি একটুক্ষণ জরিপ করল জ্যাকি। 'বৃষ্টির পর কেউ আসেনি এদিকে। রেড বোধহয় বাসায় না এসে ক্রীকের উজান ধরে কাউক্যাম্পে চলে গেছে। এ-পথে গেলে ঘোরা হয়।'

'লরি একা থাকে?'

'গরমে। খোদা মালুম বাসায় কী করে সময় কাটায় লোকটা; তবে আমরা সবাই জানি, ও কোন কাজকাম করে না।'

রাস্তা অতিক্রম করে আড়াআড়িভাবে এগোল ওরা, অল্পক্ষণের ভেতর হারিয়ে গেল পাইন আর সিডার বনের ভেতরে। মাটি এখন ক্রমশ খাড়া হতে শুরু করেছে, তাই ওরা চলার বেগ কমাল। তারপর ট্রেইল ছেড়ে সরাসরি বাঁ দিকে এগোল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে পৌঁছে গেল আরেকটা ক্যানিয়নে।

'সিডার ক্রীকের দক্ষিণ শাখা,' বলে রাশ টেনে নামল জ্যাকি। 'এখানে

বসেই গোয়েন্দাগিরি করব আমরা। কপাল ভাল হলে, একটা মজার জিনিস দেখতে পাব।'

স্যাডলের পেছন থেকে খাবারের থলেটা নামাল ও, মাথা ঝাঁকিয়ে কেইনকে ইশারা করল ওর পিছু নিতে। ঘোড়া দুটোর লাগামের খুঁটা মাটিতে পুঁতে রেখে এগোল কেইন। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পাইন গাছ রয়েছে কয়েকটা, তারই একটার গোড়ায় খাবারের থলেটা ধপ করে ফেলে দিয়ে একটু থামল জ্যাকি। কেইন ওর পাশাপাশি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কিনারে গেল।

'আমরা ভাগ্যবান,' বলল জ্যাকি। 'দেখে যাও একনজর, তবে সাবধান ওরা যেন তোমাকে দেখতে না পায়।'

কেইন অনুসরণ করল। মেয়েটার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও, উঁকি দিল ক্যানিয়নের ভেতরে। ক্রীকের ধারে একটা পাথরের ওপর অলস ভঙ্গিতে বসে আছে অ্যাবনার লরি, মাঝেমধ্যে একটা-দুটো নুড়িপাথর ছুঁড়ে মারছে ঝরনার পানিতে। ক্যানিয়নের উলটো দিকের দেয়ালে, লরির মাথার ওপরে পাহাড়ের একটা ধাপে ঘাস রয়েছে কিছু, সেখানে চরছে ওর ঘোড়াটা।

কেইন পিছিয়ে এল। 'বুঝলাম না কিছু।'

'সবুর করো, বুঝবে।' থলে খুলে একটা বীফ স্যান্ডউইচ বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল জ্যাকুলিন। 'বিশেষ কিছু না, আমি আসলে খাবার নিতে গিয়ে দেরি করতে চাইনি।'

'এতেই চলবে,' কেইন বলল।

আরও কিছু স্যান্ডউইচ আর দুটুকরো কেক একটা কাগজে মুড়ে এনেছিল জ্যাকি। মোড়কটা খুলে বিরক্তিতে মাথা নাড়াল ও। 'যা ভেবেছিলাম, ভেঙে গেছে।'

'স্বাদ ঠিক আছে,' আয়েস করে কেক চিবুতে-চিবুতে বলল কেইন।

'এই তল্লাটে আমার চেয়ে ভাল রাঁধুনি তুমি পাবে না।' কথাটা এমনভাবে ঘোষণা করল জ্যাকি যেন এটা একটা ধ্রুবসত্য। 'বব ফিরে আসুক, তারপর একদিন রান্না করে প্রমাণ দেব।'

'আমি তর্ক করছি না।' একমুঠো ভাঙা কেক তুলে নিয়ে মুখে পুরল কেইন। 'একটুও না।'

কিনারে গিয়ে উঁকি দিয়ে আবার ফিরে এল জ্যাকি। 'এখনও বসে আছে।'

অধৈর্য হয়ে উঠল কেইন। 'আসল কথাটা বলতে তোমার আপত্তি–'

'এসেই যখন পড়েছ,' রুক্ষ সুরে বলল জ্যাকি, 'আরেকটু অপেক্ষা করলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

হাসল কেইন। 'তা হবে না। আচ্ছা, প্যাডি রায়ানকে তোমার কেমন মনে হয়? ওর কথা বিশ্বাস করা যায়?'

'আলবত। প্যাডি অনেকটা তোমারই মত, জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। বুচারকে ঘৃণা করে, তবু ওর সঙ্গে আছে তার কারণ বুচারের বিরুদ্ধে ওর একার পক্ষে কিছু করা সম্ভবপর না।' খাবারগুলো কাগজে মুড়ে থলেতে

ভরল জ্যাকুলিন। 'প্যাডির সাথে আলাপ হয়েছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল কেইন। 'হ্যাঁ। ও বলছিল লরি নাকি তার অধিকাংশ গরুবাছুর বুচারকে দান করে দিয়েছে।'

'অথবা বেচে দিয়েছে। একমাত্র ওরাই বলতে পারবে আসল ব্যাপার কী। বুড়ো জেক লরি মারা যাবার অল্প কিছুদিন পরই স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেলের বেশির ভাগ গরুবাছুর নিয়ে নেয় বুচার। একজন ছাড়া লরির আর সব কর্মচারী এখন ওর কাজ করে। বুচারের দাবি, সে নাকি গরুগুলো কিনে নিয়েছে। হয়তো তাই।' পাইনের একটা শিকড় ছিঁড়ল জ্যাকুলিন, কপালে চিন্তার ভাঁজ। 'অ্যাবনারকে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, তবে ওকে বিশেষ কথা বলতে শুনিনি। সভায় হাজির ছিল, কিন্তু একবারও মুখ খোলেনি।'

'অ্যাবনার ওই রকমই। শোনে কিন্তু কিছু বলে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা যদ্দিন, ও-ও ততদিন হলো মেসায় আছে। অথচ আমরা বুচারকে বুঝতে পারলেও, ওকে একদম পারি না।'

'ওর বাবাও কি এরকম ছিল?'

'মোটেই না। বুড়ো জেক ছিল লোভী, তর্জন-গর্জন করত সারাক্ষণ। কিন্তু অ্যাবনার একদম বিপরীত। মনেই হয় না ও জেকের ছেলে।'

'রায়ান বলছিল ও বাইরের স্কুলে পড়তে গিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকুলিন। 'ফোর্ট কলিন্সে ছিল কিছুদিন। হয়তো এটাও দায়ী কিছুটা, তবে ও বরাবরই একটু আজব স্বভাবের। মেয়েদের সাথে মাখামাখি করে না। নাচে না। জেক অনেক চেষ্টা করে ছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। যদি-বা কখনও নাচের আসরে যেত, চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে দেখত সবকিছু। স্কুল থেকে যখন ফিরে এল তখনও সেই রকমই। কোন কাজ করে না—একমাত্র গরুবাছুর নিয়ে মাইনিং ক্যাম্পে যাবার সময় ছাড়া।'

হামাগুড়ি দিয়ে কিনারে গেল জ্যাকুলিন। মৃদু সুরে ডাকল, 'এদিকে এসো, মাইক।'

ওর পাশে গিয়ে ক্যানিয়নের ভেতরে উঁকি দিল কেইন। ক্রীকের উজান থেকে একজন ঘোড়সওয়ার আসছে। লরি উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে ওর উদ্দেশে। একটু বাদে একটা উইলো ঝোপের পেছন দিয়ে ঘুরে ফাঁকায় বেরিয়ে এল অশ্বারোহী। রাফেলা বুচার।

'আশ্চর্য,' চাপা গলায় বলল কেইন।

'জানতাম তুমি একথাই বলবে,' জ্যাকি বলল। 'আগেই বলেছিলাম, না দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ।'

লরির পাশে এসে রাশ টেনে মাটিতে নামল মহিলা, প্রেমিককে জড়িয়ে ধরল। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে রইল ওরা, তারপর লরির বাহুডোর থেকে সরে এসে গালে হাত বোলাল রাফেলা। কিছু বলল ও, লরি হেসে আবার ওকে চুমু খেল।

এভাবে কারও অভিসার দেখা কেইনের স্বভাববিরুদ্ধ, নিজেকে ওর ভীষণ

ছোট মনে হলো। আড়চোখে জ্যাকুলিনের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো ওদের, দেখল মেয়েটা ভুরু কুঁচকে আছে। জ্যাকি বলল, 'আমি জানি তোমার খারাপ লাগছে। সাথে করে এনেছি বলে হয়তো এখন রাগ হচ্ছে আমার ওপর।'

'না, তবে–'

'বলতে হবে না, মাইক। আমি জানি এটা করা উচিত না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এর দরকার ছিল। ব্যাপারটা বুচার বোধহয় জানে না। রাফেলার ব্যাপারে ও অন্ধ, তবে আমার ধারণা নিশ্চয় কিছুটা সন্দেহ করে।' শ্রাগ করল জ্যাকুলিন। 'বুচার নিজেকে বড় হিসেবে জাহির করে তার কারণ, আমার মনে হয়, এভাবে ওর শারীরিক অক্ষমতা ও ঢাকতে চায়।' ইশারায় নীচের কপোত কপোতীকে দেখাল ও। 'হয়তো ভেবেছে আরও প্রতাপশালী হতে পারলে রাফেলাকে ধরে রাখতে পারবে নিজের মুঠোয়।'

কেইনেরও তাই বিশ্বাস। স্টারলাইটে নিজের সম্পর্কে বুচারের কথাবার্তা, এবং তারপর হোটেল কামরায় যেভাবে অহেতুক অপমান করেছিল রাফেলাকে সেগুলো মনে পড়তে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ও। এ থেকে বোঝা যায় বউকে হারাবার ভয়ে সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে আছে লোকটা, কেইন ভাবল। হয়তো নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলেই রাফেলার ওপর তার শোধ তুলছে বুচার। এ-ব্যাপারে ব্ল্যাক গ্যারিটির মন্তব্য কেইনের মনে আছে। সম্ভবত রাফেলা আর অ্যাবনার লরির এই মেলামেশার কথা গ্যারিটি জানে।

'মনে হচ্ছে গোলমালের উৎসটা তুমি ধরতে পেরেছ,' অবশেষে একসময় বলল কেইন। 'তবে এতে আমাদের কোন লাভ হবে কিনা বলতে পারছি না।'

রাফেলা এখন বসে আছে ক্রীকের পাড়ে, ওর কোলে অ্যাবনার লরির মাথা। তন্ময় হয়ে আলাপ করছে ওরা, কিন্তু এতদূর থেকে তার বিষয়বস্তু বোঝা গেল না। আচমকা উঠে বসল লরি, দুম করে একটা ঘুসি মারল হাতের তালুতে, চেঁচিয়ে বলল একটা কিছু। প্রবলভাবে মাথা নাড়াল রাফেলা, ওকে আবার টেনে নিল কোলে।

'অনেক দেখা হয়েছে,' বলে বুকে হেঁটে কিনার থেকে সরে এল কেইন।

জ্যাকুলিন পিছু নিল, লক্ষ করছে ওকে। 'এখন কী করবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জানি না। আমার দায়িত্ব তোমার বাবাকে বিপদমুক্ত রাখা, যদিও সন্দেহ আছে সেটা সম্ভব হবে কিনা। আমার ধারণা উনি বুচারের খুব ঘনিষ্ঠ।'

জ্যাকির চেহারা কঠোর হলো। 'এবং তুমি ওঁকে না থামালে বুচার যা বলবে উনি তা-ই করবেন। এক্ষেত্রে বুচারকেই থামাতে হবে তোমার।'

টুপি ঘাড়ের পেছনে ঠেলে দিয়ে মাথা চুলকাল কেইন। 'অ্যাবনার স্কুল থেকে ফিরে আসার পর বুড়ো জেক অ্যামবুশে মারা পড়ে। তাই না?'

'হ্যাঁ, অ্যাবনার বাড়ি ফেরার প্রায় দুহপ্তা পর। স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেলের পুরানো এক কর্মচারী বলেছে ঘটনার দিন সকালে বাপ-ছেলের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। অ্যাবনার বাথানের কোন কাজকর্ম করতে চাইছিল না। বুড়ো জ্যাক ওকে বলেছিল, ভাল লাগুক চাই না লাগুক, সে যা বলবে ঠিক তাই করতে হবে

অ্যাবনারকে।'

'এর বেশি আর কিছু শোনা যায়নি?'

মাথা নাড়াল জ্যাকি। 'আমরা সবাই অনুমান করেছিলাম কী ঘটেছে, কিন্তু কারও কাছেই কোন প্রমাণ ছিল না।'

ঘোড়ায় চেপে, যে-পথে এসেছিল সে-পথে ফিরে চলল ওরা। কেইন বলল, 'আচ্ছা, তুমি ওদের অভিসারের কথা জানলে কীভাবে?'

'নেহাত ঘটনাচক্রে। আগেই বলেছি আমার বেড়ানোর অভ্যেস আছে। এভাবেই একদিন চোখে পড়ে গেছে।'

স্লেডের বাথানে ওর বন্দী হওয়া এবং সেখানে লরির উপস্থিতির কথা জ্যাকুলিনকে জানাল কেইন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এর সাথে ওই ঘটনার কী যোগাযোগ থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'আবার কী? অ্যাবনার বিলের পক্ষে আছে কারণ জানে ও একা বিলের কিছু করতে পারবে না। অন্যদিকে তলে-তলে হাত মিলিয়েছে স্লেডদের সাথে যদি এভাবে বুচারকে খতম করা যায়। কেউ যখন অন্যের বউকে কেড়ে নিতে চায় তখন সাফল্য অর্জনের জন্য সে সব রাস্তাতেই চেষ্টা চালায়। তাই না?'

'মনে হয়,' কেইন একমত হলো; 'কিন্তু ধরো, বুচার মারা গেল এবং রাফেলা বিয়ে করল লরিকে। এতে করে কি আসল সমস্যার সমাধান হবে, যদিও তোমার বাবা রক্ষা পাবেন?'

'হবে, মাইক। লরি আর রাফেলা থাকবে না এখানে, সবকিছু বেচে দিয়ে চলে যাবে। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে একটা আপসরফা করে নিতে পারব।'

'মনে হয় লরিকে বিয়ে না করায় এখন পস্তাচ্ছে রাফেলা।'

'হয়তো। কিংবা এটা ওদের একটা চালও হতে পারে। তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস সব গোলমালের মূল কারণ–রাফেলা।'

বনের ভেতর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর উত্তর দক্ষিণমুখী সরু একটা রাস্তার দেখা পেল ওরা। রাশ টেনে কেইন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গেছে এটা, লরির বাসায়?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকুলিন। 'সিডার ক্রীকের দক্ষিণ শাখার মাইলখানেক উজানে ওর বাড়ি।' ভ্রূকুটি করল ও। 'তোমার মতলবখানা কী?'

'লরির সাথে কথা বলব।'

'পাগলামি কোরো না, মাইক। ও যদি জানতে পারে তুমি ওদের অভিসার দেখে ফেলেছ–তোমাকে খুন করবে।'

'অন্তত তার চেষ্টা করবে। না, ওই ব্যাপারে কিছু বলব না আমি, কেবল জিজ্ঞেস করব সবকিছু ও জেনেও স্লেডের কবল থেকে কাল ও আমাকে বাঁচায়নি কেন।'

ওর স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরল জ্যাকুলিন, দৃষ্টিতে স্পষ্ট উদ্বেগ। 'বন্দুকবাজ ভাড়া করার সময় তার জীবনের নিরাপত্তার কথা কেউ ভাবে না।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল কেইনের মুখে। 'জানি। মনিব কেবল তার টাকা লোকসানের ভয় করে। একজন বন্দুকবাজ বাঁচল কি মরল তাতে তার কী!'

'কিন্তু আমি সেরকম না, মাইক। তোমার কোন ক্ষতি হলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।'

'হবে না ক্ষতি। বলেইছি তো, এটাই আমার শেষ কাজ।'

'সেজন্যই তো আরও বেশি ভয়। তুমি আমার সাথে চলো–বাবাকে বোঝাও আরেকটু।'

'রাতে যাব। এখন লরির সাথে কথা বলতে হবে।'

হতাশ ভঙ্গিতে দুহাত শূন্যে ছুঁড়ল জ্যাকুলিন। 'মানুষ এত জেদী হলে পারা যায় না।'

'জেদী না হলে যে তোমার পছন্দ হবে না।'

কেইনের চোখ এড়িয়ে গেল জ্যাকুলিন, নতমুখে নখ খুঁটল একটুক্ষণ, তারপর বলল, 'যাই করো, খেয়াল রেখ নিজের দিকে।'

দশ

জ্যাকির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে সিডার ক্রীকের দক্ষিণ শাখায় পৌঁছে গেল কেইন, আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে নেমে এল ক্যানিয়নের ভেতরে। একটু থেমে ঘোড়াকে পানি খাওয়াল ও, তারপর কাদা মাড়িয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগোল দক্ষিণ চড়াইয়ের দিকে। স্যান হুয়ান পর্বতমালা থেকে উড়ে আসছে মেঘের দল, মাঝেমধ্যে ঢাকা পড়ছে সূর্য, ফলে মাটিতে রৌদ্রচ্ছায়ার বিচিত্র নকশা তৈরি হয়েছে।

চড়াইয়ে উঠে রাশ টানল কেইন, ঘোড়াকে জিরিয়ে নেয়ার সুযোগ দিল। ওর সামনে উঁচু হয়ে গেছে ভূপৃষ্ঠ, রাস্তা সরু হয়ে অ্যাসপেন বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। উঁচু এলাকায় গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়েছে, ঝরাপাতার গালিচার ওপর দিয়ে চলার সময় কোন রকম শব্দ করছে না কেইনের ঘোড়া। এগিয়ে চলল ও, ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরে, সূর্য এখন ঢাকা পড়ছে ঘন কালো মেঘের আড়ালে। পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে দমকা বাতাস ছুটে এল। রাতের, আগেই বৃষ্টি হবে, কেইন ভাবল। এমনকী তুষারপাতও হতে পারে। এরকম আবহাওয়া দেখে কম্বাইনের লোকজন ইতিমধ্যেই অ্যাঞ্জেল পীক থেকে গরু নামিয়ে আনতে শুরু করে দিয়েছে কিনা বুঝে উঠতে পারল না ও।

ও যখন লরির স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেলে পৌঁছাল তখন সবে বিকেল। কল্পনায় যে-ছবি এঁকেছিল তেমনি দেখতে বাথানটা, শ্রীহীন। কাঠের র‍্যাঞ্চ-হাউস, নড়বড়ে; বার্ন আর বাংকহাউসটার অবস্থাও তথৈবচ। পশ্চিম প্রান্তে পোল কোরাল রয়েছে কয়েকটা, গোটা ছয়েক ঘোড়া ছাড়া আর কিছু নেই।

এখানকার সবকিছুতেই কালের ছাপ পড়েছে, কেমন যেন খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। বাসার কয়েকটা জানালা তক্তা মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অন্যান্য দালানগুলোর অধিকাংশ দরজাই খসে গেছে কবজা থেকে, কয়েকটা কোরাল

এখনই মেরামত করা দরকার। একনজর চোখ বুলিয়েই কেইন বুঝতে পারল এখানে এত কাজ রয়েছে যা কোন লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না সারা হপ্তায় শেষ করা। এর অর্থ অ্যাবনার লরি হয় অলস, নয়তো এখানে থাকার আদৌ কোন ইচ্ছে নেই তার।

'কেউ আছ ভেতরে?' হাঁক দিল কেইন।

কেইনের কথায় প্রতিধ্বনি ছাড়া অন্য কোন সাড়া মিলল না। একটুক্ষণ চুপ করে স্যাডলে বসে রইল ও, কান পেতে পাথরের ফাঁক দিয়ে উতে ক্রীকের পানি ছুটে চলার আওয়াজ আর পাহাড়ের ঢালে দেবদারু গাছের শাখা বাতাসের ফিসফাস শব্দ শুনছে। ওর মনে হলো গোটা পরিবেশে যেন মৃত্যুপুরীর শূন্যতা বিরাজ করছে। এই অবস্থায় কোন মানুষ কীভাবে বাস করে এখানে ভেবে অবাক হলো সে।

লরি কখন ফিরবে কেইন জানে না, তবে আকাশের চেহারা দেখে অনুমান করল খুব বেশি দেরি নেই। এরকম ঝড়বাদলের মধ্যে রাফেলাকে আটকে রাখবে না ও, আর এখানে আনবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বার্নের পেছনে গিয়ে স্যাডল থেকে নামল কেইন। হাঁটু গেড়ে বসে সিগারেট ধরাল। আপনা থেকেই জ্যাকুলিনের কথা মনে হলো ওর। ভাবল মেয়েটা কেন ওর নিরাপত্তার কথা এত ভাবে। একজন মানুষের যা হওয়া উচিত, সম্ভবত চায় না ওর কারণে মৃত্যু হোক কেইনের। তবু ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো শুধু এজন্য না, জ্যাকুলিনের উদ্বেগের পেছনে আরও কোন কারণ রয়েছে। একজন মানুষ যা করে, জীবনে এই প্রথম, নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবল কেইন। একটা ব্যাপারে ও নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার, অতীত জীবনের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, আর কোনদিন সে পিস্তলকে তার রুটিরুজির পুঁজি করবে না।

জ্যাকুলিনকে কেইন কিছুতেই তার ভবিষ্যৎ থেকে আলাদা করে দেখতে পারছে না। অতীতে কখনও কোন মেয়ের ব্যাপারে এরকম মনে হয়নি ওর। তারপর অসীম এক বেদনা অনুভব করতে শুরু করল ও, মনে পড়ল টমাস হার্ভের শেষ কথাগুলো। লোকটা ওকে একজন ভাড়াটে খুনী বলে আখ্যায়িত করেছে, বলেছে ওর ভেতরে সত্যিকারের প্রেম-ভালবাসা বলে কিছু থাকতে পারে না। হয়তো সবাই ঠিক এ-কথাই ভাবে। এমনকী জ্যাকুলিনও। কেইন জানে, টমাস হার্ভের উক্তিকে মিথ্যে প্রমাণিত করার আগে পর্যন্ত জ্যাকুলিনের মত মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না ও, আর এজন্যই নিজের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল।

নিজের চিন্তায় ও এতটা বিভোর হয়েছিল যে খেয়ালই করল না কখন বাথানে ফিরে এসেছে অ্যাবনার লরি। উঠন পেরিয়ে বাসার দিকে রওনা হয়েছে লরি এই সময় কেইন ডাকল, 'লরি।' বাতাসের তোড়ে ওর কথা অন্যদিকে ভেসে গেল, লরির কানে পৌছাল না। কেইন আবার ডাকল, এবার চিৎকার করে, 'লরি!'

চমকে উঠে, ঘুরে দাঁড়াল স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেলের মালিক, হাত চলে গেছে

হোলস্টারের কাছে। তারপর যখন চিনতে পারল বক্তাকে, পিস্তলের বাঁটের ওপর জমে গেল ওর আঙুল।

'ড্র করতে চাও, লরি,' এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল কেইন।

লরি হাসল। 'তোমাকে চেনার পর আর চাই না। এখানে কী করছ?'

'তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

কৌতূহলের ছাপ ফুটল বাঁকা-নাকের চেহারায়। 'আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম তুমি ব্লেডকে খতম করতে যাবে।'

ওই স্বল্প মুহূর্তে একটা সত্য আবিষ্কার করল কেইন। ভেতরে যাই থাক, লরি পাকা জুয়াড়ির মত বাইরের চেহারা ভাবলেশহীন রাখতে জানে। এখন এমন ভান করছে যেন কেইনের উপস্থিতিতে ওর কিছু আসে যায় না।

'গিয়েছিলাম ব্লেডকে দেখতে,' কেইন শুধরে দিল ওকে।

'আচ্ছা। এসো, ভেতরে বসবে। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'আমি এখানেই থাকব।' ইশারায় লরির পিস্তলটা দেখাল কেইন।

'তুমি ড্র করতে যাচ্ছিলে। কার ভয় করছ?'

শ্রাগ করল লরি। 'কী জানি। জায়গাটা খুব খারাপ।'

'কে তোমাকে মারতে চাইছে? বুচার? না গ্যারিটি?'

কোন প্রকার ভাবান্তর হলো না লরির চেহারায়। 'আরে, না,' বলল ও। 'বন্ধুরা কেন আমাকে মারতে চাইবে? আসলেই জানি না।'

'কাল রাতে শহরে এক লোক আমাকে অ্যামবুশ করেছিল,' বলল কেইন। 'চেহারা দেখতে পাইনি। তখন তুমি কোথায় ছিলে? শহরে?'

'কী বকছ আবলতাবল, আমি তোমাকে গুলি করিনি,' লরিকে আহত দেখাল। 'আমি বন্দুকবাজ নই। আর তা ছাড়া তোমাকে আমি মারতে চাইবই-বা কেন?'

'আমার বিশ্বাস তুমি বুচারের পক্ষে নেই।'

'তা কেন হবে, বিলের কোন ইচ্ছায় আমি আপত্তি করি না। সেটা আমার পছন্দ না হলেও। কম্বাইনের সবাই তা-ই। এখানে ওর ইচ্ছাই সব।'

কথাটা, কেইন ভাবল, অবশ্যই ঠিক, তবে ওর মনে যেসব প্রশ্ন জেগেছে সেগুলোর উত্তর নেই এতে। এবার সরাসরি প্রশ্ন করল ও, 'কাল তুমি জানতে আমি ব্লেডের বাসায় বন্দী, তবু উদ্ধার করলে না কেন?'

এখনও আগের মতই নির্বিকার রইল লরি। সাদামাঠা গলায় বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গেল কয়েক মাসের মধ্যে ব্লেডের বাসায় দূরে থাক, ওর দশ মাইলের ভেতর কোথাও যাইনি।' নাক চুলকাল লরি। 'তোমার মতলবটা কী, কেইন?'

'তুমি একটা মিথ্যুক।'

লরি যেন শীতল কোন ধাতুতে গড়া। মৃদু হেসে বলল, 'দেখ, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। তোমার যদি সত্যিই কিছু বলার থাকে ভেতরে চলো।'

'না,' বলল কেইন, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

ঝটিতি ঘুরে বাসার দিকে এগোল লরি। কেইন অপেক্ষা করল একটুক্ষণ,

আশঙ্কা করছে লরি হয়তো ড্র করার চেষ্টা করবে, তবে লরির হাবভাবে সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যখন বন্ধ হয়ে গেল দরজা, কেইন তার ঘোড়ার উদ্দেশে ছুটল। বার্নের কোনায় পৌঁছে আবার থামল ও, লরির মতলব বুঝে উঠতে পারছে না। যখন দেখল কোনরকম সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতর থেকে, স্যাডলে চেপে কোরালের পেছন হয়ে রাস্তার দিকে এগোল।

ও সিডার ক্রীকের দক্ষিণ শাখা পার হওয়ার পরপরই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। থেমে, গায়ে বর্ষাতি চাপাল কেইন, চলতে শুরু করল আবার, অ্যাবনার লরির কথা ভাবছে। এখনও লোকটা সম্পর্কে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না ও, তবে বুঝতে পারছে কেন ওকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখে। আজ পর্যন্ত যত মিথ্যুক দেখেছে কেইন তাদের মধ্যে লরিই সবচেয়ে চালু, তুখোড় অভিনয় জানে। রাফেলার কথা মনে হলো কেইনের, ভাবল লরির সঙ্গে বেশ জমেছে মহিলার। তবে ওর সন্দেহ হলো ওরা হয়তো পরস্পরকে বিশ্বাস করে না এবং সম্ভবত প্রত্যেকেই নিছক নিজের নিজের স্বার্থহাসিলের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সি. সি. র‍্যাঞ্চের পাশ ঘেঁষে যে-রাস্তাটা শহর পানে চলে গেছে কেইন সেখানে পৌঁছানোর আগেই বৃষ্টি ধরে এল, তবে আকাশ মেঘলা থাকায় অন্ধকার সাত-তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধল। কেইন একবার ভাবল বুচারের বাসায় যাবে। আগে বা পরে, বুচারকে তার সব জানাতেই হবে; তা ছাড়া সকালে যদি টমাস হার্ভে ওখানে গিয়ে থাকে, এই সুযোগে জানা যাবে ওর নামে সে কী বলেছে।

দ্বিধায় পড়ল কেইন। প্যাডি রায়ানের ভূমিকা এখনও পরিচ্ছন্ন না, তার ওপর ব্ল্যাক গ্যারিটি রয়েছে। বুচারের জানতে সময় লাগবে না স্লেড আর তার প্রতিবেশীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কোন ইচ্ছাই নেই কেইনের, এবং তারপর ওর এখানে আসার আসল কারণও সে জেনে ফেলবে। হয়তো এরই মধ্যে জেনে গেছে। ওর সাফল্যের সঙ্গে সময়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, কিন্তু ওদিকে সে জ্যাকিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাতে দেখা করবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পুবে বো অ্যান্ড অ্যারোর দিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল কেইন। বাতাসে ভেজা তুষারকণা উড়ছে, কিন্তু ওদেরকে সে আমল দিল না। মানুষ মাত্রেই সীমাবদ্ধতা আছে, বহুকালের মধ্যে এবারই প্রথম ওর সন্দেহ হচ্ছে যে-কাজের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছে হয়তো তাতে সে সফল হতে পারবে না।

বিপদে যাদের সাহায্য পেতে পারে মনে-মনে তাদের নামগুলো ভাবল কেইন—জ্যাকি, বব হার্ভে, যখন সে ডেনভার থেকে ফিরে আসবে তখন, এবং সম্ভবত প্যাডি রায়ান। গতরাতে বুড়ো ব্যাংকারের ওপর সন্দেহ জেগেছিল ওর, তবে রায়ান সম্পর্কে জ্যাকির মনোভাব জানার পর তা অনেকটা কেটে গেছে। মোটে এই তিনজন: একটা মেয়ে, অনুপস্থিত এক ছোকরা, আর এক বুড়ো, বুচারকে সমর্থন করতে হচ্ছে বলে যে-লোক নিজের ওপর বীতশ্রদ্ধ। আপনমনে হাসল কেইন। বুচার আর তার সাঙ্গপাঙ্গর বিরুদ্ধে এরা বিশেষ কিছু করতে পারবে না। তা ছাড়া শহরের বেশিরভাগ লোকই সম্ভবত ওদের বিরুদ্ধে। এবং

হবে। হোমস্টেডাররা যতক্ষণ নিশ্চিত না হচ্ছে কেইন তাদের লোক, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের তরফ থেকে ওর বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

ইরা স্লেডের কথাও ভাবতে হবে। হোমস্টেডাররা যতক্ষণ নিশ্চিত না হচ্ছে কেইন তাদের লোক, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের তরফ থেকে ওর বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

জ্যাকি বলেছে, ন্যায়-অন্যায়ের কথা না ভেবে ও যদি স্রেফ পরের হুকুমে মানুষ খুন করে, তা হলে ও খোদা এবং মানুষের চোখে বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচিত হবে। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই অর্থে খোদা এবং মানুষ উভয়ের সাথেই ও বহুবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন, জ্যাকুলিনকে তুষ্ট করতে, ন্যায়ের কথা ভাবছে সে, বিচারকের আসনে নিজেকে বসিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। কিন্তু কী পাবে এর বিনিময়ে?

শীতে শিউরে উঠল কেইন, ভাবল ডগড্যান্স ত্যাগ করার সময় সঙ্গে গরম কাপড় আনা উচিত ছিল। তবে এটাও ঠিক, এই শীত কেবল ঠাণ্ডার কারণে অনুভব করছে না ও। মৃদু হাসির ছোঁয়া লাগল কেইনের ঠোঁটে। এর আগে সবসময় ক্ষমতাবানদের পক্ষে থাকত সে, আইন তাকে সমর্থন জোগাত। কিন্তু এবারের অবস্থা সম্পূর্ণ উলটো। আর উলটো বলেই একধরনের চ্যালেঞ্জ আছে এতে। আর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ও শান্তি পাচ্ছে মনে। এবং তৃপ্তি পাচ্ছে জ্যাকুলিন হার্ভের পক্ষে আছে সে একথা জেনেও।

বাতাসে ভাসমান তুষারকণার মাঝ দিয়ে কেইন যখন বো অ্যান্ড অ্যারোর বাতি দেখতে পেল তখন প্রায় রাত। এর পরপরই আচমকা ওর ঘোড়াটা এমনভাবে সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে পিছিয়ে আসার প্রয়াস পেল যে আরেকটু হলেই পড়ে যেত কেইন। কোনমতে টাল সামলে সামনে তাকাল ও, বিজলি চমকের আলোয় আবছাভাবে দেখতে পেল রাস্তার কিনারে পড়ে আছে একটা লোক, আপাদমস্তক তুষারে ঢাকা।

মাটিতে নেমে লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কেইন। টমাস হার্ভে, গুলিতে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। হাত-পা অসাড়, তবে বেঁচে আছে এখনও, কিন্তু ওই পর্যন্তই। জখমের কারণে যদি নাও মরে, ঠাণ্ডায় জমে মরবে। কথাটা ভাবতেই চকিতে ব্যর্থতার গ্লানিতে ছেয়ে গেল কেইনের মন। টমাস হার্ভেকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল তাকে, কিন্তু হার্ভেকে সে জখম থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

এগারো

হার্ভের অসাড় দেহ স্যাডলে তুলে নিজে ওর পেছনে চাপল কেইন, ঘোড়া ছুটিয়ে বো অ্যান্ড অ্যারোর উঠনে প্রবেশ করল। বার্নে লণ্ঠন জ্বলছিল একটা, কেইন ডাকল, 'জ্যাকি।'

তক্ষুণি বার্ন থেকে বেরিয়ে এল জ্যাকুলিন, লণ্ঠনহাতে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কে, মাইক?'

'তোমার বাবা। গুলি লেগেছে।'

জ্যাকির দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেল কেইন। 'বেঁচে আছে?'

'আছে, তবে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না।'

মাটিতে নেমে পড়েছিল কেইন, জ্যাকুলিন কাছে আসতে দেখল মাথায় উলের স্কার্ফ জড়িয়েছে মেয়েটা, গায়ে ভারি পশমি কোট। জ্যাকি বলল, 'বার্নে ঘোড়াগুলোকে খাবার দিতে গিয়ে দেখলাম বাবার বে-টাও আছে। জানি না কতক্ষণ ধরে ও আছে ওখানে। বাবার খোঁজেই বেরোচ্ছিলাম এখন।'

হার্ভের অচেতন দেহ ঘাড়ে করে বাসায় বয়ে নিয়ে গেল কেইন। দরজা খুলে দিয়ে বাঁয়ের একটা শোবারঘর দেখাল জ্যাকি। 'ওখানে।' হার্ভেকে বিছানায় শুইয়ে দিল কেইন, জ্যাকি সামনের ঘর থেকে একটা ল্যাম্প এনে নড়বড়ে টেবিলের ওপর রাখল।

'ওঁর চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার ডাকা দরকার,' কেইন বলল।

'এখানে কোন ডাক্তার নেই,' জ্যাকুলিন জানাল। 'সবচেয়ে কাছে যে আছে সেও মন্টেরোসায় থাকে।'

হার্ভের কোট খুলে নিয়ে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করল কেইন। দেখল যতটা আন্দাজ করেছিল চোট তত মারাত্মক নয়, ডান পাশে বুকের ওপর দিকে লেগেছে, তবে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

'চুলো জ্বলছে?' কেইন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যা।'

'ঘরে লোহা থাকলে গরম দাও। ওকে চাঙা করে তুলতে হবে। গরম পানির ব্যবস্থা করো, আর সম্ভব হলে খানিকটা হুইস্কি নিয়ে এসো।'

'কেতলি চুলোর পাড়েই আছে। এখুনি গরম হয়ে যাবে।'

'পরিষ্কার ন্যাকড়াও লাগবে কিছু।'

মাথা ঝাঁকিয়ে, দ্রুতপায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাকুলিন।

যখন ফিরে এল, হার্ভের জামা খুলে ফেলেছে কেইন। 'বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট,' বলল ও। 'ছোট্ট একটা গর্ত। তবে ঠাণ্ডার ভেতর অনেকক্ষণ পড়েছিল এটাই যা ভয়ের কারণ।'

ক্ষতস্থান ধুয়ে তাতে অল্পটাক হুইস্কি ঢেলে দিল কেইন। জ্যাকি দাঁড়িয়ে রইল পাশে, হাতে ল্যাম্প। নিরুত্তাপ কণ্ঠে ও জিজ্ঞেস করল, 'বুলেট ঢুকেছে কোথা দিয়ে?'

'পেছন?'

'তোমার কাকে সন্দেহ হয়?'

সামান্য রক্তপাত হচ্ছিল তখনও। কেইন পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে হার্ভের শরীরের ওপর কম্বল টেনে দিল, মন জ্যাকুলিনের প্রশ্নের দিকে। শেষমেশ বলল, 'জানি না।'

টেবিলের ওপর আলোটা নামিয়ে রাখল জ্যাকি। 'আমাদের কি কিছুই করার নেই, মাইক? শুধু বসে থেকে ওঁর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব?'

'গরম রাখতে পারি ওঁকে। ব্যস। ওঁর বয়সটা যদি আরেকটু কম হত, ধকল

সামলে উঠতে পারতেন।'

'এবং যদি বেশি মদ না খেতেন।' দরজার দিকে ঘুরল জ্যাকি। 'যাই, আমি খাবারের জোগাড় করিগে।'

'লোহাগুলো গরম হলেই নিয়ে এসো,' হাঁক দিয়ে বলল কেইন।

বিছানার পাশে বসল ও, সামনের ঘরের ফায়ারপ্লেস থেকে আসা তাপে শরীর গরম করছে। একটু বাদে উঠে পায়চারি শুরু করল সে, দুই হাত ঘষছে পরস্পর। বুঝতে পারছে যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লেগে গেছে ওর।

কাগজে জড়িয়ে তিনটে লোহা নিয়ে ঘরে ঢুকল জ্যাকি। লোহাগুলো কম্বলের নীচে হার্ভের কাছাকাছি রেখে কেইন ওর নাড়ি দেখল। 'যদি জ্ঞান ফেরে, এক ঢোক হুইস্কি খেতে দিয়ো।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমার ঘোড়া বাঁধতে।'

'বাইরে বেশিক্ষণ থেক না।' বাবার মুখের দিকে তাকাল জ্যাকুলিন, কোন রঙ নেই, নীলচে শিরা-উপশিরাগুলো ফ্যাকাসে পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছে। 'আমার ভয় করছে, মাইক। ভীষণ ভয়।'

'মনে সাহস রাখ।'

কেইনের চোখে চোখ রাখাল জ্যাকি। 'আমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত ছিল। গত বছর বুচার যখন এই বাথানটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয় বাবা রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু আমি আর বব ওঁকে বুঝিয়ে ক্ষান্ত করি। এটাই আমাদের ঘর।'

'তাই ছেড়ে যেতে চাওনি।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'কিন্তু গেলেই বোধহয় ভাল করতাম।'

'আমার তা মনে হয় না। এরকম বহু দেখেছি আমি। একবার পিছু হটতে শুরু করলে, ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।'

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বাইরে গেল কেইন। অবিরাম তুষারবৃষ্টি হচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে শিগগিরই বরফের স্তূপ জমে যাবে। বাসায় ফিরে আগেই আবার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেইনের। টুপি আর বর্ষাতি খুলে ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়াল ও, আগুনে হাত সেঁকল। মাংস ভাজার গন্ধে ম-ম করছিল বাসা। ওই গন্ধে ওর খিদে চাগিয়ে উঠল আরও। অপেক্ষা করে করে প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে এই সময় জ্যাকি ডাকল, 'খানা তৈরি।'

হার্ভের ঘরে ঢুকে ওর বুকে হাত রাখল কেইন। বুড়োর শরীর গরম হয়েছে আগের চাইতে, নাড়ি জোরাল হয়েছে। কম্বলটা শরীরের ওপর টেনে দিয়ে এক মুহূর্ত ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনল কেইন, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হার্ভের। এর অর্থ, বুকে সর্দি বসে গেছে, এ-অবস্থায় বড়জোর দু-একদিন বাঁচবে। রান্নাঘরে গিয়ে জ্যাকুলিনের থমথমে চেহারা দেখেই কেইন বুঝতে পারল জ্যাকিকে দুঃসংবাদটা ওর না জানালেও চলবে।

খেতে বসার আগে গরম গরম দুকাপ কফিপান করল কেইন। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে জ্যাকুলিন বলল, 'তখন আমার রান্নার খুব বড়াই করেছিলাম। কিন্তু এর

চাইতে ভাল কিছু করা সম্ভব হলো না।'

'এত ভাল রান্না এর আগে আমি কখনও খাইনি,' এক টুকরো মাংস চিবুতে-চিবুতে বলল কেইন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আর লোহা আছে ঘরে?'

'আগুনে দিয়েছি। আমাদের খাওয়া শেষ হলেই নিয়ে যাব বাবার কাছে। আচ্ছা, মাইক, তোমার কী কোনই ধারণা নেই কীভাবে কী হয়েছে?'

'কী করে আন্দাজ করব বল? আমি ওঁকে তোমাদের বাসার কাছেই পেয়েছি। তবে মনে হয় আহত অবস্থায় এতদূর আসার পর আর থাকতে পারেননি স্যাডলে।'

'নিশ্চয় বুচারের কাজ। কিন্তু এমন করল কেন সে? ও ভাল করেই জানে বাবা ওর বিরুদ্ধে যাবেন না। কখনোই যাননি। আমাদের সামনে যতই হম্বিতম্বি করুন, বুচারের কাছে গেলেই একদম বরফ হয়ে গেছেন।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কেইন। স্টারলাইটের পেছনের কামরায় হার্ভে কীভাবে সমর্থন জুগিয়েছিল বুচারকে ওর তা মনে আছে। পাশাপাশি, আজ সকালে হার্ভের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে ওর সেগুলোও মনে আছে। সাহস জিনিসটা, ও জানে, ভারি অদ্ভুত। এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল টমাস হার্ভের, এবং সে-কথা সে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল বুচারকে। সেক্ষেত্রে বুচার অনুভব করেছে হার্ভে তার বিপদের কারণ হতে পারে, তাই সচেষ্ট হয়েছে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে।

যখন শেষ হলো ওদের খাওয়া, চুলো থেকে লোহাগুলো নামিয়ে কাগজে জড়িয়ে দিল জ্যাকি, কেইন সেগুলো ওর বাবার ঘরে নিয়ে গেল। ঠাণ্ডা লোহাগুলো সরিয়ে সে-জায়গায় গরমগুলো রাখল ও। হার্ভের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, বরং শ্বাসকষ্ট আরও বেড়েছে।

রান্নাঘরে ফিরে গেল ওরা, কেইন কোমর থেকে তার মানি বেল্টটা খুলল। ডেনভারে বব ওকে যে-টাকা দিয়েছিল সেগুলো বের করে টেবিলে রেখে বলল, 'তোমরা আমাকে নিয়োগ করেছিলে তোমাদের বাবাকে রক্ষা করতে। আমি পারিনি। যে-কাজ আমি করিনি সে-কাজের জন্য আমি টাকা নিই না।'

'নিজেকে দোষী কর না,' ভর্ৎসনা করল জ্যাকি। 'তুমি কীভাবে আগেভাগে জানবে বাইরে বাবা এভাবে গুলি খাবেন। ও টাকা তুমি রেখে দাও।'

'সম্ভব না,' কেইন নিজের সিদ্ধান্তে অটল। 'আমার নীতি অন্যরকম–কাজ কর পয়সা নাও।'

এক মুহূর্ত ওর দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে রইল জ্যাকি, জেদের ছাপ ফুটেছে চেহারায়, তারপর যেন হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল। 'দোষ যদি কারও হয় সেটা বব আর আমার। বাবা যখন বাড়ি বেচতে চাইছিলেন আমাদের আপত্তি করা উচিত হয়নি।'

উঠে নিজের কাপে কফি ঢেলে নিল কেইন, জিজ্ঞেস করল, 'ভাল জাতের ষাঁড় আনছ তোমরা, বুচার আপত্তি করেনি?'

টেবিলে এসে বসল জ্যাকি। ঠোঁটজোড়া কাঁপছে, তবে অতিকষ্টে কান্না সামলে রাখল। কেইন ওর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল, জ্যাকির মনের অবস্থা

উপলব্ধি করছে। সিগারেট বানাল ও, অনুভব করছে মেয়েটাকে এখন কথায় ভুলিয়ে রাখতে হবে, ওর দুঃখ এতে হালকা হয়ে যাবে অনেকটা।

'আনতে নিষেধ করেছে,' খানিক পর বলল জ্যাকি। 'বুচারের মতে ভালই চলছে আমাদের ব্যবসা, তা ছাড়া সে চায় না কম্বাইন ভেঙে যাক। প্যাডি রায়ান টাকা ধার দিয়েছে আমাদের। এই একটামাত্র ক্ষেত্রে দেখলাম ও বুচারের কাছে মাথা নোয়ায়নি। আমার ধারণা টাকার ব্যাপারটা বুচার জানেও না।'

'তার মানে তুমি আর বব ঠিক করেছ আলাদাভাবে তোমাদের ব্যবসা চালাবে, কম্বাইনের সাথে না?'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'বাবার অবস্থা দেখে আমাদেরই লজ্জা হয়। সেজন্যেই বাথান বেচতে দেইনি। আমরা তাঁকে বলেছি তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি চলে যেতে পারেন, কিন্তু আমরা এখানেই থাকছি। আমরা আমাদের গরু পুবে যে-পাহাড়টা আছে সেখানে চরাব। অ্যাঞ্জেল পীক আমাদের ব্যবহার না করলেও চলবে।'

'শীতে?'

'মোর‍্যানের সাথে রফা হয়েছে। শীতকালে নদীর ধারে ও আমাদের জায়গা দেবে।'

'বুচার জানে মোর‍্যানের সাথে তোমাদের রক্ষার কথা?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জ্যাকি। 'বব ডেনভারে কেন গেছে তাও জানে না ও। আমরা যখন গরু কেনার কথা বলেছি বুচার নিষেধ করেছে। ও ধরে নিয়েছে ওখানে চুকে গেছে মামলা।'

কফি শেষ করে খালি কাপটা নামিয়ে রাখল কেইন। 'আমাকে নিয়োগ করার সাথে তোমাদের এই ব্যবসা পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক আছে?'

কোলের ওপর ফেলে-রাখা নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল জ্যাকুলিন। 'আছে। আমাদের মনে হয়েছিল বুচার না মরলে এই মেসায় শান্তি ফিরে আসবে না। কিন্তু এখন নিজের ওপরেই ঘেন্না হচ্ছে আমার। নিজেদের স্বার্থের জন্য তোমাকে ব্যবহার করছি—অথচ আমরা নিজেরা সেই কাজ করতে ভয় পাই।' চোখ তুলল ও, দৃষ্টিতে জেদ। 'কিন্তু এ ছাড়া আর কী করতামই বা বল? বাবা যা করেছেন, আমরা সেভাবে মাথা নত করে চলতে পারব না।'

'ন্যায়বিচার,' মৃদু সুরে বলল কেইন। 'আজব একটা শব্দ।'

'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে হয় বলতে পার,' ক্রুদ্ধ সুরে বলল জ্যাকুলিন। 'তোমার হয়তো মনে হতে পারে, স্টেজে আমি যে-কথাগুলো বলেছিলাম আমার মনের কথা না সেগুলো—কিন্তু সেটা সত্যি না। স্বীকার করছি আমি আর বব স্বার্থপরের মত কাজ করেছি। কিন্তু মানুষ যা করতে চায় তা করার অধিকার তার থাকা উচিত, অথচ আমাদের তা নেই।'

'না, আমি বলছি না এটা তোমার মনের কথা নয়। তবে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রত্যেকেরই বোধহয় নিজস্ব কিছু ধারণা থাকে। আমার বিশ্বাস বুচারও এর ব্যতিক্রম না।'

'ব্যাপারটা আমি এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। বোধহয় তাই।'

আরেকটা সিগারেট বানাল কেইন। 'আমার বিশ্বাস আমাদেরকে এখন নতুন কায়দা ঠাউরাতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল জ্যাকুলিন, চেহারায় কষ্ট। 'বেশ, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, কালকের স্টেজে–'

'আমি যাচ্ছি না।' সিগারেট ধরাল কেইন। 'সাউথ পার্কের বাথানটার কথা তোমাকে বলেছি। এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের ব্যবসায় টাকা খাটাব–অবশ্যই তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। 'এই-জীবন আর ভাল্লাগছে না আমার। তাই ঠিক করেছি পিস্তল যদি ধরতেই হয়, নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই ধরব–কারও হুকুমে না।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল জ্যাকি। 'তার মানে তুমি পিস্তল ধরার বিনিময়ে বো অ্যান্ড অ্যারোর অর্ধেক শেয়ার কিনতে চাইছ?'

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ওর পানে তাকাল কেইন, সহসা নিজেকে যেন ওর দারুণ স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছে। একটু বাদে কেইন বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার ওপর।'

'না, না। আমি শুধু জানতে চাইছি।'

'পিস্তল ছাড়াও দেয়ার মত আরও কিছু আছে আমার,' বলল কেইন। 'টাকাই দুনিয়াতে সব। ষাঁড় কেনার জন্য রায়ানের কাছ থেকে ধার করতে হয়েছে তোমাদের। নিজেদের সামান্য যা কিছু ছিল সেটা শেষ করেছ আমাকে নিয়োগ করতে গিয়ে। ঠিক?'

'ঠিক।'

'এখন বুচার যদি নরম না হয়, রায়ান আর সাহায্য করবে না তোমাদের। তখন কী হবে?'

'একদম শেষ হয়ে যাব আমরা,' জ্যাকুলিন বলল কান্না-ভেজা গলায়।

'বেশ। আমার কাছে হাজার দশেক ডলার আছে। সেটা আমি তোমাদের ব্যবসায় খাটাব। বুচার আর তোমাদের রেঞ্জের সীমানায় বেড়া দেব আমরা। তারপর আরও কিছু গরুবাছুর কিনব, সাহসী লোক ঠিক করব। তারপর দেখি বুচার কী করে? আমরা ওর শেষ দেখে ছাড়ব, জ্যাকি, মরণকামড় দেব।'

এবার সত্যি-সত্যি কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা। কেইন উঠে, টেবিলের কোনা ঘুরে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যাকির কাঁধে হাত রেখে ও মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কেঁদ না, আমি শুধু ভাল হবার একটা সুযোগ চাইছি।'

কেঁপে উঠল জ্যাকুলিন, কাঁধ ঝুলে পড়েছে, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ও চোখ মুছল। 'আমি কেন কাঁদছি তুমি বুঝতে পারছ না, মাইক। এতদিন ধরে ঠিক এ-জিনিসটারই স্বপ্ন দেখছিলাম আমরা–আমি আর বব। বুচারকে মোকাবেলা করার মত যথেষ্ট টাকা আর একজন সাহসী পার্টনার। বলতে লজ্জা নেই, ওকে ভয় পাই আমরা।'

'লজ্জার কী আছে? এক-আধটু ভয় সবারই আছে। আমারও।'

পলক তুলল জ্যাকুলিন, বিস্মিত হয়েছে। 'না, তোমার নেই।'

মুখে অনাবিল হাসি ছড়াল কেইন। 'আছে, তবে বুচার সেটা জানে না।

এখানেই তো কারসাজি। কখনও প্রতিপক্ষকে তোমার মনের অবস্থা জানতে দেবে না।' নিজের চেয়ারে ফিরে গেল কেইন, ওর ভীষণ ইচ্ছে জ্যাকিকে জানায় ওকে সে ভালবাসে। তারপর ভাবল এখনও কথাটা বলার সময় আসেনি। কেইন জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে আমাদের ও-কথাই রইল?'

'নিশ্চয়,' জ্যাকি বলল। 'বাবার যা-ই ঘটুক, এর নড়চড় হবে না।'

'বব অমত করবে না?'

'ওকে আমি জানি, মাইক। আমাদের দুজনের চিন্তাভাবনায় মিল আছে। যমজরা বোধহয় এরকমই হয়।'

সিগারেটের মশলার দিকে হাত বাড়াল কেইন, প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে মন। জীবনে এই প্রথম এত সুখ অনুভব করছে সে। এবার সে নিজের জন্য লড়াই করবে। আড়চোখে জ্যাকুলিনকে দেখল ও, বুঝতে চেষ্টা করল মেয়েটা আসলেই ওর মনোভাব আঁচ করতে পেরেছে কিনা।

'প্যাডি রায়ানের সাথে কথা বলে শাইয়েন থেকে আমরা টাকাগুলো আনিয়ে নেব,' কেইন বলল। 'তারপর দেখাব বুচারকে কত ধানে কত চাল।'

বারো

লোহাগুলো আবার বদলে দিয়ে হার্ভের বিছানার পাশে বসে রইল কেইন, জ্যাকি থালাবাসন সাফ করতে গেল। যখন সারা হলো কাজ, শোবার ঘরে এসে ও জিজ্ঞেস করল, 'কোন উন্নতি?'

'না।'

'বাবা বাঁচবেন না, তাই না?' যখন কেইন কোন জবাব দিল না, ও বলল, 'আমি জানি। তোমাকে বলতে হবে না।' তারপর একটু থেমে ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে যোগ করল, 'শুধু দুঃখ রয়ে গেল, জানতে পারলাম না কীভাবে ঘটেছে ব্যাপারটা।'

'দোয়া কর, উনি যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমাদের সেটা জানাতে পারেন। তুমি বরং ঘুমোতে যাও। আমি থাকছি ওঁর কাছে।'

প্রবলভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জ্যাকুলিন। 'আমার ঘুম আসবে না। আমি–'

সামনের দরজা খুলে একজন লোক ডাকল, 'জ্যাকি।'

'ওই বব এল,' ডুকরে উঠল জ্যাকি, একছুটে বেরিয়ে গেল শোয়ার ঘর থেকে।

কেইন পিছু নিল। জ্যাকুলিনকে তখন জড়িয়ে ধরেছিল ওর ভাই, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলছিল, 'গরু কিনেছি। সামনের সপ্তাহেই এসে পড়বে কোল্যাটাসে। ওদের দেখলে তুই পাগল হয়ে যাবি, জ্যাকি। ইয়া শরীর–' কেইনের ওপর চোখ পড়তেই থতমত খেল রবার্ট হার্ভে, চেহারায় নিখাদ বিস্ময়। 'হাউডি, কেইন,'

বলল ও। 'তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।'

'ভালই হলো তুমি ফিরে এসেছ,' কেইন বলল।

ববের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল জ্যাকুলিন, আড়চোখে তাকাল কেইনের দিকে, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। বব তার কোটখানা খুলে ভাল করে ঝেড়ে নামিয়ে রাখল একটা চেয়ারের ওপর, তারপর ওর টুপিটা খুলল। কোথাও একটা কিছু গোলমাল আছে আঁচ করে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'বাবার গুলি লেগেছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে শোবার ঘরটা দেখাল জ্যাকুলিন। 'ওখানে আছেন, জ্ঞান নেই। উনি বাঁচবেন না, বব। আমি জানি।'

ত্রস্তপায়ে লিভিং-রুম থেকে বেরিয়ে গেল বব, পেছনে জ্যাকি। এক মুহূর্ত পর ফিরে এল ওরা, পিতার মুমূর্ষু অবস্থা দেখে ববের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে হলো?'

'জানি না,' কেইন বলল। 'রাস্তার পাশে ওঁকে পড়ে পেয়েছি আমি। দূরে কোথাও গিয়ে চোট পেয়েছেন, এখানে না। ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন বাইরে।'

'কোথায় লেগেছে?'

'বুকে। পেছন থেকে।'

একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল বব, চোখ জ্যাকুলিনের দিকে ঘুরে গেছে। এ-মুহূর্তে ওকে ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে, যেন একজন কিশোর সাহায্য আর শক্তির আশায় চেয়ে আছে বড় বোনের মুখ পানে। নিরুত্তাপ গলায় বব বলল, 'এখন কী করব আমরা?'

'আপাতত কিছু না,' জ্যাকুলিন জবাব দিল। 'এখন আমাদেরকে বসে থাকতে হবে বাবার পাশে, যদি জ্ঞান ফিরে পেয়ে কিছু বলেন।'

'জীবনে কারও কোন ক্ষতি করেননি বাবা,' রবার্ট বলল, গলা কাঁপছে। উনি স্রেফ—'

কথাটা শেষ করতে পারল না বব, তবে কেইন অনুভব করল ও কী বলতে চাইছিল। টমাস হার্ভের মত একজন অপদার্থ লোককে হত্যা করার পেছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। সংসারে কারোরই, এমনকী তার সন্তানদেরও, সত্যিকারের শ্রদ্ধাবোধ ছিল না বাবার ওপর। হার্ভে জানত সেকথা। কেইন অনুমান করল জ্যাকি বা বব কেউই সম্ভবত জানে না বুচারের কাছে কেন নতিস্বীকার করছে তাদের বাবা।

'অপেক্ষা ছাড়া এ-মুহূর্তে আমাদের আর কিছু করার নেই,' কেইন নিজের অভিমত প্রকাশ করল। 'যদি ওঁর জ্ঞান ফেরে, আমরা জানতে পারব কে এর জন্য দায়ী।'

'গুলি পেছন থেকে লাগছে উনি জানবেন—' জ্যাকুলিন শুরু করেছিল।

'আমি জানি,' ওকে বাধা দিয়ে বলল কেইন। 'তবে উনি দিনের বেশির ভাগ সময় বাইরে ছিলেন। আমরা যদি জানতে পারি কোথায় গিয়েছিলেন, কী কী করেছেন, তা হলে বাকিটা অনুমান করে নেয়া শক্ত হবে না।' একটু ইতস্তত করল ও, জ্যাকি আর ববের মনে আঘাত দিতে চায় না বলে চিন্তাভাবনা করে

শব্দ বাছাই করছে, অনুভব করছে আজ সকালে হার্ভে তাকে যেসব-কথা বলেছে সেসব ওদেরকে জানানো উচিত হবে না। আবার খেই ধরল কেইন। 'এই পেশায় একটা শিক্ষা হয়েছে আমার। মানুষ অনেক সময় নিজের জীবনের ওপর এত হাঁফিয়ে ওঠে যে উদ্ভট সব কাণ্ড করে বসে। এমন কিছু যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'তার মানে?' জানতে চাইল বব।

'তোমাদের ব্যবসার কথা জ্যাকি আমাকে বলেছে। বুচার অমত করেছে এতে তাও জানিয়েছে ও। নিজের স্বার্থহাসিলের জন্য বুচার যদ্দিন কম্বাইনকে তার হাতিয়ার মনে করছে, ততদিন সে যেভাবে পারে তোমাদের ইচ্ছায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। তোমাদের বাবা জানতেন একথা। হয়তো আরও বহুকিছুই জানতেন উনি যা তোমরা ভাবতেও পারনি কোনদিন। আমার ধারণা উনি বুচারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে গিয়েছিলেন।'

'অসম্ভব,' তিক্ত সুরে বলল রবার্ট। 'বাবার দ্বারা এতবড় কাজ হতেই পারে না। ওঁকে আমি বিশ বছর ধরে দেখে আসছি। ওঁর সে-সাহস নেই।' কেইনের চোখে চোখ রাখল বব। 'আমি জানি, বুচার বললে উনি নাকে খত দিতে পর্যন্ত রাজি হতেন।'

'তোর ধারণা ঠিক নাও হতে পারে।' ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল জ্যাকুলিন। 'বাবা আমাদের ভালবাসতেন। হয়তো এসব আর সহ্য হচ্ছিল না ওঁর। আ...আমার মনে হয় কেইনের ধারণাই ঠিক।'

দুহাতের মুঠি পাকাল বব। 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধছে। বাবা মারা গেলে একটুও দুঃখ পাব না আমি। ওঁকে নিয়ে আমাদের গর্ববোধ করার কিছু নেই। বাড়ি ফেরার সময়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, গরু কেনার জন্য বাবা চোটপাট করবেন আমার ওপর, বলবেন বুচার সহ্য করবে না এটা, ওর সাথে ঝামেলা করে আমরা সুবিধে করতে পারব না।'

'আমার বিশ্বাস তুমি ভুল বুঝেছ,' কেইন বলল। 'হয়তো উনি তোমাদের জন্য সত্যিই গর্ববোধ করতেন কিন্তু পাশাপাশি জানতেন বুচার তোমাদের কী ক্ষতি করতে পারে। তাই হয়তো সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে দূরে রাখতে চাইছিলেন তোমাদের।'

'গর্ব!' ক্ষিপ্ত সুরে চেঁচিয়ে উঠল বব। 'হাহ্, আমার ধারণা এর অর্থ কী তাই উনি জানেন না।'

'চুপ কর, বব।' ভাইয়ের হাত চেপে ধরল জ্যাকুলিন। 'একটা কথা ভুলে যাবি না, যত দোষই থাকুক—উনি আমাদের জন্মদাতা।'

উঠে, ফায়ারপ্লেসের ধারে গেল রবার্ট। 'শহরে রায়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও বলল স্লেডের সাথে একটা রফা হয়েছে তোমার। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর সব সমস্যার সমাধান করে দেবে তুমি। তোমার সেই সময় শেষ হতে কিন্তু আর খুব বেশি বাকি নেই, কেইন।'

'এরকম একটা রফায় আসা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না,' কেইন বলল। 'এখানকার অনেক কথাই তুমি ডেনভারে বলনি আমাকে। হয়তো তুমি

জানতে না, কিন্তু এখন সেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।'

'স্লেডের কাছে আমাদের কোন দায় নেই,' স্বার্থপরের মত বলল বব। 'ওকে তুমি লড়তে দিলে না কেন?'

'দায় নেই ঠিক,' স্বীকার করল কেইন, 'কিন্তু একবার গোলাগুলি শুরু হলে তাতে কে মরবে আর কে বাঁচবে একথা বলা যায় না আগাম। তোমার বাবাকে আমি বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারিনি সত্যি—কিন্তু জ্যাকি আর তোমাকে কোন ঝামেলায় পড়তে দেব না।' একগাল হাসল ও। 'বুচারকে আমি কথা দিয়েছি, এই রেঞ্জের সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে ফেলব। তবে ওকেই যে তাড়াতে চাইছি এটা বলিনি। ও যদি তোমার বাবাকে গুলি করে থাকে—এর শাস্তি ওকে পেতে হবে।'

'ওটা আমার দায়িত্ব,' একগুঁয়ে সুরে বলল বব। 'উনি আমার বাবা।'

'না, দায়িত্বটা আমার,' শান্ত কণ্ঠে যুক্তি দেখাল কেইন। 'খেলা আমি শুরু করেছি, কীভাবে শেষ করতে হবে একমাত্র আমিই জানি। তোমার সাহায্য আমার লাগবে, তবে এখুনি না। আপাতত তুমি চুপচাপ থাক।'

'ঠিক,' সমর্থন করল জ্যাকুলিন। 'এ-কাজের জন্যই ওকে আমাদের নিয়োগ করা।'

চুপ করে রইল রবার্ট। ফায়ারপ্লেসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কপালে চিন্তার ভাঁজ। একটুক্ষণ পর দায়সারা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, কেইন। তোমার কথাই থাকল।'

কেইন ওর টুপি তুলে নিল। 'আশা করি তোমরা দুজনেই সামলাতে পারবে এদিকটা। আমি শহরে যাচ্ছি।'

'এরকম ঝোড়ো রাতে!' আপত্তি করল রবার্ট।

'উপায় নেই। তবে একটা কোট পেলে ভাল হত।'

'বাবারটা এনে দিচ্ছি,' বলে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে গেল জ্যাকুলিন।

'তুষারপাত হচ্ছে এখনও?' কেইন জানতে চাইল।

মাথা নাড়াল বব। 'তবে ভয়ানক ঠাণ্ডা।'

জ্যাকুলিন ওর বাবার কোটহাতে ফিরে এল। কেইনের জন্য ঢোলাই হলো ওটা, তবে কাজ চলবে। কোটের বোতাম লাগিয়ে হ্যাট চাপাল ও, তারপর নিজের বর্ষাতিটা তুলে নিল।

'এক্ষুণি কোনরকম গোলমালের আশঙ্কা করছি না,' কেইন বলল, 'তবে বুচারের মতলব বোঝা কঠিন। তোমরা দরজা আটকে অস্ত্রপাতি হাতের কাছেই রেখ।'

'এতটা সাহস ওর হবে না,' রবার্ট বলল। 'শেরিফ সহ্য করবে না এসব। বুচারকে ও ভয় পায় না।'

'তা হয়তো পায় না, তবে শেরিফ এখন শহরে নেই। তা ছাড়া বুচার সব দোষ স্লেডের ঘাড়ে চাপাতে পারবে।' লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে শিখা বাড়িয়ে দিল কেইন। 'তোমরা একটু সাবধানে থেক।'

জ্যাকি ওর কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিল। 'তুমিও সাবধানে থেক,

মাইক।'

'থাকব।' জ্যাকুলিনের চোখে স্পষ্ট উদ্বেগ দেখতে পেল কেইন। 'যাইহোক, একটা জিনিস এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার—বারুদের সলতেয় কে আগুন দিয়েছে।'

'কে?'

'রাফেলা। আর এখানেই হয়েছে আরেক বিপদ। মহিলাদের সাথে কীভাবে লড়তে হয় আমি জানি না।' বিদায় জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কেইন।

পশ্চিমে ছুটে চলল ও। আকাশ এখন পরিষ্কার, জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারা। ঘাড়ের ওপর কোটের কলার তুলে দিয়েছে কেইন, তবু মাইলখানেক যেতে-না-যেতেই ওর হাত-পা হিম হয়ে এল। পাহাড় থেকে নেমে-আসা হাওয়া যেন ছুরি চালাচ্ছে ওর হাড়ে। এখানকার আবহাওয়া সচরাচর কেমন থাকে কেইন জানে না, তবে ওর মনে হলো এবার শীত যেন আগেভাগে এসে পড়েছে।

এখনও যেসব গরুবাছুর পার্বত্য এলাকায় রয়ে গেছে সেগুলোর অবস্থা ভাবল ও। বড়রকমের লোকসান সামলাতে পারবে না বো অ্যান্ড অ্যারো। এখন যেহেতু ওদের ব্যবসায়ে নিজের টাকা খাটাচ্ছে সে, এই লোকসানের আঁচ তার গায়েও লাগবে। সি.সি. রেঞ্জ যখন দৃষ্টিসীমার ভেতর এল কেবলমাত্র তখনই কেইনের মনে পড়ল বো অ্যান্ড অ্যারোতে ওর টাকা লগ্নি করার কথা রবার্টকে জানাতে সে ভুলে গেছে। তারপর ভাবল একপক্ষে ভালই হয়েছে না বলে। ব্যবসার ভালমন্দ চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা এখন ছোকরার নেই।

কেইন যখন রাস্তা ছেড়ে বাথানের পথ ধরল তখন বুচারের বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউস আলোয় ঝলমল করছে। এদিকে তুষারপাত বড় একটা হয়নি, বাতাসও এ-মুহূর্তে পড়ে এসেছে। হিচ রেইলে অন্য একটা ঘোড়ার পাশে নিজেরটা বেঁধে রেখে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল কেইন, ভাবছে কে থাকতে পারে ভেতরে। সম্ভবত গ্যারিটি, কেইন সম্পর্কে ওর ধারণা জানাতে এসেছে বুচারকে। এতে পরিস্থিতির তেমন একটা ইতরভেদ হবে না, যদি আগেই টমাস হার্ভে সব কথা ফাঁস করে দিয়ে থাকে। ঘণ্টার দড়ি টানল কেইন, স্পষ্ট শুনতে পেল অন্দরমহলে কোথাও ঢং করে বেজে উঠল একটা জলদগম্ভীর ধাতব আওয়াজ। এরপর কোটের বোতাম খুলল ও, খাপের ভেতর ঢিলে করে রাখল পিস্তলটা। বিপদের আশঙ্কা করছে না সে, তবে গ্যারিটি এখানে থাকলে পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়াবে কিছুই বলা যায় না।

মোটাসোটা এক মেক্সিক্যান মহিলা দরজা খুলে তাকাল ওর দিকে, গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগতে আপনা থেকে কেঁপে উঠল সে। কেইন জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার বুচার আছেন?'

'সি, সিনর। তবে উনি এখন ব্যস্ত—'

'আমার সাথে ঠিকই দেখা করবেন।' কাঁধের ধাক্কায় কপাট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল কেইন, ক্রুদ্ধ রমণীর দিকে তাকিয়ে হাসল একগাল। 'বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। এ-অবস্থায় এখানে থাকা ঠিক না।'

'কে এল, মারিয়া?'

ওপরে তাকাল কেইন। কামরার শেষপ্রান্তে যে-সিঁড়ি, তার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা। ঘরের মাঝখানে ভারি একটা ওক টেবিলের ওপর বড় লাম্প জ্বলছে, কিন্তু তার আলো সিঁড়ির মাথা অবধি পৌঁছাচ্ছে না। ফলে কেইন যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে রাফেলার মুখ পরিষ্কার দেখতে পেল না ও।

'আমি কেইন, মিসেস বুচার,' বলল ও। 'তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল রাফেলা, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, মারিয়া। আমি কথা বলছি ওর সাথে।'

'কিন্তু সিনর বুচার যে বললেন–'

'আহ্,' ঝামটা মারল রাফেলা। 'তুই রান্নাঘরে গিয়ে তোর কাজ করগে।'

খানিক দোনোমনো করল ঝি, বুঝতে পারছে না এখন তার কী করা, তারপর দুপ্‌দুপ্‌ করে পা ফেলে চলে গেল ঘর ছেড়ে। যখন বন্ধ হয়ে গেল রান্নাঘরের দরজা, সিঁড়ির গোড়া থেকে নিচু স্বরে রাফেলা জিজ্ঞেস্ করল, 'তুমি কেন এসেছ, কেইন?'

ওর কাছে গেল কেইন, লক্ষ করল মহিলা রাইডিং-স্কার্ট আর চামড়ার জ্যাকেট পরে আছে, কোট আর মাথার স্কার্ফটা পড়ে আছে ফায়ারপ্লেসের পাশে বিরাট একটা কাউচের ওপর। কেইনের সন্দেহ হলো এখানে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল এখন, সে নিতান্ত অসময়ে এসে পড়েছে। তার পর ভাবল এটা তার অমূলক আশঙ্কাও হতে পারে, স্নায়ুর চাপে ভুগছে বলে সবকিছুতেই সাপ দেখছে।

'বুচারের সঙ্গে দেখা করতে।'

'তুমি ওর পক্ষে কাজ করছ না,' রাফেলা বলল, 'তা হলে দেখা করবে কেন?'

দ্বিধায় পড়ল কেইন, ভাবছে মহিলা ডগড্যাঙ্গে ওর আসার কারণ জানল কীভাবে। শহরে যে-রাফেলা বুচারের সাথে ওর আলাপ হয়েছিল তার সাথে এই মহিলার যেন কোন মিল নেই। তখন ওর মনে আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখেছিল সে, কিন্তু এখন দেখছে সংশয়কে। যেন একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে রাফেলা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কাজটা আদৌ করা উচিত হবে কি-না।

'তুমি কীভাবে জানলে আমি বুচারের লোক না?' কেইন প্রশ্ন করল।

ওর প্রশ্নকে উপেক্ষা করল রাফেলা। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'শোন, কেইন। আমার হাতে সময় নেই। এখানে আসার পর থেকেই ঝামেলা পাকাচ্ছ তুমি। তোমাকে বললাম চলে যেতে, কিন্তু তুমি তা শুনলে না। এখনও সময় আছে, তুমি চলে যাও–হার্ভেরা যা দিয়েছে তার দ্বিগুণ টাকা তোমাকে দেব আমি।'

'গ্যারিটি বলেছে আমি হার্ভেদের হয়ে কাজ করছি।'

'ও অনুমান করেছে। আর আজ সকালে টমাস হার্ভেও তা-ই বলেছে বিলকে।' ঘরের ওপাশের দীর্ঘ করিডরের দিকে ঝট করে একবার তাকাল

রাফেলা, তারপর ওর চোখ আবার ফিরে এল কেইনের ওপর। 'আমি আগেই বলেছিলাম তোমাকে, দরকার হলে বিল তার বন্ধুদের পিঠে ছুরি মারতে কসুর করবে না–টমাস হার্ভেকে ইতিমধ্যেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল কেইন। 'জানি। ওকে আমি ট্রেইলের ওপর পড়ে পেয়েছি।'

'মারা গেছে?'

'একরকম তাই। কে গুলি করেছে?'

'টড জার্ভিস।'

'তুমি নিজে চোখে দেখেছ?'

'না, তবে এধরনের কাজগুলো সাধারণত টডই করে থাকে। তা ছাড়া মারিয়ার কাছে শুনেছি। টমাসের সাথে সকালে দারুণ ঝগড়া হয়েছে বিলের। টমাস বলতে এসেছিল তার ছেলেমেয়ের ব্যবসায় বাধা দিলে বুচারকে সে খুন করবে। ওই সময়েই টড ছিল এখানে। টমাস চলে গেলে ও তার পিছু নেয়। এবং এর পরপরই গুলির আওয়াজ শুনতে পায় মারিয়া। এবার তোমার পালা আসছে, কেইন–যদি তুমি এখনই না পালাও।'

তেরো

স্থির দাঁড়িয়ে থাকে কেইন, মহিলার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে এইমাত্র শোনা কথাগুলো বিচার করছে। অবশেষে ও বলল, 'তবু আমি দেখা করব বুচারের সঙ্গে। কোথায় সে?'

উন্মাদিনীর মত ওর হাত খামচে ধরল রাফেলা। 'আমার কথা শোন, মাইক। প্লিজ। এখানে থাকলে নির্ঘাত অপঘাতে মরবে তুমি। তার চেয়ে আমি যা দিতে চাইছি সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছি না কেন?'

'কত দেবে?'

'কত চাও তুমি?'

মৃদু হাসল কেইন। 'আমার চাহিদা মেটাবার শক্তি তোমার নেই। নাকি বিল মদত দিচ্ছে তোমাকে?'

'উফ্। না, না। ও কিছুই জানে না এ-ব্যাপারে।'

'তা হলে তুমি টাকা পাচ্ছ কীভাবে?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা না। তুমি কত চাও সেইটে কেবল বল।'

'শোন। ডগড্যান্সে যত টাকা আছে তার সব দিলেও আমি যাব না। আমি যে-কাজে এসেছি সেটা শেষ করে তবেই যাব। এবং যাবার আগে শায়েস্তা করব বিল বুচারকে।'

'এক্ষুণি করতে পার না?'

চমকে উঠে রাফেলার দিকে তাকাল কেইন। 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তোমার মতলবটা কী বল তো?'

'বলা সম্ভব না।' দুহাতে মুখ ঢাকল মহিলা, ঈষৎ টলছে, মুহূর্তের জন্য কেইনের মনে হলো রাফেলা বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে, কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, 'আমি আর সইতে পারছি না এসব। পালাতে চাই এখান থেকে। তুমি আমাকে করবে সাহায্য?'

মাথা নাড়াল কেইন। 'এটা তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমি এর মধ্যে জড়াব না।'

'আমার কী সন্দেহ জান?' অস্ফুট স্বরে বলল রাফেলা, 'তুমি জ্যাকুলিনের প্রেমে পড়েছ।'

ভেতরে-ভেতরে চমকে উঠল কেইন, জানে এই মহিলাকে ওর মনের কথা খুলে বলা ঠিক হবে না। পাশাপাশি এও বুঝতে পারছে, রাফেলা যা কিছুই করুক তার প্রভাব কমবেশি ওদের সবার ওপরেই পড়বে। শেষমেশ স্বীকার করল ও। 'ঠিক।'

'তা হলে বুঝতেই পারছ, আমাদের উভয়ের সমস্যাই এক। বিল বেঁচে থাকলে আমি সুখ পাচ্ছি না—আর তুমি জ্যাকিকে। আমরা দুজন কী একসাথে কাজ করতে পারি না?'

'না,' রুক্ষ সুরে বলল কেইন। 'এবার দয়া করে তুমি বলবে, বুচার কোথায়?'

দোনোমনো করছিল রাফেলা, রাগে-দুঃখে জ্বলছিল ওর শরীর, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারার আগেই করিডরে পায়ের আওয়াজ পেল কেইন। পাঁই করে ঘুরল ও। দেখল, করিডরের মুখে ম্যাক গ্যারিটি দাঁড়িয়ে, ঠোঁটের কোণে ওর সেই মার্কামারা মেকি হাসি।

'আচ্ছা, তুমি তা হলে এসেই পড়েছ, কেইন,' গ্যারিটি বলল যাত্রার ঢঙে। 'তোমার অপেক্ষাই করছিলাম আমি।'

'আমি এসেছি বুচারের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু ওর স্ত্রী আমাকে বলছে না কোথায় আছে সে।'

রাফেলার ওপর স্থির হলো গ্যারিটির কালো চোখজোড়া। 'কেন?'

'ওর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম আমি,' ব্যাজার মুখে জবাব দিল রাফেলা।

'তুমি খুব বেশি কথা বল। শহরেও বলেছি, এখন আবার বলছি। তোমার যদি মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকত তা হলে বুঝতে কেইনকে তুমি তোমার স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না।'

'আমার সাহায্য দরকার,' উন্মত্ত কণ্ঠে বলল রাফেলা। 'তুমি আমার ভাই, অথচ—'

আচমকা চুপ করে গেল ও, এক হাত মুখ চেপে ধরেছে, চেহারায় ভয়ের ছাপ, পালা করে কেইন আর গ্যারিটিকে দেখছে। তা হলে এই ব্যাপার, ভাবল কেইন, ওরা আসলে ভাই-বোন, কিন্তু সেটা কারোকে জানাতে চায় না।

'কথাটা শেষ পর্যন্ত তুমি ফাঁস করেই দিলে,' হিসহিস করে উঠল গ্যারিটি। 'যাকগে, এতে অবশ্যি খুব একটা ক্ষতি হবে না এখন। আমার বিশ্বাস কেইনের আয়ু আর বেশি নেই, কাজেই ও কারোকে জানাতে পারবে না।'

'বুচার জানে?' কেইন প্রশ্ন করল।

'আলবত।' শ্রাগ করল গ্যারিটি। 'তবে আমরা কারোকে বলি না। কারণ, বোঝই তো, বিল নামজাদা ব্যবসায়ী, আর আমি সামান্য এক জুয়াড়ি। আমাদের ভেতর আত্মীয়তা আছে জানাজানি হলে বিলের সম্মানের হানি হবে।' হঠাৎ বোনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল গ্যারিটি, যেন ভাবছে ও রাইডিং-স্কার্ট আর লেদার জ্যাকেট পরে আছে কেন। 'কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'কীভাবে যাব?' খেঁকিয়ে উঠল রাফেলা। 'দেখতে পাচ্ছ না, আবহাওয়ার ছিরি!'

রাফেলার দিকে এক কদম এগোল গ্যারিটি, চেহারায় বিরক্তির ছাপ। 'তাই। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার আবার ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।' ঘাড় চুলকাল ও, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। 'দেখ, রাফেলা, তুমি বুদ্ধিমতী মহিলা। ভাল করেই জান বুচার আমাদের জন্য সোনার হাঁস। আশা করি এমন কিছু করবে না যাতে আমাদের দুজনেরই ক্ষতি হয়।'

'কথাটা তুমি এত বেশি মনে করিয়ে দাও যে আমি ভোলার সুযোগই পাই না।'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল গ্যারিটি, এখনও দ্বিধায় ভুগছে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে কেইনকে ইশারা করে ঘুরল করিডরের দিকে। 'এসো, আমার সঙ্গে। বিল ভেতরে আছে।' কেইন পিছু নিল, ভাবছে গ্যারিটি ওর বোনের কেটে আর স্কার্ফটা দেখতে পেয়েছে কিনা।

বুচারের অফিস-ঘরের দরজা খোলাই ছিল। গ্যারিটি ভেতরে ঢুকে বলল, 'কেইন তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে, বিল।'

দোরগোড়ায় থামল কেইন, মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছে বুচার, সামনে একতাড়া কাগজপত্র। পুরু চশমার ভেতর দিয়ে কেইনের দিকে তাকাল ও, ভ্রূকুটি করে আছে, যেন ভাবছে কোন মতলবে কেইন এসেছে ওর বাসায়। তারপর বলল, 'এসো, কেইন, ভেতরে এসে বস।'

'ধন্যবাদ। আমি দাঁড়িয়েই থাকব।'

দরজা টপকে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল কেইন, ভাবছে সি.সি. র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান টড জার্ভিস কাউ ক্যাম্পে ফিরে গেছে না আছে। ঘরের চারপাশে নজর বোলাল ও, বুচারের চরিত্রের আরেকটি অভিনব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করল।

র‍্যাঞ্চারদের অফিস-কামরা সাধারণত অগোছাল হয়ে থাকে, কিন্তু এটা তার সম্পূর্ণ উল্টো। গুটিকতক চেয়ার রয়েছে, একদিকের দেয়ালে বুক শেলফ, বুচারের ঠিক পেছনে ডগড্যান্সের মানচিত্র। ডেস্কটা ঝকঝকে, একটা দাগ পর্যন্ত নেই। ঘরের মেঝে আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। কেইন অনুমান করল বুচার তার প্রচুর সময় ব্যয় করে এই ঘরে বসে।

চেয়ারের পিঠে হেলান দিল বুচার, হাসি-হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করল,

'কেমন বুঝছ, কেইন?'

'চমৎকার অফিস,' কেইন জবাব দিল।

'আমার বিশ্বাস এরকম সাজানো-গোছানো অফিস তুমি আর দ্বিতীয়টি দেখনি।' ড্রয়ার খুলে একটা সিগার বের করল বুচার। 'আমার মত এত সফল মানুষও দেখনি।' ড্রয়ার বন্ধ করে কপট বিনয়ের সুরে প্রশ্ন করল, 'সিগার খাবে, কেইন?'

'না, ধন্যবাদ।'

সিগারেটের মশলাপাতি বের করার জন্য পকেটে হাত ঢোকাল কেইন, অনুভব করছে গ্যারিটির চোখ দুটো সেঁটে আছে ওর ওপর। ওর সাথে মশকরা করছে ওরা, কৌশলে জানতে চাইছে ও কী চায় এবং কতটা জানে। বুচারের কোলের ওপর পিস্তল আছে একটা এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর। কেইন এতটুকু বেচাল হলেই বুচার এবং গ্যারিটি উভয়েই পিস্তল ধরবে ওর বিরুদ্ধে। আবারও টড জার্ভিসের কথা মনে পড়ল ওর, আন্দাজ করল লোকটা হয়তো কাছেপিঠেই কোথাও ওত পেতে আছে।

'গিয়েছিলে স্লেডের কাছে?' বুচার জানতে চাইল।

'তুমি ভাল করেই জান গিয়েছিলাম। গ্যারিটি তোমাকে বলেছে।'

বুচার শ্রাগ করল। 'কী জানি, ভুলে গেছি হয়তো। যাকগে, তুমি কী বুঝলে তাই বল?'

'অনেক কিছু। তবে সবার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে। মেসার পশ্চিম সীমায় এত ভাল ঘাস নেই যার দখল নিয়ে দাঙ্গা করা যায়। সেক্ষেত্রে হোমস্টেডারদের তুমি তাড়াতে চাইছ কেন?'

'ছোটলোকদের আমার একটুও পছন্দ না,' বুচার বলল। 'ওরা সবসময় বড় আউটফিটগুলোর গরু চুরি করে।'

'উঁহুঁ, আরও কিছু আছে,' কেইন বলল। 'স্লেডকে আমার গরু-চোর বলে মনে হয়নি।'

কেইনকে একটুক্ষণ মাপল বুচার। তারপর বলল, 'আরও অনেক কারণ আছে। এই অঞ্চলে আমিই আইনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছি। গ্যারিটির ভাষায় বলতে গেলে এই শহরটা আমারই। আমার ইচ্ছেই এখানে আইন। যারা আমার হুকুম মেনে চলবে তারা থাকতে পারবে। স্লেড বেয়াড়া লোক–সুতরাং চলে যেতে হবে তাকে।'

'বুঝলাম,' কেইন বলল। 'তোমার ধারণা তোমার প্রচুর ক্ষমতা, এখন সেটা সকলের মাথায় ঢোকাতে চাইছ। তাই তো?'

বুচারের গাল লাল হয়ে গেল রাগে। তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল সে, তারপর আবার কী মনে করে বসে পড়ল। বলল, 'ঠিক। আমার ক্ষমতা আছে, এবং সেটা আমি সবার মাথায় ঢোকাবও। তবে অন্য আরও কারণ আছে স্লেডদের তাড়াবার। ম্যাপটা একবার দেখ ভাল করে।'

ম্যাপের দিকে তাকাল কেইন, মাথা নাড়াল এপাশ-ওপাশ। 'আমি ম্যাপ ভাল দেখতে জানি না। যা বলার তুমিই বল।'

'ঠিক আছে। স্লেডের বাড়ি থেকে দেখতে পাবে না, তবে এর আরেকটু পশ্চিমে চমৎকার একটা উপত্যকা আছে—কলোর‍্যাডোর সেরা। উপত্যকার চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, ফলে ঝড়ের ভয় কম। সারা বছরই পানি থাকে। এই মেসায় শীতে আমাদের প্রচুর লোকসান হয়। এখন আমি যদি ওই উপত্যকায় শীতকালে আমার গাভীগুলো রাখতে পারি, এর প্রায় সবগুলোই বাচ্চা দেবে।'

'তার মানে স্লেডকে তাড়াবার পর পশ্চিমে আরও কিছুদূর গিয়ে ওই উপত্যকাটা তুমি দখল করবে।'

'এককথায় তাই।' বুচার তার চুরুটের ছাই ঝাড়ল। 'এতে ঝামেলা হবে কিছু। তবে সেজন্য তুমি আছ। মোটা টাকা পাবে।'

'দুঃখিত,' কেইন বলল।

গ্যারিটির পানে আড়চোখে তাকাল বুচার, সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেছে মুখে। 'জানতাম। তুমি আমাকে কখনোই বোকা বানাতে পারনি, কেইন। মুহূর্তের জন্য না। শুরু থেকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম, হার্ভের মেয়েটা কলকাঠি নাড়ছে তোমার পেছন থেকে। আশ্চর্য, একটা মেয়েকে পাওয়ার জন্য একজন পুরুষমানুষ কতকিছুই না করে।'

'আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান সেটা।'

ঠোঁট থেকে সিগার নামাল বুচার। একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, প্রবল বিতৃষ্ণায় ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে। তবে খানিক বাদে আবার যখন মুখ খুলল সে তখন তার কণ্ঠে রাগের লেশমাত্র প্রকাশ পেল না। 'হ্যাঁ, তা বোধহয় জানি। আমি আগেও বলেছি তোমাকে। কেবল রাফেলাই বুঝল না।'

'না-না, ও সব বোঝে,' তড়িঘড়ি বলে উঠল গ্যারিটি। 'ওকে তুমি শুধু আরেকটু সময় দাও।'

'সময়।' হাতে-ধরা সিগারের দিকে তাকাল বুচার। 'ওটারই যে ভীষণ অভাব, ব্ল্যাক। আমি যদি আরও একশো বছরও বাঁচি, তবু রাফেলা বুঝবে না ওর জন্য সবকিছু করতে পারি আমি।'

'হ্যাঁ, বুঝবে,' গ্যারিটি অভয় দিল। 'তুমি কেবল একটু ধৈর্য ধর।'

সিগারটা আবার ঠোঁটে ঝোলাল বুচার, টান দিল বার দুয়েক, মেজাজ বদলে গেছে। 'বেশ, কেইন, তুমি যখন করবে না আমার কাজ, তা হলে নিশ্চয় আমি ধরে নিতে পারি কালই তুমি চলে যাচ্ছ।'

'না,' কেইন বলল। 'এ-কথাটা জানাতেই এলাম। বো অ্যান্ড অ্যারোর শেয়ার কিনছি আমি। বব ডেনভার থেকে কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে। ভাল জাতের কিছু ষাঁড় কিনেছে ও। আমরা কম্বাইনে আর থাকছি না।'

কেইন আশা করেছিল বুচার চমকে উঠবে খবরটা শুনে, কিন্তু সি.সি. র‍্যাঞ্চের মালিককে এতটুকু বিস্মিত মনে হলো না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তা হয় না, কেইন। তুমি তোমার গানবেল্টটা ফেলে দাও। নইলে টড তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে।'

ধীরে-ধীরে দরজার দিকে ঘুরল কেইন, ডান হাত পিস্তলের বাঁটের কাছে স্থির। ও দেখল, বিশালদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, হাতে

একটা দোনলা শটগান। লোকটার ভাবলেশহীন গোলাকার মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই কেইন বুঝতে পারল, গানবেল্ট খুলে ফেলা ছাড়া এখন ওর সামনে আর কোন পথ নেই।

চোদ্দো

বুচার উঠে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল তার পিস্তল। 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। ওকে নিয়ে চল, টড।'

'হার্ভেকেও তোমরা এভাবেই মেরেছ?' কেইন প্রশ্ন করল।

'অনেকটা এরকমই। আজ সকালে অনেকক্ষণ এখানে ছিল ও। আমার মাথায়ই এল না হঠাৎ করে অমন খেপে উঠেছিল কেন টমাস। যাইহোক, ও গেছে, এবার তুমিও যাবে। এরপর, মনে হয়, ওর ছেলেমেয়ে দুটোকে সামলানো আর তেমন কঠিন হবে না।'

'চল,' হুকুম করল জার্ভিস।

কেইন ইতস্তত করল, জানে খুব বেশিদূরে যাওয়া হবে না ওর। তর্ক করলে মরবে, আবার নির্দেশ মানলেও।

বুচারের চেহারা হিংস্র হয়ে উঠেছে। দরজা দেখিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'আগে বাড়। তোমার এত নামডাক এখন আর তোমার কোন কাজেই আসবে না।'

জার্ভিস করিডরে পা রাখলে দরজার দিকে এগোল কেইন। প্যাডি রায়ানের কথাগুলো এখন মনে পড়ছে ওর। বুচারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস গ্যারিটি, জার্ভিস আর রেড ম্যানিয়ন। এই চারজনের মধ্যে একমাত্র ম্যানিয়নই যা একটু বিদ্রোহ করেছিল। জার্ভিসের তুলনা চলে বড় কুকুরের সাথেঃ বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তবে অনুগত।

এই সময়ে সামনের দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল কেইন। হাতে অন্য কোন অস্ত্র না থাকায়, ও কেটে-কেটে বলল, 'এইমাত্র তুমি তোমার বউকে হারালে, বুচার।' তারপর দেখল ওর কথাগুলো নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে র‍্যাঞ্চারের গোলাকার মুখে, কপালের দুপাশের রগ দপদপ করে লাফাচ্ছে।

পলকের তরে নীরবতা নামল ঘরে, বিল বুচার এমনভাবে স্থির দাঁড়িয়ে রইল যেন জমে গেছে। তারপর গ্যারিটি গাল বকল নিজেকে। 'নিশ্চয় ওর কোন মতলব আছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

তবু নড়ল না বুচার। কেইন ভাবল, রাফেলা চলে যেতে পারে এটা বিশ্বাস করবে না বুচার, কারণ সে চায় না বিশ্বাস করতে। আবারও চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল কেইন, 'আমি আরও বহুকিছুই জানি, বুচার। তোমার বউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। এখন সেটা ও লরির কাছে পাবে।

আজ ওরা দুজন অভিসারে গিয়েছিল।'

'কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল বুচার। 'কোথায়?'

'সাউথ সিডার ক্রীক ক্যানিয়নে। আজ সকালে, ঝড়ের আগে।'

'সারা দিন বাসায় ছিল না ও,' স্বগতোক্তির ঢঙে, অস্ফুট স্বরে বলল বুচার, 'বিকেলের বৃষ্টির ভেতর ভিজতে-ভিজতে ফিরে এসেছিল।'

এবার আওয়াজটা শুনতে পেল ওরা সবাই—বাথান থেকে ঝড়ের গতিতে একটা ঘোড়া ছুটে বেরিয়ে গেল। ছোঁ মেরে টেবিলের ওপর থেকে বুচার তুলে নিল তার পিস্তল, হোলস্টারে ভরল।

'ওকে আমরা ধরে আনব, টড,' ক্ষিপ্ত সুরে বলল বুচার। 'মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এজন্য পস্তাবে ও।' খোঁড়াতে-খোঁড়াতে অফিস-কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ও, করিডরের মাথায় পৌঁছে চিৎকার করে বলল, 'কেইনকে আটকে রাখ এখানে। ফিরে এসে ওর ঠিকানা লাগাব।'

বুচারকে অনুসরণ করে সামনের ঘরে চলে গেল জার্ভিস। গ্যারিটি তার পিস্তল তাক করল কেইনের দিকে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

'বস, কেইন,' গ্যারিটি বলল।

কেইন বসল না। ও শুনতে পেল সামনের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল বুচার আর জার্ভিস। শুনল বুচার বলছে, 'গ্যারিটির ঘোড়া নিয়ে গেছে। লরির বাসার দিকে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চল, টড। জিন চাপাও ঘোড়ায়।'

বাইরের দিকে কান খাড়া করে আছে গ্যারিটি, চোখ কেইনের ওপর। কেইনের গানবেল্টটা এখন ওর পেছনে পড়ে আছে। কেইন একবার ভাবল চেষ্টা করে দেখবে ওটা পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা, তারপর নাকচ করে দিল চিন্তাটা। রাফেলা ওকে কিছু সময় পাইয়ে দিয়েছে, সবুর করলে হয়তো ভাল কোন সুযোগ পেয়ে যাবে ও।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল কেইন, গ্যারিটির ভাবলেশহীন মুখখানা দেখছে। খানিক পর ঘোড়া ছুটিয়ে বুচার আর জার্ভিসের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা। কেইন বলল, 'আশ্চর্য, বউকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে লোকটা, অথচ মহিলা একমুহূর্তের জন্য ওর কাছে থাকতে রাজি না। কী করবে ওকে ধরার পর?'

'এখানে নিয়ে আসবে,' গ্যারিটি জবাব দিল।

'কী লাভ হবে এতে?'

'তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে পারবে ওকে। ওদের বিয়ের রাত থেকে বুচার তো শুধু এ-ই করে আসছে।'

'শুধু এই জন্য!' কেইন অবাক।

'অন্য পুরুষের সাথে বুচারের তুলনা করলে তুমি ভুল করবে।'

হালকা চালে ডেস্কের কোনা ঘুরল কেইন, বসল এর ওপর। 'ওরা যদি লরির বাসায় গিয়ে থাকে, ফিরতে দেরি হবে,' বলল সে। 'তার চেয়ে বরং তুমি রাফেলার কাহিনি শোনাও আমাকে।'

গ্যারিটির পাঁচ ফুটের ভেতর এসে পড়েছে কেইন। জুয়াড়ি ঠাণ্ডা চোখে

ওকে মাপল একটুক্ষণ। তারপর নিরুত্তাপ সুরে বলল, 'আমার ওপর লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা কর না যেন, খুন করব তা হলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেইন। 'ওরা যখন ফিরে আসবে, জার্ভিস এমনিতেও করবে সেটা। বুচার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।'

'করত না, যদি না তুমি হার্ভেদের সাথে হাত মেলাতে।'

'ও মনে হচ্ছে স্লেডের ব্যাপারে ভুলেই গেছে সবকিছু।'

'না। অ্যাঞ্জেল পীক থেকে গরুবাছুর নামানোর পর ওর হিল্লে করবে। বিল যখন কোনকিছু শুরু করে, শেষ না করে থামে না।'

'রাফেলার ব্যাপারে কিছু বললে না?'

দেয়ালে চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে, পকেট থেকে সিগার বের করে দাঁতে কাটতে শুরু করল গ্যারিটি। 'তুমি যখন মারাই যাচ্ছ তখন শুনলে ক্ষতি নেই। রাফেলা ছোটবেলা থেকেই একটু উচ্ছৃঙ্খল। আমি চাইনি ওর জীবনটা শেষ হয়ে যাক। সেজন্যই এখানে এনে কৌশলে ওকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলাম বিলের সঙ্গে। কিন্তু ভাবতে পারিনি, ও অ্যাবনার লরির প্রেমে পড়ে যাবে। এখন আমার দোষেই আরও এলোমেলো হয়ে গেল ওর জীবন।' শেষ দিকে আবেগে বুজে এল গ্যারিটির গলা।

'আজ যা দেখলাম,' কেইন বলল, 'তাতে মনে হলো এখনও লরির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি। 'অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে বিল ওকে গৃহবন্দী রাখতে চাওয়ায়। একটা মেয়ের যে-দাবী পুরুষের কাছে সেটা দেয়ার ক্ষমতা বিলের নেই।'

'বুচার জানে লরির ব্যাপারে?'

'লোকটা কতখানি শয়তান তা জানে না। লরি একাধারে মিথ্যুক এবং দুমুখো সাপ। বিল এটা জানে, তবে লরি ভিতু ওর এই ধারণাটা ভুল। আমি ওকে বহু চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি, প্রথম থেকে স্লেডকে গোপনে মদত দিয়ে আসছে লরি। আমরা সবাই জানি বুড়ো জেককে ও-ই খুন করেছে, এখন বিলকে শেষ করার ফিকির খুঁজছে। আমার কী ধারণা জান? সেদিন রাতে লরিই অ্যামবুশ করেছিল তোমাকে।'

'তা হলে লোকটা পয়লা নম্বরের কাপুরুষ,' রাগত গলায় বলল কেইন। 'কাপুরষ ছাড়া কেউ কারোকে পেছন থেকে আক্রমণ করে না।'

'আমি বলব লরি একটু হিসেবি মানুষ। ভেবেছিল স্লেড তোমাকে খতম করবে, কিন্তু যদি বেঁচে যাও কোনভাবে, তাই নজর রাখছিল রাস্তার ওপর। আগে বুঝতে পারিনি এতটা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও চাইছে স্লেডকে উসকে একটা রেঞ্জ ওঅর বাধাতে। বুচার যদি লড়াইতে মরে কারও সন্দেহের কিছু থাকবে না।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, আরেকটা অ্যামবুশের ঘটনা ঘটলে ওর কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে?'

'তাই। তবে তোমার ব্যাপারটা আলাদা। তুমি মরলে এখানকার বেশির

ভাগ লোক খুশি হবে, কেউ প্রশ্ন তুলবে না কীভাবে মরলে তুমি। কিন্তু বিলকে মারতে হলে সাবধান না হয়ে উপায় নেই, কারণ লরি রাফেলাকে বিয়ে করতে চায়।' গ্যারিটি আবার দাঁতে কাটল সিগার। 'শুনেছ হয়তো, জুয়ায় লরি তার সমস্ত সম্পত্তি হেরে গেছে বিলের কাছে। এখন তাই রাফেলাকে বিয়ে করে সেগুলো হাতাতে চাইছে। ওই লোক আস্ত একটা মতলববাজ, রাফেলার প্রতি ওর এতটুকু ভালবাসা নেই।'

'কিন্তু রাফেলার বেলায় তো একথা খাটে না,' কেইন বলল। 'ও বুচারের হাত থেকে মুক্তি চায়।'

'জানি, কিন্তু ও লরিকে ভালবাসে,' গ্যারিটি বলল। 'বিলের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়াই সব না। ওর জন্য চিন্তা হয় আমার, লরি কখনোই ওর সুখ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

সামনে ঝুঁকল কেইন। 'তা হলে বুচার আর তোমার বোনের মধ্যে যেকোন একজনকে তোমার বেছে নিতে হবে। তোমার কথা শুনে মনে হয় না তুমি সত্যি-সত্যি চাও ও ঘর করুক বুচারের সাথে।'

'আমার অন্য পরিকল্পনা আছে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল গ্যারিটি, 'রাফেলা আর আমার দুজনের জন্যেই। বিল আমাকে বিশ্বাস করে। আমি ওর অনেক উপকার করেছি। আমি, ম্যানিয়ন, জার্ভিস আর বিল আমরা এই চারজন একে অন্যের খুব কাছের মানুষ। রাফেলা আমাদের সঙ্গে থাকলে আখেরে ওর লাভই হবে।'

'রায়ান কোন্ দিকে?'

'ও ব্যাটা বুড়ো হাবড়া। ওর সমর্থনে আমাদের কিছু যায়-আসে না।'

'ষাঁড় কেনার জন্য বব আর জ্যাকিকে ও টাকা ধার দিয়েছে।'

'এজন্য পরে পস্তাতে হবে তাকে, যখন দেখবে লোকসান খেয়েছে ওরা।'

'আমার মনে হয় না রাফেলা লরির ওখানে যাবে,' কেইন বলল। 'ও বুদ্ধিমতী মহিলা, জানে বুচার ওর পিছু নেবে।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি। 'সম্ভবত শহরে যাবে। তবে যেখানেই যাক, বিল ধরে ওকে আনবেই।'

'কিন্তু তুমি তোমার বোনকে ফেলতে পারবে?'

কেইনকে অপলকে খানিকক্ষণ জরিপ করল জুয়াড়ি। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'তুমি খুব চালাক লোক, তবে একটা জিনিস বোধহয় বুঝতে পারনি। আমি কখনও বন্ধুদের সাথে বেঈমানি করি না।'

'ধর ও চলে গেল এই দেশ ছেড়ে? হয়তো কোল্যাটাসে গিয়ে ট্রেন ধরে ডেনভারে চলে যাবে।'

'পারবে না। অত টাকা নেই ওর কাছে। তা ছাড়া লরির টান আছে।' গ্যারিটির পিস্তলখানা ওর কোলের ওপর পড়ে আছে, হাত দুটো হাঁটুতে বাঁধা। 'প্রেমের জন্য, শুনেছি, মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু রাফেলা যে এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠবে আমি ভাবতে পারিনি।'

'আচ্ছা, এবার তা হলে আরেকটা কথা বল,' কেইন বলল নরম গলায়। 'রাফেলাকে বুচার ধরে আনার পর ওর কষ্ট দেখে কেমন লাগবে তোমার?'

'আগেই বলেছি এব্যাপারে আমার কিস্যু করার নেই,' গ্যারিটি চেঁচিয়ে উঠল সখেদে। 'রাফেলা আমার সমস্ত প্ল্যান মিসমার—'

জুয়াড়ির এক ফুটের ভেতর এসে পড়েছিল কেইন, ও দেখল এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর হতে পারে না। আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করল না সে, গ্যারিটির পিস্তল লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

চকিতে পিস্তল তুলেই গুলি করল গ্যারিটি, কেইনের পাঁজরে ছ্যাঁকা দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট, তারপর ও জুয়াড়ির মাথায় আঘাত করল। চেয়ার থেকে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল গ্যারিটি, তবু পিস্তল ছাড়ল না। আবার গুলি করল ও, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। পতনের ফলে ঝাঁকুনি খেয়েছিল, ফলে একটু সময় লাগল কেইনের দিকে পিস্তল ধরতে। ওই ক্ষণিকের বিরামটুকুই যথেষ্ট ছিল কেইনের জন্য, একটা চেয়ার তুলে সবেগে জুয়াড়ির মাথার ওপর সেটা নামিয়ে আনল ও।

কেইন দেখল চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে গ্যারিটি, পিস্তল হাতছাড়া হয়েছে। লোকটাকে মেরে ফেলেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না ও। গ্যারিটির পিস্তলখানা ডেস্কের ওপর তুলে রাখল কেইন, তারপর নিজের গানবেল্ট কোমরে জড়াতে-জড়াতে পা রাখল করিডরে।

গুলির আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসছিল মেক্সিক্যান ঝি। বসার ঘরে ওর দেখা পেল কেইন। বলল, 'তুমি রান্নাঘরে যাও, মারিয়া। গ্যারিটি সাহেব ঘুমাচ্ছেন।'

চকিতে মহিলা একবার তাকাল ওর পানে, তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে ঘুরে যে-পথে এসেছিল সে-পথে ফিরে গেল। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ হওয়া অবধি অপেক্ষা করল কেইন, তারপর একদৌড়ে বাড়ির বাইরে এসে হিচ-রেইলের দিকে এগোল। ওর ঘোড়াটা তখনও ছিল ওখানে। রাফেলাকে তাড়াতাড়ি ধাওয়া করার ব্যাপারে অতিমাত্রায় মত্ত থাকায়, বুচারের কল্পনায় আসেনি কেইন পালাবার চেষ্টা করতে পারে।

স্যাডলে চেপে, শহর অভিমুখে ঘোড়া ছোটাল কেইন। বাতাস এখন একদম থেমে গেছে, পাতলা বরফের চাদরের ওপর চিকচিক করছে তারার আলো। এবার, সহসাই, একটা সত্য উপলব্ধি করল কেইন। গ্যারিটি স্বেচ্ছায় পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে ওকে।

ওর জানা বহু জুয়াড়ির যেমন আছে, ব্ল্যাক গ্যারিটিও তেমনি বিশেষ কিছু নীতি মেনে চলে। বিল বুচারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সে, কিন্তু কেইন চেষ্টা করলে ওর বোনকে মুক্তি দিতে পারবে এটা বুঝতে পেরে ওকে সে রেহাই দিয়েছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, হয়তো অযৌক্তিকও বটে, তবু কেইন নিশ্চিত এক্ষেত্রে ঠিক এরকমটাই ঘটেছে।

এবং একথা উপলব্ধি করার পরপরই, গ্যারিটির প্রতি নতুন এক শ্রদ্ধা জাগল মাইকেল কেইনের মাঝে। তবে, পাশাপাশি, এও বুঝতে পারছে সে, কেবল এতেই সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে না। লরি যদি এই তল্লাটে থাকে, মারা পড়বে; আর যদি বুচার মারা যায় এবং রাফেলা আর লরি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তবু অবস্থার তারতম্য হবে না এতটুকু। বুচার বা লরি—কারও কাছেই সুখী হতে পারবে না রাফেলা।

পনেরো

অবসাদ শেষ পর্যন্ত ছেঁকে ধরেছে মাইকেল কেইনকে। যা চেয়েছিল তার বেশি বেলা অবধি ঘুমাল ও, উঠল মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। স্লেডের কাছ থেকে ও যে-সময় চেয়ে নিয়েছিল আজ সন্ধ্যা ছটায় তা শেষ হবে। লোকটা আর সময় বাড়াবে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে ওর। হোমস্টেডাররা মরিয়া হয়ে উঠেছে; দীর্ঘদিন যাবৎ বিপদের মধ্যে বসবাস করার ফলে গুলিয়ে গেছে ওদের সমস্ত যুক্তিবোধ। শীত এসে পড়েছে, শহরে কোনরকম ধার-বাকি পাবে না ওরা, সমান্য যা কিছু গরুবাছুর আছে সেগুলো কোথাও নিয়ে গিয়ে বেচবে সেই সুযোগও নেই। এ-অবস্থায় যেকোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। জ্যাকুলিন যে-সলতের কথা বলেছিল সেটা এখন পুড়তে-পুড়তে বারুদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

চীনা রেস্তোরাঁয় নাস্তা সেরে, পাশেই যে-নাপিতের দোকানটা আছে দাড়ি কামাতে সেখানে ঢুকল কেইন। থমথমে মুখে নিজের কাজ সারল নাপিত, তারপর কেইন যখন ওর পাওনা মিটিয়ে দিল, ও তিক্ত সুরে বলল, 'আমার এখন উচিত ছিল তোমার গলায় ক্ষুর চালানো।'

'কেন?'

'সেদিন গোলগুলির পর, কেলসির সাথে আমিও হোটেলে গিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

গায়ে শীপস্কিনের জ্যাকেট চড়াল কেইন। 'তো?'

নাপিত তার শুকনো ঠোঁটজোড়া ভেজাল। 'আমার বউ-ছেলেমেয়ে আছে। আমি শান্তিতে থাকতে চাই।'

'আমি তোমার শান্তি কেড়ে নিচ্ছি না।'

'আলবত নিচ্ছ। লড়াই শুরু হলে কারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আমার মত চুনোপুঁটিরা। আমি চাই না আমার সন্তানদের গায়ে গুলির আঁচড় লাগুক।'

'শহরের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও ওদের।'

'যাওয়ার জায়গা নেই।'

'তুমি এখানে এলে কেন, আর কোথাও গেলেই পারতে।'

'যাইহোক, আমি এসেছি। এবং এখানে আমার ব্যবসা আছে। বাড়ি আছে ছোটখাট। এখন একজন ভবঘুরে বন্দুকবাজের জন্য আমার ঘর-সংসার সব ধ্বংস হয়ে যাবে এটা কি ঠিক হবে?'

লোকটার ক্ষুব্ধ মুখের দিকে চেয়ে রইল কেইন। ভাবছে এক্ষেত্রে জ্যাকুলিন কী বলত। নাপিত অন্যায়ভাবে দুষছে ওকে। ঘটনাচক্রে ও এখানে উপস্থিত হয়েছে, এ ছাড়া ডগড্যান্সের যা অবস্থা তার পেছনে ওর কোন হাত নেই। এই সমস্যা আজকের নয়, এর বীজ-বপন হয়েছে বহুকাল আগে। নিজেদের রক্ষা

করার দায়িত্ব শহরবাসীদের। অথচ তারা তা করবে না, বা পারবে না করতে। ওরা সবাই এই নাপিতের মত, আগুনের মাঝে থেকেও তার আঁচ এড়িয়ে চলতে চাইছে। ডগড্যান্স রণক্ষেত্রে পরিণত হলে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি।

'গোলমাল নাও হতে পারে,' কেইন বলল। 'আর একান্তই যদি হয়, তোমার বউ-ছেলেমেয়েরা যেন বাসাতেই থাকে।'

বাইরে বেরিয়ে এল কেইন, গ্যারিটির কথাগুলো বাজছে কানে। 'ভাড়াটে খুনী হিসেবে বদনাম কামিয়েছ তুমি, এই বদনাম কোনদিন ঘুচবে না।' ফুটপাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে, অথচ দিনের এ-সময়টাতে ব্যস্ততা থাকা উচিত ছিল।

আকাশ পরিষ্কার, একটুও বাতাস নেই, তবু সূর্য যেন নিরুত্তাপ। বরফ মেসার এই প্রান্তে এসে পৌছায়নি, তবে কেইন অ্যাঞ্জেল পীকের চূড়া দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে। ভারি তুষারপাত হয়েছে ওখানে, এবার ওই পাহাড়ের নামকরণের সার্থকতা বুঝতে পারল ও।

ডেনভারে ওর হোটেল কামরায় যে-রাতে রবার্ট হার্ভে এসেছিল তার কথা মনে পড়ল ওর। শেষের এই কয়টাদিন ছিল নিছক কল্পনাবিলাশ মাত্র; এখন সে আবার বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে। নাম ভাঁড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত ছিল ওর। অতীতকে মুছে ফেলতে পারবে এ-চিন্তা করা মস্ত বোকামি হয়েছে। বোকামি করেছে জ্যাকিকে ঘিরে নিজের স্বপ্নকে বেড়ে উঠতে দিয়ে। কাল রাতে যদি গ্যারিটি কিংবা টড জার্ভিস খুন করত ওকে, আমৃত্যু অনুশোচনায় দগ্ধ হত মেয়েটা। আজ কিংবা আগামীকাল যদি সে মারা যায় তাও অবস্থা সেই একই থাকবে। আর যদি সে ডিলন মেসায় রয়ে যায়, যেমনটা পরিকল্পনা করেছে সেইমত শেয়ার কেনে বো অ্যান্ড অ্যারোর–তবু মাইকেল কেইন হিসেবে মানুষের কাছে তার যে-পরিচয় তা বদলাবে না। গ্যারিটির কথাই ঠিক, অপঘাতে মৃত্যু ঘটবে ওর। নিজের জীবনের প্রতি, সংসারের প্রতি দারুণ ঘেন্না অনুভব করল কেইন। কেন মানুষ তার অতীতকে মুছে ফেলতে পারে না? কেন? ওর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এখন একজন জীবনসঙ্গিনীর, সমাজে সম্মানজনক প্রতিষ্ঠার; অথচ এর সবই তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

পলক তুলে, ম্লান সূর্যের দিকে তাকাল কেইন। বেলা প্রায় দুপুর। পশ্চিমের হোমস্টেডাররা শহরে আসতে আর ছঘণ্টা বাকি আছে। ওরা কী করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা শহরে থাকা অবস্থায় যদি বুচার এখানে আসে তুমুল লড়াই বেধে যাবে। রাফেলা চলে যাওয়ায়, বুচার এখন পাগলা কুকুর হয়ে উঠবে।

'কী জীবন!' আপনমনে বলল কেইন। রাফেলার জন্য করুণা হলো ওর। ব্ল্যাক গ্যারিটির জন্যও। আড়চোখে স্টারলাইটের দিকে তাকাল ও, ভাবল জুয়াড়ি ফিরে এসে থাকলে এখন কী করছে, রাফেলা কোথায় আছে। এরা সবাই প্রেম আর ঘৃণা, উচ্ছৃঙ্খল অহঙ্কার আর বল্গাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণিপাকের শিকার।

হাঁটতে হাঁটতে ব্যাংকে গেল কেইন, জানে শান্তির চাবিকাঠি যদি কারও কাছে থেকে থাকে সে প্যাডি রায়ান; তবে বুড়ো সেটা ব্যবহার করবে কিনা সে-

ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ও।

কেইন যখন ভেতরে ঢুকল ক্যাশে দাঁড়িয়ে এক খদ্দেরকে বিদায় করছিল রায়ান। চোখ তুলে নবাগতকে দেখে মৃদু হাসল ও। 'হাউডি, কেইন। একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'তাড়া নেই আমার,' বলে কাউন্টারের কোনা ঘুরে একটা সোফায় বসে পড়ল কেইন, সিগারেট বানাল।

খানিক বাদে রায়ান এল ওর কাছে। 'কী ব্যাপার?'

'ঝামেলা।'

চকিতে রায়ান তার ঘড়ি দেখল। 'দুপুর হয়ে গেছে। তাই তো বলি এত খিদে পাচ্ছে কেন। চল, হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিই কিছু।'

'মাত্র নাস্তা করলাম।'

'তা হলে চল স্টারলাইটে যাই। গলা ভেজাবে। মোট কথা, দুপুর বেলা আমি লেনদেন বন্ধ রাখি।'

মাথা নাড়াল কেইন। 'আমি এসেছি কিছু শলাপরামর্শ করতে। ইচ্ছে হলে তুমি দরজায় তালা ঝুলিয়ে এসো।'

ধপ করে রায়ান তার সুইভেল চেয়ারে বসে পড়ল। 'তার বোধহয় দরকার হবে না। বল, কী বলবে। তোমাকে নিয়ে আমি ভীষণ চিন্তায় ছিলাম, বাছা।'

'আমি নিজেও চিন্তিত। সেদিন শ্লেডের বাসায় বলছিলে তোমার সাহস নেই। সেটাই জানতে এসেছি।'

'আসলেই নেই।'

সিগারেট নিভিয়ে ফেলল কেইন। 'বিশ্বাস হয় না। সাহস না থাকলে ষাঁড় কেনার জন্য হার্ভের ছেলেমেয়েকে তুমি টাকা ধার দিতে না। গ্যারিটির ধারণা তুমি লোকসান খাবে এতে।'

চেয়ারে হেলান দিল রায়ান, দুহাত ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখা, চেহারা ভাবলেশহীন। 'ভুল। আমি নিজেও এককালে ভাল জুয়াড়ি ছিলাম কারণ সবসময় নিজের লাভের দিকে খেয়াল রাখতাম। গ্যারিটিও তাই করে। সেজন্যই ও-কথা বলেছে। তবে এই ব্যাপারটা একটু আলাদা।'

'এখনও তুমি ঝুঁকি নিতে জান, তাই না?'

'নাহ। হাজার হলেও, বুড়িয়ে গেছি। তোমার বয়স যখন আমার মত হবে, তুমিও ভেবেচিন্তে কোন কাজে হাত দেবে। বব হার্ভেকে টাকা ধার দেয়ার সময়ে আমি আটঘাট বেঁধেই দিয়েছি।'

বুড়ো ব্যাংকারের কুঞ্চিত মুখখানা জরিপ করতে করতে কেইন ভাবল জ্যাকুলিনের কথাই ঠিক। যতক্ষণ জেতার আশা আছে, প্যাডি রায়ান হাল ছাড়বে না।

'বুচার একটা পাগল,' কেইন বলল। 'ফলে কখন কী করে বসে কিস্যু বোঝার উপায় নেই। একবার যখন এই গোলমাল শুরু করেছে, নিজে না মরা পর্যন্ত থামবে না। আর কেউ ওকে বোঝাতে গেলে তারও ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে।'

বুড়োকে জানাল কেইন কী ঘটেছে। চুপচাপ শুনতে লাগল রায়ান, ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে চেহারা। যখন শেষ হলো কেইনের বলা, ব্যাংকার মুখ খুলল। 'রাফেলার ব্যাপারটা অবাক লাগছে না আমার, তবে টমাস হার্ভেকে বুঝতে পারছি না। আসলেই, কোন্‌টা লাভজনক ঝুঁকি আর কোন্‌টা না সবসময় বোঝা যায় না ঠিকমত।'

'এখন আমাদের দায়িত্ব হবে একটাই। স্লেড আর তার বন্ধুদের সামলে রাখা। বুচারকে আগে বাড়তে দাও, দেখবে ওর নিজের ফাঁদে ও নিজেই আটকা পড়বে। কিন্তু তোমার সাহায্য ছাড়া স্লেডকে থামানো যাবে না।'

'আমি? না, বাপু, আমার দ্বারা কিছু হবে না। জিম কেলসি কিছুক্ষণ আগে শহর ছেড়েছে। রেড ম্যানিয়ন নেই। এ-অবস্থায় আমি কিছু করতে পারব না।'

'পারবে,' ধীরলয়ে বলল কেইন। 'তুমি যদি শীতকালটা চলার মত টাকা ধার দিতে রাজি হও, ওরা আপাতত চুপ করে থাকবে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমরা লোকসান খেতে পারি। যদি খাই, বুচার তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

উঠে জানালার ধারে গেল রায়ান। কেইনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। খানিক পর নিচু গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে দরজাটা বন্ধ করে এলেই ভাল করতাম।' হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ও, তারপর পাঁই করে ঘুরল দরজার দিকে। 'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

কেইন পিছু নিল ব্যাংকারের। জনাকয়েক শহরবাসী রাস্তা থেকে দৌড়ে ঢুকে পড়ল ব্যাংকে, ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে নাপিত, সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক।

'ওরা আসছে,' চেঁচিয়ে উঠল নাপিত। 'স্লেড আর তার দলবল। প্রায় একশোজন। আমি বলেছিলাম না তোমাকে—'

'আসুক,' রিক্ত কণ্ঠে বলল কেইন। 'আমি সামলাব। তোমরা গায়ে পড়ে কোন গোলমাল কোরো না।'

লোকগুলো তবু ইতস্তত করছে দেখে কড়া ধমক লাগাল রায়ান। 'কী ব্যাপার? কানে ঢোকেনি কথা। যাও, ভাগ। এক্ষুণি।'

'তোমরা দুজনই বুচারের চ্যালা,' নাপিত গলা চড়াল। 'আর বুচার ওদের তাড়াতে চাইছে মেসা থেকে। তোমরা গোলাগুলি শুরু করবে, আর স্লেড তার ঝাল তুলবে আমাদের ওপর দিয়ে।'

'আহ্‌,' কেইন বিরক্তি প্রকাশ করল। 'তোমরা যাও এখান থেকে, রাস্তায় বেরোবে না। তোমরা যদি শান্ত থাক, কোন গোলমাল হবে না।'

ঝট করে ঘুরেই, ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা। রায়ানের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসল কেইন। 'সাহস বলতে কিচ্ছু নেই লোকগুলোর।'

'ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না পুরোপুরি,' রায়ান সাফাই গাইল। 'প্রত্যেকেরই পরিবার আছে।'

ফুটপাতে বেরিয়ে ব্যাংকের সামনে অপেক্ষা করতে লাগল কেইন। রায়ান যখন যোগ দিল ওর সঙ্গে, ও বলল, 'তুমি ভেতরে থাক। স্লেড এলে আমি ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাব।'

শহরে ঢুকল হোমস্টেডারদের দল। ওদের সংখ্যা একশোর ধারেকাছেও

না। কেইন গুনল—মোট বারোজন। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে স্লেডের বাসায় দেখেছিল ও। অন্যরা অপরিচিত। তাদের ভেতর চারজন বালক, সম্ভবত স্লেডের প্রতিবেশীদের সন্তান; নেহাত ছেলেমানুষ, হাতে কোন কাজকাম নেই বলে মজা দেখতে এসেছে। সকলের আগে রয়েছে স্লেড, জ্বলন্ত চোখ দুটো কেইনের ওপর স্থির। ক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওরা, উপলব্ধি করল কেইন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ায় একটা এসপার-ওসপার করার জন্য মুখিয়ে আছে প্রত্যেকে।

'তোমরা আগেভাগে এসে পড়েছ,' বলে রাস্তায় নামল কেইন।

হাত তুলে দলের লোকজনকে থামতে ইশারা করল স্লেড, রাশ টেনে ধরেছে নিজের ঘোড়ার। অন্যরা ওর দুপাশে ছড়িয়ে পড়ল, হাত পিস্তলের বাঁটে। কেইন প্রমাদ গুনল। সামান্যতম উসকানিতে মারদাঙ্গা বেধে যেতে পারে এখানে।

'আমরা একটু গলা ভেজাতে এসেছি,' উদ্ধত সুরে বলল স্লেড। 'চুক্তি মোতাবেক ছয়টা পর্যন্ত ঠিকই অপেক্ষা করব।'

'তারপর কী করবে?'

'বুচারকে হাতের কাছে পেলে নিকেশ করে দেব। যদি না পাই, এই শহরটাকেই ধ্বংস করব। রায়ানের ব্যাংক লুট করব, ও আমাদের টাকা ধার দেয়নি।'

'আউট-ল হয়ে যাবে, বন্ধু,' কেইন বলল।

'জানি, তুমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছ,' স্লেড খোঁচা মারল।

'না, আমি কখনও আউট-ল ছিলাম না। তবে অনেককে হয়ে যেতে দেখেছি। তারা সবাই তোমার মত ভাল লোক ছিল। কেন শুধু শুধু বউ-ছেলেমেয়েকে কষ্ট দেবে?'

'অনাহারে মরার চেয়ে অন্তত ভাল,' খেঁকিয়ে উঠল স্লেড। 'এভাবে আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়? এরপর বুচার তার ডাল-কুত্তাদের নিয়ে চড়াও হবে আমাদের ওপর, কুকুরের মত গুলি করে মারবে আমাদের।'

হোমস্টেডারদের মনোভাব বুঝতে পাছে কেইন। বিনা ঝামেলায় ওদের নিরস্ত্র করতে পারবে এ-ব্যাপারে সংশয় আছে ওর। এদিকে গোলমাল হলে ওকে অস্ত্র ধরতে হবে বুচারের স্বার্থে, অথচ তা সে আদৌ করতে চায় না।

'ব্যাংকে চল, স্লেড,' কেইন বলল। 'রায়ানের সাথে আমরা একটা রফা করব।'

মাথা নাড়াল র‍্যাঞ্চার। 'কোন লাভ হবে না, কেইন। এই শহর বুচারের, এখানকার সবকিছুর মালিক সে। কাজেই তোমাদের কারোকে বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'বুচার এখানে দাপট দেখায় কারণ এখানকার লোকেরা ওকে ভয় পায়। কিন্তু তুমি একটা মারাত্মক ভুল করছ। আমি বুচারের লোক না। সুযোগ পেলে ও আমাকে খুন করবে। কাল রাতে তার চেষ্টা করেওছে।'

হোমস্টেডারদের একজন বিদ্রূপের হাসি হাসল। 'ফালতু কথা, ইরা। এরকম আজগুবি ঘটনা কখনও শুনেছ?'

'না,' স্লেড জবাব দিল। 'বুচার আমাদের আগেই হুমকি দিয়েছিল

বন্দুকবাজ ভাড়া করবে। তারপর তুমি এলে। আমার বিশ্বাস তুমি একটা মিথ্যুক, কেইন। তবে আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।'

কেইনের সংশয় ঘনীভূত হলো, অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ানো অশ্বারোহীদের ওপর আবার ঘুরে এল ওর দৃষ্টি, তারপর স্লেডের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'লুড পিয়ারসন কোথায়?'

তিক্ত কণ্ঠে গাল বকল স্লেড। 'ওর বোনের বাসায়। শহরে আসার সাহস হয়নি।'

'আমি ভেবেছিলাম ও বদলা দিতে আসবে।'

'বললামই তো লুডের সাহস নেই।'

'সেদিন তোমাকে বলেছিলাম, পিয়ারসনকে ধোলাই দিলে লরি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য জানতে পারবে। তোমরা ওকে তোমাদের বন্ধু মনে করো—অথচ ও তা না।'

'তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি না,' ঝামটা মারল স্লেড। 'নাও, এবার পথ ছাড়। আমরা বেলা ইউনিয়ন বারে অপেক্ষা করব।'

কেইন তার পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল। বলল, 'স্লেড, আমি চাই না গোলমাল হোক। তোমার লোকদের বারে পাঠিয়ে তুমি ব্যাংকে এসে রায়ানের সঙ্গে কথা বল। আমি পিয়ারসনকে ধরে আনতে যাচ্ছি। দু-চার ঘা লাগালেই ওর মুখ থেকে সত্যটা জানতে পারবে তোমরা।'

থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ, হোমস্টেডারদের ক্ষুব্ধ চেহারায় কৌতূহল জাগল। তারপর স্লেডের পাশে দাঁড়ানো লোকটা বলল, 'শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী, ইরা?'

স্লেড ঘাড় কাত করে সায় জানিয়ে ব্যাংকের হিচ রেইলের দিকে এগোল। 'তোমরা স্যালুনে যাও,' সঙ্গীদের বলল ও। 'আমি দেখি ওদের কী বলার আছে।'

স্লেড নামল ঘোড়া থেকে, অন্যরা চলে গেল স্যালুন অভিমুখে, কেইন ফুটপাতে উঠল। স্লেড ওর কাছে এসে সন্দেহ-মাখা গলায় জানতে চাইল, 'তুমি যদি বুচারের লোক না হবে, তবে তুমি কার লোক?'

'হার্ভের দুই ছেলেমেয়ে আমাকে নিয়োগ করেছিল ওদের বাবাকে বিপদমুক্ত রাখতে। আমি তা করতে পারিনি। টড জার্ভিস অ্যামবুশ করেছে ওকে। বোধহয় হার্ভে বাঁচবে না, তবে আমি চেষ্টা করলে জ্যাকি আর ববকে রক্ষা করতে পারব।'

'তার মানে,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় স্লেড বলল, 'বুচারের সাধের কম্বাইন ভেঙে যাচ্ছে।'

কেইন মাথা ঝাঁকাল। 'ওর বউ ভেগেছে। আমার ধারণা ও লরির সাথে আছে।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল স্লেডের গম্ভীর মুখে। 'আচ্ছা।' হাসি মিলিয়ে গেল। 'কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও আমার মাথায় আসছে না। তুমি ওই শয়তানটাকে বাঁচাতে চাইছ কেন?'

'কারণ আমি আমার নিজের কথা ভাবছি,' কেইন বলল। 'বো অ্যান্ড অ্যারোর শেয়ার কিনছি আমি, ঠিক করেছি এখানেই থেকে যাব। কাজেই বুচারকে তাড়াতে হবে আমাদের, কিন্তু সেটা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে করা সম্ভব না।'

ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ ভাবল স্লেড। এই প্রথমবারের মত কেইনের মনে হলো লোকটা আসলেই ওকে বিশ্বাস করতে চাইছে। আর একটি কথাও না বলে, ঘুরে দাঁড়াল স্লেড, হনহন করে ঢুকে গেল ব্যাংকে। ও বলল, 'কেইন বলছে তুমি নাকি একটা রফা করবে আমাদের সাথে। তোমার কী বলার আছে, রায়ান, ঝটপট বলে ফেল।'

ক্যাশ কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল ব্যাংকার। কর্কশ সুরে বলল, 'হ্যাঁ, করব, ইরা। এদিকে এসো তুমি।' ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে এক খণ্ড কাগজ ঠেলে দিল রায়ান।'

সন্দিগ্ধ মনে, ক্যাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্লেড। কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল, ক্রমশ কপালে উঠল চোখ। 'আজ, মনে হচ্ছে, সবারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এটা পাঁচশো ডলারের হ্যান্ড নোট।'

'তাই,' কাঠখোট্টা গলায় বলল রায়ান। 'সই কর।'

স্লেডের সামনে ঝনাৎ করে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা ফেলল ব্যাংকার। র‍্যাঞ্চার তার ধূলিমলিন টুপিখানা কপালের পেছনে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ সুমতি?'

'আমি চাই না আমার ব্যাংক লুট হোক।'

'এতে কাজ হবে না। আমরা ঠিক করেছি–'

'না, ইরা,' বাধা দিয়ে বলল রায়ান। 'তুমি আউট-ল না। আজ সেটা হওয়ার চেষ্টাও কোরো না। যাও, তোমার বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসো। ওদের সবাইকে আমি পাঁচশো ডলার করে ধার দেব। এতে তোমাদের শীতকালটা চলে যাবে। সেদিনই বলেছিলাম তোমাকে, পরিস্থিতি বদলাবে।'

'এতে তোমার ব্যাংক রক্ষা পাবে বলে মনে কর?'

কেইন এগিয়ে এসে দাঁড়াল স্লেডের পাশে। 'নাহ, তোমার মাথাটা আসলেই মোটা। কেন বুঝতে পারছ না তোমাদের টাকা ধার দিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে রায়ান। বুচার টের পেলে আস্ত রাখবে না ওকে।'

স্লেড তার দাড়ির জঙ্গলে হাত ঘষল, পালা করে কেইন আর রায়ানকে দেখছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'টাকা না হয় নিলাম, কিন্তু শর্তটা কী?'

'আছে, মাত্র একটা,' কেইন বলল। 'আমি পিয়ারসনের খোঁজে যাচ্ছি। এর ভেতরে যদি বুচার আসে একটা গোলমাল শুরু হয়ে যেতে পারে। শর্ত হচ্ছে, তুমি খেয়াল রাখবে তোমার লোকেরা যেন মাতাল না হয়। তবে শহরেই থাকবে তোমরা, লক্ষ রাখবে রায়ানের যেন কিছু না হয়।'

'ঠিক আছে,' বলে রায়ানের কাছ থেকে কলম নিল স্লেড, হ্যান্ড নোটে নিজের নাম সই করল।

ষোলো

শহর ত্যাগের আগে কেইন হোটেলে গেল। কেরানিকে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস বুচার আজ এসেছিলেন? কিংবা কাল রাতে?'

মাথা নাড়াল কেরানি। 'দেখিনি।'

ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল কেইন। রাফেলা যদি তার কামরায় এসে থাকে, সম্ভবত লুকিয়ে আছে যাতে ওর স্বামী ওর হদিস জানতে না পায়। চাইলে, ওর পক্ষে খুবই সম্ভব রাতের কোন এক সময়ে খিড়কি দিয়ে ঢুকে পড়া।

রাফেলার দরজায় নক করে কেইন কোন সাড়া পেল না। ইতস্তত করল ও, কান পাতল, কিন্তু এমন কোন শব্দ শুনতে পেল না যা থেকে ভেতরে একজন মহিলার উপস্থিতি প্রকাশ পায়। দরজার নব ঘোরাতেই তালা খুলে গেল। কপাট ফাঁক করে কেইন ডাকল, 'রাফেলা।' তবু কোন সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকল ও। লিভিং-রুমটা দেখে মনে হলো সবকিছুই আগের মতই আছে। ধীরপায়ে শোবার ঘরের দরজায় গেল কেইন, আবার ডাকল, 'রাফেলা।' শূন্য ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল ওর ডাক। শোবার ঘরের ভেতর উঁকি দিল কেইন। শূন্য, এরকম কোন আলামত নেই যা থেকে বোঝা যায় রাফেলা এসে তাড়াহুড়ো করে নিজের কাপড় গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এক মুহূর্ত কেইন দাঁড়িয়ে রইল ওখানে, দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাচ্ছে ওর ভেতর, বাথান ছেড়ে আসার পর রাফেলা শহরে আসেনি। স্ল্যাশ ট্রায়াঙ্গেলেও যাবে বলে মনে হলো না। রাফেলা যদি সত্যিই ডগড্যান্স ত্যাগ করে না থাকে, কাল রাতে অবশ্যই অন্য কোথাও মিলিত হয়েছে লরির সঙ্গে। সম্ভবত লুকিয়ে আছে ওরা–কোন লাইন কেবিন বা প্রসপেক্টরের পরিত্যক্ত কেবিনে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে লিভারি স্ট্যাবলে গিয়ে ঘোড়া ভাড়া করল কেইন। একটা বাদামি রঙের গেল্ডিং, দ্রুতগতিসম্পন্ন নয়, তবে ওর কাজ চলবে। উতে ক্রীকের রাস্তা ধরল ও, আধঘণ্টার ভেতর পৌঁছে গেল কেলসির খামারে।

বাসার পেছনের সবজিবাগানে কাজ করছিল মার্শাল। কেইন ওখানে হাজির হতে, কেলসি এগিয়ে এল ওর কাছে, দৃষ্টিতে সন্দেহ। 'হাউডি, কেইন,' বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মার্শাল।

'দলবল নিয়ে ব্লেড কিছুক্ষণ আগে শহরে এসেছে,' কেইন বলল। 'অবাক লাগছে?'

'না।' পকেট থেকে একচিমটি তামাক বের করে গালে ফেলল কেলসি, অস্বস্তিভরে দেখছে কেইনকে যেন বুঝে উঠতে পারছে এরপর কী ঘটবে। 'তুমি সেটাই জানাতে এসেছ আমাকে?'

'না, তবে ভাবলাম তোমার জানা দরকার। তুমি এখনও ইস্তফা দাওনি মার্শালের পদ থেকে।'

'না, তা দেইনি।'
'এ-দেশে থাকার ইচ্ছে তোমার?'
'অবশ্যই।'
'তা হলে শহরে যাও।'
হঠাৎ রাগে ফুঁসে উঠল কেলসি। 'আমাকে কী করতে হবে আমি ভালই বুঝি। তোমার হুকুমে চলব না আমি।'
'হুকুম না, কেলসি। একজন বন্ধুর পরামর্শ। এই রেঞ্জে বড়রকমের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। দুই নৌকায় যারা পা দেবে কপালে চরম দুঃখ আসবে তাদের।'
কেলসি তামাক চিবাল একটুক্ষণ, তারপর, 'ধন্যবাদ, আমি শহরে যাচ্ছি,' বলে চলে গেল ওখান থেকে।
'আমার এখানে থাকার ইচ্ছে আছে, কেলসি,' কেইন বলল গলা চড়িয়ে। 'সুতরাং বুঝতেই পারছ কোনরকম ঝগড়াঝাঁটি সহ্য করব না আমি।'
পাঁই করে ঘুরল কেলসি। 'আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি শহরে।'
'লুড পিয়ারসনকে দেখেছ এর মধ্যে?'
'না।'
'মিসেস বুচার, কিংবা অ্যাবনার লরিকে বোধহয় দেখেছ।'
লরি আর রাফেলা মলি পিয়ারসনের বাসায় নয়তো আউল-স্ হোলে আশ্রয় নেয়ার জন্য এ-পথে আসতে পারে ভেবে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল কেইন, ওর কথায় কেলসিকে চমকে উঠতে দেখে বুঝল ওর অনুমান ঠিক।
মনস্থির করতে একটু সময় লাগল কেলসির। তারপর হুঁশিয়ার গলায় জবাব দিল, 'না, দেখিনি। কেন?'
'এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।' মাথায় হ্যাট চাপাল কেইন, হাসছে। কেলসি, তোমার আর আজ শহরে যাওয়া হলো না। আমাকে মনে হচ্ছে আউল-স্ হোলে যেতেই হচ্ছে। অথচ জায়গাটা আমি চিনি না। তুমি আমার গাইড হবে।'
'দুঃখিত। আমি নিজেও চিনি না।'
কেইন মাথা ঝাঁকাল, যেন এরকম জবাবই আশা ছিল। 'আমারও দুঃখ হচ্ছে, কেসলি। শেষপর্যন্ত এই দেশে তোমার থাকা হবে না।
কেইন আউট-লদের গোপন ডেরায় যাচ্ছে শুনে কেন-যেন সাহস ফিরে পেল কেলসি। উদ্ধত গলায় বলল, 'তোমাকে আমি ভয় পাই না, কেইন। আগে পেতাম, কিন্তু এখন আর না। তুমি ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।'
'দেখা যাক,' বলে ক্রীকের ভাটিতে এগোল কেইন।
নদীর ধারে ছোটখাট খামার রয়েছে বেশকিছু। রাস্তার দুপাশেই খেত রয়েছে। কোন-কোনটাতে খড় শুকোচ্ছে, অন্যগুলোতে ভুট্টা জন্মেছে, এখনও কাটা হয়নি। প্রতিটা বাড়ির পেছনেই শোভা পাচ্ছে সবজিবাগান।
ক্যানিয়নের ভেতরটা বেশ গরম, রোদে কেইনের পিঠ পুড়ে যেতে লাগল। শেষমেশ অতিষ্ঠ হয়ে থামল ও, গা থেকে শীপস্কিনের জ্যাকেট খুলে বেঁধে রাখল

স্যাডলের পেছনে। মেসার এই অঞ্চলটা, কেইন ভাবল, বুচারের উচ্চাভিলাষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যে-পক্ষই জয়লাভ করুক, এখানে যে-ফসল আর শাকসবজি উৎপন্ন হয় তার বাজার সবসময়েই থাকবে।

কেইন যখন একটা ঝুপড়ির সামনে রাশ টেনে এক কৃষককে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'মলি পিয়ারসনের বাসা কোনটা?' তখন সবে বিকেল হয়েছে।

উবু হয়ে বাগানের গাজর কাটছিল লোকটা, প্রশ্ন শুনে সোজা হলো, দুঠোঁট পরস্পর চেপে বসেছে। একটুক্ষণ কেইনকে মাপল সে, ঘৃণা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করছে না। তারপর বিরক্ত কণ্ঠে, 'পরের বাড়িটাই,' বলে আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কেইন এগিয়ে চলল, হাসছে আপনমনে। সন্দেহ নেই ওই কৃষক, এবং সম্ভবত এদিককার কেউই পছন্দ করে না পিয়ারসনদের; তবে ওদের বাসায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত এর কারণ ওর বোধগম্য হলো না।

খানিকদূর যাওয়ার পর ছোট্ট সাদা একটা কেবিন চোখে পড়ল কেইনের। বাসার সামনে রাশ টেনে ও ডাকল, 'কেউ আছ ভেতরে?'

সাড়া পেল না ও, তবে দেখল সামনের জানালার পর্দার পাশ দিয়ে চকিতে একটা নারীমুখ উঁকি দিল। উপত্যকা এই অংশে নেহাত অপ্রশস্ত, বাসার পেছনে ছোটখাট বাগান আর ক্রীক বরাবর লম্বা একফালি খেত রয়েছে। বাসা থেকে অল্পটাক দূরে ছোট্ট বার্ন, তার পাশে পোল কোরাল। খেতের শেষমাথায় খাড়া ওপর পানে উঠে গেছে পাথুরে দেয়াল। কেইন ধারণা করল মলির সংসার চলার মত পর্যাপ্ত চাষাবাদের জমি এখানে নেই।

দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এল এক মহিলা। মদির গলায় ডাকল, 'বাইরে কেন, ভেতরে এসো।'

দ্বিধায় পড়ল কেইন। মনে হচ্ছে না কাছেপিঠে আর কেউ আছে, তা ছাড়া ওর ধারণা লুড পিয়ারসন যদি গোলমাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায় এখানে সে বেশিক্ষণ থাকবে না। তবু, সাবধানীর মার নেই বলে, ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একা?'

'আলবত। না হলে তোমাকে চলে যেতে বলতাম।'

নেমে হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল কেইন। মহিলা এগিয়ে এল ওর কাছে। কেইন আন্দাজ করল ওর বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক হবে, মাঝারি উচ্চতা, উজ্জ্বল সোনালি চুল। অলস জীবনযাপন করলে যা হয়, মেদ জমেছে শরীরে, তবে চেহারা এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

'চমৎকার দিন, তাই না?' আবার সেই মদির গলা।

'মোটামুটি,' বলে ওর সাথে বাসার দিকে এগোল কেইন।

ওরা ভেতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করল মেয়েটা, বলল, 'গলা ভেজাবে নিশ্চয়?'

চারপাশে নজর বোলাল কেইন। অপরিসর কামরা, তবে পরিপাটি করে গোছানো। মেঝেতে কোথাও ময়লার দাগ নেই, দেয়াল লাল কাগজে মোড়া। শোবার ঘরের দরজা খোলা ছিল, সাদা বেড কভারে ঢাকা একটা খাট চোখে

পড়ল কেইনের। এবার সে বুঝতে পারল কেন মলি পিয়ারসনের বাসার ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় ঘৃণার ছাপ ফুটেছিল সেই কৃষকের চেহারায়।

কেইনের খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিল মহিলা। ওর বাহুতে বুকের ঘষা দিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে ঘুরল সে। কেইন বলল, 'না, আমি গলা ভেজাতে আসিনি। তুমি মলি পিয়ারসন?'

ঝট করে ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো মলি, ভুরু কুঁচকে আছে। 'অবশ্যই। আমাকে যদি না-ই চিনবে তা হলে তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। লুড কোথায়?'

পিছিয়ে গেল মহিলা, হালকা নীল চোখে সতর্কতার আভাস। 'এখানে যদি তোমার কোন কাজ না থাকে–'

'কাজ আছে, ম্যাম। লুড কোথায়?'

'কে তুমি?'

'কেইন।'

একটা দোলনা চেয়ারে আচমকা ধপ করে বসে পড়ল মলি, যেন ওর দেহের ভার আর সইতে পারছিল না ওর হাঁটুজোড়া। 'কেইন!' অস্ফুট সুরে বলল। 'তুমি জো-কে খুন করেছ।'

কেইন জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না। শুধু আবার জিজ্ঞেস করল, 'লুড কোথায়?'

মলি উঠে পেছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'ওপাশের ওই পাইন গাছটার নীচে জোয়ের কবর। ওকে মেরেই কি তোমার পিপাসা মেটেনি?'

'লুডকে মারব না। ধরে নিয়ে যাব শহরে। ওকে জেরা করলেই জানা যাবে এই মেসায় সব গোলমালের হোতা কে?'

'তা বোধহয় যাবে,' আপনমনে বলল মলি। 'কিন্তু ও তো এখানে নেই। আউল-স্ হোলে। বুচারের বউ আর লরিও আছে ওর সঙ্গে।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা বের করল কেইন, টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। 'আউল-স্ হোল আমি চিনি না। ওই টাকাগুলো দিলে তুমি আমার গাইড হবে?'

লোলুপ দৃষ্টিতে টাকার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা। 'অনেক টাকা,' অস্ফুট স্বরে বলল, 'সত্যি দেবে?'

'দেব।'

'তা হলে যাব।'

সতেরো

কেইন আশা করেনি মলি ওর প্রস্তাবে রাজি হবে। তাই সোনার দিকে যখন হাত বাড়াল ও, কেইন চট করে আগে বেড়ে টাকাগুলো পকেটস্থ করল। 'এখন না, ফিরে আসি আগে। আমি ভুলিনি তুমি লুডের বোন।'

'ভুলে যাও,' মলি ঝলসে উঠল, 'ওর জন্যই আজ আমার এই হাল। মুরোদ নেই, খালি কথা।'

'তবু।'

ভুরু কোঁচকাল মলি, তারপর ঢিল পড়ল মুখের পেশীতে। 'বেশ। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ঠকাবে না।'

শোবার ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে ফিরে এল মলি। দুজনে মিলে রওনা হলো আউল-স্ হোলের উদ্দেশে। মলির ঘোড়াটা একটা খয়েরি রঙের মেয়ার, জবুথুবু ভঙ্গিতে মহিলা বসেছে স্যাডলে। নীরবে ওকে অনুসরণ করছে কেইন। মলি পিয়ারসনের মত কোন মহিলার সাথে আজতক পরিচয় হয়নি ওর, সম্ভবত আর কখনও হবেও না। রাফেলা বুচারকে মনে পড়ল ওর, ভাবল মহিলা এখন নিজের ভুলের জন্য পস্তাচ্ছে কিনা। যদি এখনও আক্ষেপ না করে, ভবিষ্যতে অবশ্যই করবে। ব্ল্যাক গ্যারিটির লোভের ফাঁদে আটকা পড়েছিল ও; স্বামীর কাছে ওর চাহিদা পূরণ না হওয়ায় ছুটে গেছে লরির কাছে, এখন ওর বা লরির কারোরই পালাবার কোন পথ নেই।

রাফেলাকে মন থেকে সরাল কেইন, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ভাবতে লাগল। পিয়ারসন যদি হাইড-আউটে একা থাকত তেমন একটা ঝামেলা পোয়াতে হত না কেইনকে, কিন্তু লরি ওর সঙ্গে থাকায় সমস্যা জটিলাকার ধারণ করেছে। দুজনেই মারাত্মক খল, একের সাহসের ঘাটতি অন্যে পুষিয়ে দেবে।

মলি আর কেইন ডেভিল রিভার ক্যানিয়নে পৌঁছাল। সামনে ট্রেইল ঢেউ খেলে নেমে গেছে নীচে। ওদের বাঁয়ে উতে ক্রীক, প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে একটা ক্লিফের ওপর সশব্দে আছড়ে পড়ছে ঝরনার পানি। কোনদিকে না তাকিয়ে, সোজা নীচের ট্রেইল ধরল মলি, নদীতে পৌঁছে তবে থামল।

'পাহাড়ে চড়তে ভয় করে না আমার,' কেইনকে বলল ও, 'কিন্তু নামতে করে।'

নদীটা জরিপ করছিল কেইন, এই অংশে চওড়া, স্রোত কম। 'অনেক পানি?'

মলি ঘাড় নাড়াল। 'না।' অপর পাশে, প্রায় পঞ্চাশ ফুট ভাটিতে বড় একটা কটনউড দেখাল ও। 'ওই গাছ বরাবর এগোও, পানি তোমার ঘোড়ার পেট অবধি পৌঁছাবে না। এখান দিয়ে পার হওয়াই সবচেয়ে সোজা।'

পশ্চিমে হেলে-পড়া সূর্যের দিকে তাকাল কেইন। গতরাতের ঠাণ্ডা আর

তুষারপাতের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। এরকম পাহাড়ি এলাকায় মূলত উচ্চতার ওপর নির্ভর করে সেখানকার আবহাওয়া কেমন হবে। বুঝতে পারল কেইন কেন শীতকালে মোর‍্যানের জমিতে গরু চরাতে চেয়েছে জ্যাকুলিন, বা মেসার পশ্চিমের উপত্যকা দখল করতে চায় বুচার।

'চল, এগোই,' কেইন বলল। 'আর কদ্দূর?'

'বেশি না,' মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যানিয়নের উত্তর দেয়ালটা দেখাল মলি। 'ওর পেছনেই। না পৌঁছা অবধি তুমি কিছু বুঝতেই পারবে না।'

নদীতে নামল ওরা, মলি সামনে রয়েছে, তারপর কোনাকুনিভাবে ক্যানিয়নের ওপাশের দেয়ালে উঠল। এই ট্রেইলটাও একরকম আগেরটার মতই, লাল ধুলো উড়ছে ওদের আশপাশে, চড়াই ভাঙতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে ঘোড়াগুলো, হাঁপাচ্ছে।

'পেলে জায়গাটা দেখতে?' মলি প্রশ্ন করল।

রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলাল কেইন। উত্তরে ক্রমশ খাড়া হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে মাটি। স্ক্রাব ওকের গভীর জঙ্গল রয়েছে ওখানে।

মাথা নাড়াল ও। 'নাহ্।'

'আউট-লরা ছাড়া বাইরের বিশেষ কেউ চেনে না জায়গাটা।' আচমকা ডানে বাঁক নিল মলি। দেয়ালের কিনার থেকে গজ পঞ্চাশেক যেতেই আউল-স্-হোল চোখে পড়ল ওদের। সামনে ঘন ঝোপঝাড় থাকায় একেবারে ক্লিফের মুখ অবধি না যাওয়া পর্যন্ত কেউ বুঝতেই পারবে না ওখানে পাহাড়ের গায়ে ফাটল রয়েছে একটা। ট্রেইল এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেছে। মাথা-সমান ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে নীচের পথ ধরল ওরা। পাঁচ মিনিট পর হাইড আউটের সমতল মেঝেতে রাশ টেনে মলি বলল, 'এসে গেছ মিস্টার। এবার তোমার কাজ তুমি কর।' কান খাড়া করল ও, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কেইনের দিকে। 'তবে আমার মনে হয় না লুড যেতে চাইবে তোমার সাথে।'

'যাবে,' কেইন বলল।

মুখ বাঁকাল মলি। 'কী জানি, তবে আমার পাওনাটা এখনই দিয়ে দিলে পারতে।'

'ফিরে গিয়ে দেব,' কেইন বলল। 'টাকা পাওয়ার ইচ্ছে থাকলে, তুমি লক্ষ রাখবে আমি যেন ফিরতে পারি।'

'অসম্ভব, মিস্টার। লুড কোথায় আছে আমি দেখিয়ে দেব, কিন্তু ওকে খুন করার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করব না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, কান পেতে আছে, কিন্তু কোন জনমানবের সাড়া পেল না। ও এখন যেখানে আছে সেখান থেকে বুঝতে পারছে না লুড কোথায় থাকতে পারে, কিংবা আউট-লদের এই গোপন ডেরাটা কত বড়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ক্যানিয়নটা বেশ দীর্ঘ এবং সরু, দুপাশে খাড়া বেলেপাথরের দেয়াল। ওদের মাথার ওপর ক্লিফের চূড়া ক্যানিয়নের ভেতর দিকে বাঁকা হয়ে আছে, ফলে আকাশটাকে দেখাচ্ছে নীল একটা ফিতের মত।

সূর্য, কেইন অনুমান করল, দুপুরের দিকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। সব মিলিয়ে খুব সুখকর পরিবেশ নয়।

'সামনে যাও,' মলি বলল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে, 'ওদের দেখতে পাবে।'

মলির চোখের পানে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল কেইন, আশঙ্কা হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তেই হয়তো লুড পিয়ারসন তার পিস্তল তাক করছে ওর দিকে। মলিকে বিশ্বাস করতে পারছে না কেইন, এমনকী একশো ডলারের বিনিময়েও না। থেমে-থেমে ও বলল, 'লুডকে খুন করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ মরা মানুষ কথা বলে না। অথচ ওকে আমার কথা বলাতে হবে। তুমি তাতে সাহায্য করতে পার আমাকে।'

'না। ওটা তোমাকে একাই করতে হবে। তবে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি। ঘোড়া এখানে রেখে হেঁটে যাও।'

এটা মলির কোন চাল হতে পারে, কেইন ভাবল। হয়তো ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে ওর ঘোড়া নিয়ে পালাতে চাইছে। আবার, সম্পূর্ণ ভাল মনেও কথাটা বলে থাকতে পারে ও। টাকার প্রয়োজন আছে ওর, তা ছাড়া ভাইকে যে ও দুচোখে দেখতে পারে না সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেইনের বোঝা ভুল না হয়ে থাকলে, লুড মারা গেলেই বরং মলি লাভবান হবে বেশি—লুডের কেবিন বেচে দিয়ে টাকাপয়সা-সহ চলে যেতে পারবে অন্য কোথাও।

ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ছেড়ে রাখল কেইন। 'তুমি থাকছ এখানে?'

'আলবত। খানিক পর গিয়ে ঘোড়ার পিঠে তোমার লাশ তুলে শহরের পথ ধরব।'

'মনে হয় না তোমার আশা পূরণ হবে।'

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ঝটপট পরখ করে দেখল কেইন গুলি ভরা আছে কিনা, তারপর আবার যথাস্থানে রেখে দিল। আলতো পায়ে ট্রেইল ধরে এগোল ও, বিপদের আশঙ্কায় পাকস্থলির ভেতর পাক দিচ্ছে।

পিয়ারসন আর লরি ছাড়াও, আরও অনেক লোক এখানে থাকা বিচিত্র না। মলি হয়তো ধাপ্পা দিয়েছে, কিংবা ওর সেটা জানা নাও থাকতে পারে। যদি সত্যিই আরও লোক থেকে থাকে, পাহারার বন্দোবস্ত করবে ওরা। কেইন জানে কোন্ ধরনের লোক এরকম হাইড-আউটে আশ্রয় নেয়; জানে পলাতক জীবনে ভয় ওদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়।

উবু হয়ে ট্রেইল পর্যবেক্ষণ করল কেইন। বেশিক্ষণ হয়নি দুটো ঘোড়া গেছে এ-পথে। ওগুলো নিশ্চয় রাফেলা আর লরির। সম্ভবত আরও আগে থেকে পিয়ারসন আছে এখানে। কেইন এগিয়ে চলল, ভাবছে আর কতদূর যেতে হবে এভাবে।

যে-মুহূর্তে মলির দৃষ্টিসীমার আড়াল হলো, ঝট করে ট্রেইল থেকে সরে গেল ও, একটা স্ক্রাব ওকের তলায় মাটি কামড়ে মরার মত পড়ে রইল কয়েক মিনিট। এখন লাকড়ি পোড়ার গন্ধ পাচ্ছে ও। এর অর্থ, ওদের কেবিনটা আর বেশি দূরে নেই। লরি আর রাফেলা, অথবা হয়তো তিনজনেই একত্রে ডিনার খাচ্ছে।

বুকে হেঁটে এগোল কেইন, থেমে কান পাতল। আউট-স্ হোলের তলদেশ মোটামুটি উষ্ণ, এবং খটখটে। বোধহয় গেল কয়েক হপ্তার মধ্যে বৃষ্টি হয়নি। ও যখনই নড়াচড়া করছে, শরীরের চাপে মচ্ শব্দে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ওক পাতা। অখণ্ড নীরবতার মাঝে ওর কানে অসম্ভব জোরাল শোনাচ্ছে সেই আওয়াজ। এখন ক্যাম্পের প্রায় কাছে চলে এসেছে ও, ঝোপের ফাঁক দিয়ে ক্যাম্পফায়ারের আলো দেখতে পাচ্ছে। আরও দশ কদম যাওয়ার পর ছোট্ট একফালি ফাঁকা জমির কিনারে পৌঁছাল সে; একটা কেবিন, ঘোড়া রাখার ছাউনি আর পোল কোরাল চোখে পড়ল।

পিস্তল বের করল কেইন, কেবিনের পাশের দেয়াল লক্ষ্য করে দৌড়ে যেতে চাইছিল। ঠিক তখনই পেছনে এক লোকের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল।

আঠারো

পয়লা চোটে কেইনের মনে হলো লরি নয়তো পিয়ারসন ওর পেছনে রয়েছে, সম্ভবত ওদের কেউ একজন ট্রেইল পাহারায় ছিল, এবং কোন কারণবশত মলি আর ওর এখানে ঢোকা দেখতে পায়নি। পিস্তল হাতে ট্রেইলে পা রেখেই সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল ও। এরকম অবস্থায় কোন পাহারাদারই এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হবে না। আরেকটা ব্যাখ্যা আছে এর। পাহারাদার নিশ্চয় চেনে না কেইনকে, ফলে মলির সাথে দেখে ধরে নিয়েছে ও-ও কোন ফেরারি আউট-ল হবে, আউল-স্ হোলে আশ্রয় নিতে আসছে।

লোকটা দৃষ্টিসীমায় এল, কেইনের অপরিচিত। বেঁটে, ছুঁচোল মুখ, কালো কুঁতকুঁতে চোখ, সম্ভবত এখানে যখন কোন ফেরারি থাকে, পাহারার জন্য ওকে ভাড়া করে পিয়ারসনরা। পিস্তল ছিল লোকটার হাতে, কেইনকে একনজর দেখেই তাক করল।

মনে-মনে গাল বকল কেইন, জানে পিয়ারসন আর লরিকে চমকে দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। গুলি করল ও, গোড়ালির ওপর পিছিয়ে গেল পাহারাদার, ওর বুলেট উড়ে চলে গেল কেইনের কানের পাশ দিয়ে।

থমকে দাঁড়িয়েছে পাহারাদার, কেইনের বুলেটের ধাক্কায় টলছে, বাঁ হাতখানা আপনাআপনি চেপে বসেছে আহত পাঁজরের ওপর। অতিকষ্টে টাল সামলাল ও, গুলি করল আবার; এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কেইনের দ্বিতীয় বুলেট ওর বুকে আঘাত হানল, হুড়মুড় করে দু'কদম পিছিয়ে গেল লোকটা, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মাটিতে, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল।

লোকটা মরেছে কিনা জানতে সময় ব্যয় করল না কেইন। গোড়ালির ওপর ঘুরেই, কেবিন লক্ষ্য করে ছুটে গেল। পানির বালতি হাতে এই সময় কেবিনে ঢুকছিল লুড পিয়ারসন। কেইনকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, ঝাঁপ দিল দরজার ভেতরে, ওর পায়ের ধাক্কায় বালতি কাত হয়ে অধিকাংশ পানি ছলকে

পড়ল। ইতিমধ্যে কেবিনের পুব দেয়ালের ধারে পৌঁছে গেছে কেইন, হাঁপাচ্ছে, এপাশে কোন জানালা না থাকায় নিজের ভাগ্যকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল ও। একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল কেইন, কান খাড়া, তারপর খালি টোটা ফেলে দিয়ে সিলিন্ডারে গুলি ভরল নতুন করে।

'পিয়ারসন,' ডাকল ও।

সাড়া এল না। আবার চিৎকার করল কেইন, 'পিয়ারসন!' তবু কোন শব্দ নেই কেবিনের ভেতরে। উদ্যত পিস্তল হাতে সামনের কোণের দিকে সরে গেল ও। টুপি খুলে কোণের ব্যারেলের মাথায় ঝুলিয়ে দিল সে, ঠেলে দিল সামনের দিকে যেন দরজা থেকে দেখা যায়। যখন কিছুই ঘটল না, আবার মাথায় টুপি চাপিয়ে উঁকি দিল কোনা থেকে। কেউ নেই।

'পিয়ারসন,' কেইন ডাকল। 'তোমাকে আমি ডগড্যান্সে নিয়ে যাব। তুমি সবাইকে বলবে মোর‍্যানের স্টেজ স্টপে আসলে কী ঘটেছিল।'

'কেইন,' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল রাফেলা।

'কী?'

'পিয়ারসনকে ধরতে তুমি ভেতরে এসো না। আমি চোট পাব।'

'তা হলে ওকে দুহাত তুলে বাইরে আসতে বল।'

'জাহান্নামে যাও,' খেঁকিয়ে উঠল পিয়ারসন। 'আমি বেরোলেই তুমি আমাকে শেষ করবে।'

'আমি জবানের বরখেলাপ করি না,' কেইন বলল। 'তুমি তা ভালই জান।'

'আমি বেরোব না। ইচ্ছে হলে তুমি ভেতরে আসতে পার।'

রাফেলার কথা ভেবে একটু ইতস্তত করল কেইন। তারপর হাঁক দিল, 'রাফেলা, তুমি বাইরে আস।'

ফের নীরবতা নামল, কেইন বুঝল বাইরে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই রাফেলার। তা ছাড়া লরি আর পিয়ারসন সেই সুযোগ দেবে না ওকে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ওরা ওকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করবে। তারপর পেছনে ক্ষীণ একটা শব্দ শুনল ও, কাঠের গায়ে বুট ঘষা খেলে যে-রকম আওয়াজ হয় তেমনি। ওদের কেউ একজন পেছনের জানালা দিয়ে বাইরে আসছে।

'ঠিক আছে, কেইন,' চিৎকার করে বলল পিয়ারসন। 'আমি আসছি খালি হাতে। গুলি কোরো না।'

ঝটিতি ঘুরেই পেছন দিকে এগোল কেইন, জানে পিয়ারসন ধাপ্পা দিচ্ছে, ওরা ওকে ক্রসফায়ারে ফেলার তাল করছে। এরকম কিছু ঘটতে পারে ও আশা করেনি; ওর ধারণা ছিল লুড বা লরি কারোরই সাহস হবে না ওর মুখোমুখি হওয়ার। জানালা দিয়ে সবে বাইরে এসেছে লরি এই সময়ে কেবিনের পেছনের কোণে পৌঁছাল কেইন। পরস্পরের এত কাছাকাছি রয়েছে ওরা যে মিস্ করার প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রথমবারের মত লরির ভাবলেশহীন মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটল। ও আশা করেছিল পিয়ারসনের কথায় কেবিনের সামনেই থাকবে কেইন।

ত্বরিত প্রতিক্রিয়া হলো কেইনের। একপাশে ঝাঁপ দিল ও, একই সাথে গুলি করেছে। বুকে গুলি লাগল লরির, এর এক সেকেন্ড পর ওর বুলেট কেইনের

কোটের বাঁ আস্তিন ভেদ করল। মাটি স্পর্শ করেই একটা গড়ান দিল কেইন, লরির দিকে পিস্তল তাক করে উঠে বসল। কিন্তু ততক্ষণে লড়াই শেষ, লরি পড়ে আছে উপুড় হয়ে।

'লরি, কেল্লা ফতে?' জিজ্ঞেস করল পিয়ারসন।

কেবিনের সামনে এসে কেইন দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পিয়ারসন, হাতে পিস্তল, দোনোমনো করছে, যেন বুঝতে পারছে না কী করবে।

'অস্ত্র ফেলে দাও,' কেইন আদেশ করল।

পিয়ারসন দিশেহারা হলো আতঙ্কে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে পিস্তল উঁচু করল। ওদিকে কেবিনের ভেতরে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে রাফেলা। আবারও পরিস্থিতির শিকার হলো কেইন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুলি করল। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল পিয়ারসন, শিথিল মুঠি থেকে পিস্তল খসে পড়ল। ওই অবস্থায় একটুক্ষণ টলমল করল ও, তারপর ধপাস করে লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। ওর মুক্তো রঙের স্টেটসন হ্যাট স্থানচ্যুত হয়ে পাশেই গড়াগড়ি যেতে লাগল।

তখনও চেঁচাচ্ছিল রাফেলা। পিস্তল খাপে রেখে, লুডের লাশ টপকে কেবিনে ঢুকাল কেইন। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মহিলা, মুখ হাঁ, বিস্ফারিত চোখ দুটো কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কেইন প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিল ওকে, বলল, 'চুপ কর। চুপ কর।' রাফেলাকে ধরে বসাল ও। ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হলো রাফেলা, কাঁদতে শুরু করল। কেইন নীরবে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল, ব্ল্যাক গ্যারিটি আর বিল বুচারের ওপর অসীম ঘৃণায় ছেয়ে আছে মন, উপলব্ধি করছে এই মহিলার প্রতি কী নিদারুণ অন্যায় করেছে ওরা, অথচ সুযোগ পেলে এই রাফেলাই যে-কোন পুরুষকে ভালবাসায় ভরিয়ে তুলতে পারত।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল বের করল রাফেলা, চোখ মুছল। তারপর, নতমুখে নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাবনার?'

'মারা গেছে।'

'জানি,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল রাফেল। 'তুমি একটা শয়তান, কেইন। আমাদেরকে একা থাকতে দিলে না কেন?'

'কী আশা করছিলে, পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে আমি মরব?'

কেইনের চোখে চোখ রাখল রাফেলা, দৃষ্টিতে ঘৃণার আগুন। 'অ্যাবনার আমার ছিল, কেইন। এখন নিজের বলতে আমার আর কিছুই থাকল না।'

'আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব,' কেইন বলল। 'এখানে তুমি থাকতে পারবে না।'

চুপ করে রইল রাফেলা। যেন নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে কেইনের দিকে, দুই গাল বেয়ে অশ্রু নেমেছে। ঘুরে বাইরে রেরিয়ে গেল কেইন। কোরালে ছিল গ্যারিটির ঘোড়া। জিন চাপিয়ে ঘোড়াটাকে কেবিনের সামনে নিয়ে এল ও। তখনও ভেতরে বসে আছে রাফেলা, দেখে মনে হয় না নড়াচড়া করেছে। কিন্তু কেইন যখন কাছে গেল ডান হাতখানা তুলল ও, তাতে ছোট্ট একটা পিস্তল ধরা, কাঁপছে থরথর করে।

ওর হাত থেকে পিস্তলটা আলগোছে ছিনিয়ে নিল কেইন। বলল, 'আমাকে অভিশাপ দাও। তবে একদিন বুঝবে লরিকে মেরে আমি ভালই করেছি। ও তোমার যোগ্য ছিল না, রাফেলা।'

'আমাকে তুমি ডগড্যান্সে নিয়ে যাবে,' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে রাফেলা বলল। 'বিল–'

ওর কাছে তোমার যাওয়া লাগবে না। আমরা অন্য ব্যবস্থা করব।' দরজার দিকে ইশারা করল কেইন। 'চল, যাওয়া যাক। আর কেউ আছে এখানে?'

'একজন। পাহারাদার।'

'ও কারোকে বিরুক্ত করবে না।'

উঠে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগোচ্ছিল রাফেলা। কেইন থামাল ওকে, দ্রুতহাতে ওর কোটের পকেট তল্লাসি করল, কিন্তু আর কোন অস্ত্র পেল না।

'যতদিন বাঁচব, আমি তোমাকে ঘৃণা করব,' রাফেলা বলল। 'তুমি জান না আজ তুমি আমার কী ক্ষতি করেছ।'

ডেনভার থেকে মেন্টেরোসায় আসার সময়ে ট্রেনের কামরায় রাতে যে-স্বপ্ন দেখেছিল কেইন, ওর হাতে যেসব লোক নিহত হয়েছে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে, এবার চকিতে সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল ওর। কোল্যাটাসে ট্রেন ত্যাগ করার পর থেকে এ-পর্যন্ত চারজনকে হত্যা করেছে ও, এখন ওদের প্রেতাত্মারা অন্যদের সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে হাত মেলাবে।

'বেশ তো, কর,' রুক্ষ সুরে বলে রাফেলাকে নিয়ে বাইরে এল ও। রাফেলা দেখল পিয়ারসনের লাশ পড়ে আছে কেবিনের ধারে। থমকে দাঁড়াল ও, এক হাত উঠে আসছে গলার কাছে। বিদঘুটে একটা আওয়াজ বেরোল ওর গলা চিরে, মূর্ছা গেল। কেইন ধরে ফেলল ওকে, লরির লাশ ওকে দেখতে হয়নি বলে ধন্যবাদ দিল নিজের ভাগ্যকে। রাফেলাকে বাইরে শুইয়ে দিয়ে, লাশ দুটো কেবিনের ভেতর রেখে এল ও, দরজায় শেকল তুলে দিল। তারপর রাফেলার অসাড় দেহখানা সামনে রেখে, গ্যারিটির ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল কেবিনের উঠন ছেড়ে।

যেখানে পড়েছিল, ট্রেইলের সেখানেই পড়ে আছে পাহারাদার। কেইন ওকে পাশ কাটিয়ে আবার ট্রেইলে ফিরে এল। এক মিনিট পর মলি পিয়ারসনের দেখা পেল ও, ক্যানিয়নের দক্ষিণ দেয়ালের গোড়ায় ওর মেয়ারের লাগামহাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার ভাই আর লরি মারা গেছে,' বলে ওর পাওনা মিটিয়ে দিল কেইন। 'আমি দুঃখিত।'

'আমার কিন্তু একটুও দুঃখ হচ্ছে না,' মলি বলল। 'এরকম কিছুই পাওনা ছিল লুডের। ও সবসময় জো আর আমাকে ব্যবহার করেছে, আর লাভের বড় অংশটা নিয়েছে নিজে।'

উনিশ

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যখন নদীর কাছে পৌঁছাল ওরা, রাফেলা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল। 'এবার আমি একাই চালাতে পারব,' বলল ও।

রাশ টেনে ওকে নামিয়ে দিল কেইন। নিজেও নামল, দেখছে নদীর পাড়ে হাঁটু গেড়ে বসে হাত-মুখ ধুচ্ছে রাফেলা। সূর্য ডুবে গেছে. ক্যানিয়নের নীচে আলো বিশেষ নেই। রাফেলা উঠে কান্না ভেজা রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। কেইনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়, 'তোমার বিশ্বাস আমিই দায়ী সবকিছুর জন্য, তাই না?'

ওর বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে কেইন বলতে পারল না ঠিক একথাটাই ও আর জ্যাকুলিন হার্ভের ধারণা করেছিলাম। তবে এখন ওর মনে হচ্ছে ওদের সেই ধারণা ভুল। সম্ভবত ব্ল্যাক গ্যারিটি কিংবা বুচারই দায়ী।

'না,' শেষমেশ বলল ও। 'তোমার একার না। আমরা সবাই ভুল করি।'

'যেমন আমি করেছি বিলকে বিয়ে করে,' তিক্ত সুরে বলল রাফেলা। 'এখন ওর কাছেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'না। তুমি কী চাও তাই বল?'

'পালাতে। কিন্তু আমার কাছে টাকাপয়সা নেই।'

'তা হলে কাল রাতে যে আমাকে দিতে চেয়েছিলে?'

'ব্ল্যাকের কাছ থেকে নিতাম।'

'আমাকে তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন?'

'সবটাই লরির প্ল্যান,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল রাফেলা। 'স্লেড বিশ্বাস করেছিল ওকে। যখন লড়াই শুরু হত, বুচারকে মারার ব্যবস্থা করত লরি, ও মরলে আর কোন সমস্যাই থাকত না।'

কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মেয়েটা। কেইনের কোন সন্দেহ নেই। ও বলল, 'কিন্তু লরি একটিবারও ভেবে দেখেনি হোমস্টেডারদের কপালে কী ঘটবে এর ফলে। বুচারকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল ও যাতে বাঁধ দিয়ে লোকজনের কাছে পানি বেচতে পারে।'

'তুমি কী করে জানলে?' রাফেলা অবাক। 'এক আমি ছাড়া এ-ব্যাপারে ও আর কারও সাথে আলাপ করেনি।'

'নিছক অনুমান। তোমার সাথে চুক্তি করব। লরির ব্যাপারে পিয়ারসন এখন আর কিছু বলতে পারছে না স্লেডকে, কাজেই তুমি বলবে। বিনিময়ে তোমার একটা হিল্লে আমি করে দেব।'

'না,' ডুকরে উঠল রাফেলা। 'অ্যাবনার মারা গেছে। ওর সুনাম আমি নষ্ট করতে পারব না।'

'সুনাম ওর কোনকালেই ছিল না,' কেইন বিরক্ত। 'শুরু থেকেই এই ভুলটা

করে আসছ তুমি। একমাত্র তুমি ছাড়া মেসার অন্য সবাই বিশ্বাস করে লরিই খুন করেছে ওর বাপকে। বুচারের বিরুদ্ধে মদত জোগানোর আশ্বাস না দিলে, স্লেডও ওকে বিশ্বাস করত না।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রাফেলা। 'আমার বিশ্বাস হয় না অ্যাবনার ওর বাবাকে খুন করেছে।'

'তুমি বিশ্বাস কর না কারণ তুমি ওকে ভালবেসেছিলে। এখন ওর জন্য তোমার নিজের জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল রাফেলা, বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

'এখন পারবে রওনা হতে?'

'পারব।'

ওরা যখন ডগড্যাঙ্গে পৌঁছাল হোটেল আর তিনটে স্যালুনেই তখন বাতি জ্বলছে। কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার চোখে পড়ল কেইনের। একমাত্র বেলা ইউনিয়নের হিচ রেইলে-বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া ছাড়া সদর রাস্তা একদম ফাঁকা।

বেলা ইউনিয়নের সামনে থামল ওরা, কেইন বলল, 'তুমি অপেক্ষা কর, আমি স্লেডকে ডেকে আনছি।'

স্যাডল থেকে নামল ও, রাফেলা অপলকে চেয়ে আছে স্যালুনের দরজার দিকে। হিচ রেইলের কোনা ঘুরে কেইন যখন ফুটপাতে উঠল তখন ও নিশ্চিত হতে পারছিল না শেষপর্যন্ত রাফেলা তার প্রতিশ্রুতি রাখবে কিনা। স্যালুনে ঢুকল কেইন। স্লেড আর প্যাডি রায়ান গল্প করছিল বারে দাঁড়িয়ে। অন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, বেশির ভাগই তাস পিটাচ্ছে। কেইন ডাকল, 'স্লেড, শুনে যাও।'

পাঁই করে ঘুরল স্লেড, অবাক হয়েছে। 'তুমি এসে গেছ তা হলে।'

'শোন, এদিকে,' কেইন আবার ডাকল।

স্লেড এগিয়ে এল কাছে, পেছনে রায়ান। থমথমে নীরবতা নেমেছে ঘরে, সবগুলো চোখ কেইনের ওপর স্থির, তারপর ওরা একে একে ওর আশেপাশে জড় হতে শুরু করল।

'চালির সাথে কথা হয়েছে?' কেইন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। জ্যাকির সাথেও আলাপ করেছি।'

'এবার বিশ্বাস হয় আমাকে?'

'হয়, তবে লরি–'

'এস আমার সঙ্গে।' ব্যাটউইং ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল কেইন।

রাফেলা একচুল নড়েনি। হিচ রেইলের কোনা ঘুরে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল কেইন। বলল, 'শোনাও ওদের।'

গালে হাত রাখল রাফেলা, কাঁপছে, যেন পাহাড় থেকে নেমে আসা হিমেল হাওয়া ছুরি চালাচ্ছে ওর শরীরে। ওদের দিকে তাকাল ও, রায়ানকে চিনতে পেরে হাউমাউ করে বলল, 'প্যাডি, আমি–' গলা বুজে আসায় মাঝপথে থেমে গেল রাফেলা।

'লরি সম্পর্কে তুমি কতটা জান?' রায়ান প্রশ্ন করল।

'ওর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিলকে খতম করা,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে

বলল রাফেলা। 'নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি বিক্রি করার ইচ্ছে ছিল ওর। এ-ব্যাপারে ডেনভারের একটা কোম্পানি সাহায্যও করতে চেয়েছিল, তবে শর্ত ছিল লরিকে কথা দিতে হবে। গরু ব্যবসায়ীরা কোম্পানির কাজে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করবে না।'

'কিন্তু বিল বাধা দিত,' বায়ান বলল, 'ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রাফেলা। 'লরি ঠিক করেছিল বিলের বিরুদ্ধে স্লেড আর তার সঙ্গীদের সে উসকে দেবে। বিলকে খুন করতে চাইছিল ও, কিন্তু দোষ হত স্লেডের।'

রাফেলার কথা শুনে পাথরের মত জমে গেল সবাই। কেইন ঘাড় ফেরাল ওদের দিকে, বলল, 'এবার নিশ্চয় বুঝেছ তোমাদের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই?'

'বুঝেছি,' স্লেড জবাব দিল, 'কিন্তু এতে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে না। লড়াই আমাদের করতেই হচ্ছে।'

'তুমি তোমার লোকদের নিয়ে চলে যাও,' কেইন পরামর্শ দিল। 'বুচার এখন অন্য ঝামেলায় ব্যস্ত। আমি কথা দিচ্ছি ওর দলবল তোমাদের ওখানে যাওয়ার আগেই আমি তোমাদেরকে খবর দেব।'

গাল চুলকাল স্লেড, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ফিরে বলল, 'বেশ, চলে যাচ্ছি আমরা।'

লম্বা-লম্বা পা ফেলে কেইনের পাশে এসে দাঁড়াল রায়ান, নিচু গলায় বলল, 'বুচার, টড জার্ভিস আর গ্যারিটি স্টারলাইটে আছে। ওদের কিছু লোক শহর পানে রওনা হয়েছে, অন্যরা রেড ম্যানিয়নের তদারকিতে গরুবাছুর নামিয়ে আনছে অ্যাঞ্জেল পীক থেকে।'

ভয়াল হাসি ফুটে উঠল কেইনের মুখে। 'আসতে দাও।'

'স্লেডকে আমাদের দরকার হবে,' তর্ক জুড়ল রায়ান। 'ওদের পাঠিয়ে দিয়ো না।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। 'না, এতে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যাবে। অনেকে মারা যেতে পারে। তুমি আর আমিই যথেষ্ট। বুচারের সাথে একটা ফয়সালা এখনও বাকি আছে আমার।'

'তুমি আর আমি,' আঁতকে উঠল রায়ান। 'শোন, কেইন–'

ব্যাংকারকে আমল দিল না কেইন, ঘাড় ফিরিয়ে রাফেলাকে বলল, 'তুমি হোটেলে গিয়ে তোমার কামরায় থাক। কাল সকালে যখন স্টেজ ছাড়বে, তোমাকে তাতে তুলে দেব।'

হ্যাঁচকা টান মেরে কেইনকে নিজের দিকে ফেরাল রায়ান। 'বাছা, একটু বুদ্ধি খাটাও। এখন আমাদের লোকবল আছে, যা করার এইবেলা করাই ভাল।'

'বললাম তো, আমরা দুজনই যথেষ্ট।' এমন সুরে কথাটা বলল কেইন যে ওখানেই সব তর্কের অবসান হয়ে গেল।

রাফেলা এগোল হোটেলের দিকে। কেইন ওর সঙ্গী হলো। ধূলি-ধূসর রাস্তার মাঝামাঝি পৌঁছেছে ওরা। এই সময়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ওদের কাছে

দৌড়ে এল রায়ান, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'আরেকটা খবর জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। হার্ভে আজ বিকেলে মারা গেছে। জ্যাকি আর বব ওর লাশ নিয়ে এসেছে শহরে। কাছেপিঠেই কোথাও আছে ওরা।'

কেইন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত, ভাবছে মৃত্যুর আগে টমাস হার্ভে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল কিনা। তারপর বলল, 'রাফেলাকে ওর ঘরে রেখে জ্যাকুলিন আর ববের খোঁজে যাচ্ছি আমি।'

'বব যুদ্ধ ঘোষণা—' রায়ান শুরু করল, কিন্তু কেইন তখন চলে গেছে, রাফেলার পাশাপাশি হওয়ার জন্য পা চালাচ্ছে দ্রুত।

বুচার নিশ্চয় রাফেলার স্যুটে আছে, কেইন ভাবল, সম্ভবত ওদেরকে আসতে দেখেছে শহরে। হয়তো গ্যারিটিও আছে ওর সঙ্গে।

লবিতে ঢুকল ওরা। কেরানি ছাড়া আর কেউ নেই। কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকাল সে। রাফেলা সিঁড়িতে পা রাখল, কেইন ওর পেছনে, ভাবছে বুচার যদি এখানে থেকে থাকে এখনই চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

রাফেলা যখন করিডরে পৌঁছাল কেইন বলল, 'দাঁড়াও।' দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাফেলা, চেহারায় হতাশার ছাপ। 'তুমি এখানেই থাক,' বলে ওর ঘরের দিকে এগোল কেইন। সিঁড়ির মাথায় ওয়াল ল্যাম্প রয়েছে একটা, তার ছিটেফোঁটা আলো এসে পড়েছে রাফেলার দরজায়। সাবধানে বাঁ হাতে নব ঘোরাল কেইন, ডান হাতে পিস্তল তৈরি। আপাতত রাফেলা ছাড়া অন্য কোনদিকে নজর দেবে না বুচার, ভাবল ও। স্লেড এবং সি. সি. রেঞ্জ সম্প্রসারণের ব্যাপারটা এই মুহূর্তে বেশি গুরুত্ব পাবে না ওর কাছে, বিশেষ করে এগুলোর আসল উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে রাফেলার মন পাওয়া। বেলা ইউনিয়নের সামনে খানিক আগে যা ঘটেছে তা যদি বুচারের চোখে পড়ে থাকে, সহজেই আন্দাজ করে নেবে রাফেলার সাথে কেইনও আসবে হোটেলে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কেইন, ডাকল, 'বুচার।' শূন্য কামরায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল ওর গলা। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, আধো-অন্ধকারে চোখ কুঁচকে দেখছে ঘরের ভেতরটা, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে বুচার নেই এখানে। জানালার পর্দা তোলা, রাস্তার ম্লান আলোয় কারোকে দেখতে পেল না কেইন।

করিডর পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল রাফেলা। ও একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বালাতেই কেইন বলল, 'তুমি অপেক্ষা কর এখানে।' রাফেলাকে পাশ কাটিয়ে ওর শোবার ঘরে গেল কেইন। বিপদের আশঙ্কা করেছিল ও, তৈরিও ছিল সেজন্য, কিন্তু ওর অনুমান ভুল হওয়ায় কিছুটা বিস্ময়বোধ করল।

সামনের দরজা আটকে ল্যাম্পহাতে শোবার ঘরে এল রাফেলা, বলল, 'এখানে কেউ নেই, কেইন। তুমি কী আশা করেছিলে?'

'বিপদ। ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে। এখানে বা স্টারলাইট থেকে নজর রাখলে যে-কেউ আমাদের শহরে আসা দেখতে পেত।'

খাটের কিনারে বসল রাফেলা, অবসন্ন গলায় বলল, 'আমাকে একা থাকতে দাও, কেইন।'

কেইন তবু দাঁড়িয়ে থাকল, বুঝতে পারছে সত্যিকার অর্থেই মেয়েটার এখন সাহায্যের প্রয়োজন। ও বলল, 'তুমি তোমার কথা রেখেছ। আমি আমারটা রাখব।'

'সকালে দেখা কর। স্টেজ দশটার আগে ছাড়ে না।'

'আমি ববের খোঁজে যাচ্ছি। বিপদ দেখলে চিৎকার কর।'

ঘুরল কেইন, চোখের কোণে দেখল টেবিলের উপর সাদামত কী একটা পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখল ওটা একটা চিঠি, নীচে ব্ল্যাক গ্যারিটির সই। ওতে লেখা গ্যারিটি চুপ করে রায়ানের কাছে পাঁচশো ডলার রেখেছে রাফেলার জন্য। টাকাটা রায়ান সকালে দিয়ে দেবে রাফেলাকে। বুচার যদি বাধা না দেয় রাফেলা যেন ওই টাকা নিয়ে স্টেজে চেপে অন্য কোথাও চলে যায়।

চিঠিটা আবার টেবিলের ওপর রেখে দিল কেইন। 'তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

রাফেলাকে রেখে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও, দরজার ছিটকিনি খুলে করিডরে পা রাখল, ভাবছে গ্যারিটির কাছে ঠিক এ রকম কিছুই আশা করা উচিত ছিল ওর। তবে কেবলমাত্র গ্যারিটির চিঠি আর টাকায় সমস্যার সমাধান হবে না। স্টেজ যখন ছাড়বে তখন যদি বুচার বেঁচে থাকে, স্ত্রীকে সে চলে যেতে দেবে না। গ্যারিটিও নিশ্চয় জানে একথা। করিডর ধরে নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে কেইন আন্দাজ করতে চেষ্টা করল যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসবে তখন গ্যারিটি কোন পক্ষে দাঁড়াবে। গ্যারিটি নিজেও বোধহয় জানে না এ ব্যাপারে, তবে আশা করছে এমন কিছু ঘটবে যার ফলে সহজেই উদ্ধার পাবে রাফেলা, বুচারের সঙ্গে তার আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে না।

কেইন ওর দরজায় পৌঁছে লক্ষ করল কপাটের নীচ দিয়ে এক চিলতে আলো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির মাথায় চলে এল ও, আবার স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছে। তা হলে বুচার এই চক্রান্ত করেছে। কেইন যা ভেবেছিল, ফাঁদ পেতেছে বুচার, তবে সেটা ওর ঘরে–রাফেলার না।

এক মুহূর্ত সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকল কেইন, তারপর পা টিপে-টিপে ওর দরজায় ফিরে গেল, হাতে পিস্তল উঠে এসেছে। সন্তর্পণে নব ঘোরাল ও, আচমকা একধাক্কায় পাল্লা খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেতরে । পরক্ষণে বোকা হয়ে গেল সে, উপলব্ধি করল তার বোঝা উচিত ছিল বুচার যদি সত্যিই ওর ঘরে ফাঁদ পাতত তা হলে আলো জ্বলত না।

জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে জ্যাকুলিন, কেইন দেখল ও কাঁদছিল। উঠে ওর কাছে এল জ্যাকি, হাসতে চেষ্টা করল। 'খোদার কাছে আমি প্রার্থনা করছিলাম, তুমি যেন এখানে আস, মাইক। ভীষণ ভয় হচ্ছিল আমার, কেবলই মনে হচ্ছিল আর বোধ হয় দেখতে পাব না তোমাকে।'

নিজের হাতের ভেতর ওর হাত টেনে নিল কেইন। 'রায়ানের কাছে শুনলাম তোমার বাবার ব্যাপারে। আমি দুঃখিত–'

'না, বিল। একপক্ষে এ-ই ভাল হয়েছে। বাবার জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

শুধু এক সময় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে তো সুখ পেলেন না, খোদা মেহেরবান, এবার নিশ্চয় সুখ দেবেন বাবাকে।'

'তোমার বাবা যদি তোমাদের একটু বলতে পারতেন–'

'সেখানেই হয়েছে সমস্যা,' কেইনকে বাধা দিল জ্যাকি। 'উনি বলে যেতে পারেননি, আর সেই সুযোগে গ্যারিটি ববকে বুঝিয়েছে কাজটা তোমার। এখন বব বদলা নেওয়ার জন্য তোমাকে খুঁজছে।'

'ও কীভাবে বিশ্বাস করল এটা।'

'করেছে। কথা বানানোর ব্যাপারে গ্যারিটির জুড়ি নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে কারণটা ভিন্ন। আমি ববকে বলেছি তুমি আমাদের বাথানের শেয়ার কিনতে চাও, আর গ্যারিটিও কীভাবে যেন জেনে গেছে সেটা।'

'আমিই বলেছি।'

'আচ্ছা। জানই তো, বব বিশ্বাস করেনি বাবা বুচারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়েছিলেন। গ্যারিটি ওকে বুঝিয়েছে তুমিই বাবাকে খুন করেছ যাতে আমরা বাথানের মালিক হতে পারি। কারণ তুমি জানতে তোমার শেয়ার কেনার ব্যাপারে বাবা কখনোই রাজি হবেন না।'

কেইন বুঝতে পারল গ্যারিটি কেমন সুকৌশলে তথ্যটাকে ওদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। 'কিন্তু বব পারবে না আমার সাথে? গান ফাইটের কিছু জানে ও?'

'না,' কম্পিত গলায় বলল জ্যাকুলিন। 'ও জানে লড়াই হলে তুমি ওকে হত্যা করবে, কিন্তু বব পিছপা হবে না। গ্যারিটি ওকে বুঝিয়েছে তোমার সাথে ওর লড়া উচিত, যাতে সবাই বুঝতে পারে ও বাবার মত কাপুরুষ না।'

এবার সহসাই সমস্যার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করল কেইন। বুঝতে পারল এর সাথে ও আর জ্যাকির কী সম্পর্ক। আজ পর্যন্ত কোন লড়াই থেকে পিছিয়ে আসেনি ও। এ জন্য একধরনের অহঙ্কার আছে ওর, ফলে লড়াই হলে এবারও পিছু হটবে না। কিন্তু যদি জ্যাকির ভাইকে হত্যা করে তা হলে কোনদিন জ্যাকির ভালবাসা সে পাবে না।

জ্যাকুলিনকে পাশ কাটাল কেইন, বিছানায় গিয়ে বসল, সিগারেটের মশলার খোঁজে হাত আপনাআপনি চলে গেছে পকেটে। ও জানে আনুগত্যের বেড়াজালে আটকা পড়েছে গ্যারিটি, এবার সে কেইনকেও একই ফাঁদে জড়িয়েছে। কেইনের মনে হলো কেয়ামতের দিন যেন আসন্ন। ক্ষণিকের জন্য বেহেশতের চেহারা দেখতে পেয়েছে সে, তারপর দরজাটা তার মুখের ওপর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বিশ

তামাকের থলে আর কাগজ হাতে, অনেকক্ষণ খাটের কিনারে চুপচাপ বসে রইল কেইন, হতাশার গ্লানিতে ছেয়ে গেছে মন। ভালবাসা! জিনিসটা কেমন আগে কখনও জানত না ও; এমনকী একটা মেয়েকে পাবার জন্য যে সব পুরুষ উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠত তাদের প্রতি করুণাবোধ করত।

মাইকেল কেইনের কাছে সবসময়ই ব্যাপারটা ছিল সোজাসাপ্টা। সংসারে দুধরনের মেয়ে আছে। কেউ মলি পিয়ারসনের মত, সামান্য কয়েকটা ডলারের বিনিময়ে কেনা যায়। অন্যরা রাফেলা বুচারের মত—এদেরকেও কেনা যায়, তবে তার মাশুল একটু চড়া হয়। জ্যাকুলিনের দিকে তাকাল ও; ওর নাকের বাদামি তিল, লাল চুল, কালচে নীল চোখে উৎকণ্ঠা সবই দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। জ্যাকুলিন হার্ভেকে কেনা যাবে না। কোনভাবেই না। কোল্যাটাসে প্রথম দর্শনেই ওর মাঝে সে একধরনের অটল সততাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। কেইনের মনে হলো সেই দিনটা যেন বহু আগের। গত কয়েক ঘণ্টায় বহুকিছু ঘটে গেছে; এত অল্প সময়ের ভেতর, বোধহয় ওর জীবনে এতবড় ওলটপালট আর হয়নি। ওর, জ্যাকুলিন আর ববের ভবিষ্যৎ—সবকিছুই জড়িত এর সঙ্গে।

একটা কাগজে কিছু তামাক নিয়ে সিগারেট বানাল কেইন, ববের সাথে প্রথম দেখার কথা ভাবছে। ওর মনে পড়ল ছেলেটাকে দেখে সেদিন ওর ঈর্ষা হয়েছিল। ক্ষমতা থাকলে, ববের সঙ্গে নিজের জায়গা বদল করত সে; যদি পুনর্জন্ম নিতে পারত, বব যেভাবে করেছে সেভাবে শুরু করত ওর জীবন। অথচ এখন সেই যুবকই শান্তির পথ ছেড়ে অশান্তির দিকে ঝুঁকেছে। ভুল। কোন লাভ নেই এতে। সিগারেট ধরাল কেইন, চোখ সরিয়ে নিয়েছে জ্যাকির ওপর থেকে, গ্যারিটির কথাগুলো গরম শিকের ছ্যাঁকার মত বাজছে কানে। 'ভাড়াটে বন্দুকবাজ হিসেবে তুমি যে দুর্নাম কামিয়েছ তা কোনদিন ঘুচবে না।' এই কথাই এখন ওর আর জ্যাকির মাঝে বিচ্ছেদের দেয়াল তুলেছে। ববের জন্য কিছুই করার নেই ওর। আর এখানেই হয়েছে সবথেকে জ্বালা। কারণ এই জীবনের যন্ত্রণা সে নিজেও ভোগ করছে। রবার্টের এখন আর পিছু হটার উপায় নেই। মানবচরিত্র গ্যারিটি ভালই বোঝে, আঁতে ঘা দিয়ে ওকে উসকে দিয়েছে।

বুচার আর গ্যারিটি জানে লড়াই হলে কেইনের সামনে টিকতে পারবে না বব। হয়তো তলে-তলে ওরা কোন ফন্দি এঁটেছে যাতে কেইন ববকে মারার আগেই পেছন থেকে ওকে মারতে পারে ওরা। কিংবা হয়তো ভেবেছে বব মরলেই ওদের সুবিধা, কারণ এরপর আর ডিলন মেসায় থাকতে পারবে না কেইন। ব্যাপারটা যা-ই হোক, বস্তুত এ-কারণেই রাফেলার কামরায় ফাঁদ পাতা হয়নি। গ্যারিটি এর চেয়েও ভাল মতলব ঠাউরেছে।

সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কেইন। নীরবে বসে রইল খাটের কিনারে, দুই কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে আছে, ঠোঁটের ফাঁকে মরা সিগারেট। জ্যাকুলিন এগিয়ে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখন কী করবে, মাইক?'

'পালাতে পারব না,' মেঝের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কেইন। 'তোমরা যে-কারণে তোমাদের বাবাকে বুচারের কাছে বাথান বেচতে দাওনি, আমিও ঠিক সে কারণেই পালাতে পারব না। পালানো সম্ভব নয় বলে।'

'কিন্তু ও এখনও ছেলেমানুষ।'

'তোমাদের বয়স সমান, অথচ তোমার বুদ্ধি কত পরিণত।'

'বয়সটাই সব না, মাইক।'

'তুমি বলেছিলে তোমাদের চিন্তাভাবনায় মিল আছে।'

'বরাবর তাই ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটা আলাদা। বব এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। ওর ধারণা বাবার দুর্নাম ঘুচানোর দায়িত্ব ওর। ওকে যদি বিশ্বাস করানো যায় বুচারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য বাবা সি.সি. র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলেন, তা হলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে।'

কেইন জানে কথাটা সত্যি। সেক্ষেত্রে লজ্জার বদলে বাবাকে নিয়ে গৌরব করতে পারবে বব, কিন্তু ওকে বোঝাবার কোন উপায় নেই। বুচার আর গ্যারিটি সত্য কবুল করবে না, টমাস হার্ভের খুনী জার্ভিসও না। রাফেলা নিজের চোখে গোলগুলি দেখেনি, ফলে এরকম কেউ নেই যে ববকে জানাতে পারবে আসলে কীভাবে ঘটেছিল ঘটনাটা। বব যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনার সময় পেত, শেষপর্যন্ত ঠিকই ধরে ফেলত গ্যারিটির মতলব; কিন্তু এখন ওই সময়েরই বড্ড অভাব। বব অপেক্ষা করছে কেইনের জন্য, সম্ভবত স্টারলাইটে। যদি সে ওখানে না যায়, বব এখানে আসবে। আবার সেই অতিপরিচিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে কেইন—মার নয়তো মর। তবে একটা তফাত আছে। ববকে সে খুন করতে পারবে না। যদি ববকে সুযোগ দেয় ওকে খুন করার, সেটাও ছেলেটার জন্য মঙ্গলের হবে না। দুদিন আগে বা পরে, আসল ঘটনা ও ঠিকই জানবে। এবং তখন ও যতদিন বাঁচবে কেইনের মৃত্যু একটা দুর্বিষহ বোঝা হয়ে থাকবে ওর জন্য।

'তা হলে কী করবে?' আবার প্রশ্ন করল জ্যাকি।

'তুমি কী করতে বল?'

'চলে যাও শহর ছেড়ে,' ফিসফিস করে বলল জ্যাকি। 'এটা ঠিক পালানো না, মাইক। আমি ভেবেছিলাম তুমি—মানে আমরা—' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটজোড়া ভেজাল জ্যাকুলিন। 'দেয়ার মত আমার তেমন কিছু নেই, মাইক, কিন্তু আমি ঠিক করেছি তোমার সাথে চলে যাব। ববকে এখানে রেখে যাব আমরা, বাথানটা ও-ই নিক। আমরা সাউথ পার্কে চলে যাব, তোমার পছন্দের জায়গাটা কিনব।'

উঠে ওর মুখোমুখি হলো কেইন। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' বলল নিচু সুরে, 'কিন্তু এভাবে পেতে চাই না।'

ওর কাছ থেকে সরে গেল জ্যাকি, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল, বাইরের

অন্ধকারের ভেতর চেয়ে আছে। 'আমিও তোমাকে ভালবাসি, মাইক।'

জ্যাকির পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকে কেইন, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। ওই মেয়েকে চায় সে এবং পেতেও পারে। চুপিসারে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পেছনের গলি ধরে লিভারি স্ট্যাবলে যেতে পারবে ওরা। সেখান থেকে ঘোড়ায় চেপে চলে যাবে অন্য কোথাও। সম্ভাবনাটা মুহূর্তের জন্য সুরেলা এক ঘণ্টা বাজাল ওর কানে, তারপর মিলিয়ে গেল। কিন্তু অপবাদ তাড়া করবে ওকে। অন্য মানুষের ক্ষেত্রে এরকম হতে দেখেছে সে। লোকে বলবে মাইকেল কেইন তার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। একটা আনাড়ি ছোকরার ভয়ে পালিয়েছে সে। না, এ-কাজ সে করতে পারবে না। এমনকী জ্যাকির জন্যও নয়। অহঙ্কার, নিছক অহঙ্কার, কিন্তু এই পেশায় কেইন এখন এমন এক স্তরে আছে যেখান থেকে পিছু হটা অসম্ভব।

তারপর আরেকটা ব্যাপারে উপলব্ধি করল ও, এবং বিস্মিত হলো। জ্যাকুলিন হার্ভেকেও কেনা সম্ভব। ওর ভাইয়ের জীবনের বিনিময়ে। একমাত্র রবার্টের প্রতি ভালবাসার কারণেই এরকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে মেয়েটা। জীবনে কখনও এমন ভালবাসার স্বাদ কেইন পায়নি। কাছে গিয়ে জ্যাকিকে জড়িয়ে ধরল ও। দীর্ঘক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা, চোখ অন্ধকারের দিকে, মাথার পেছনটা ডুবে আছে কেইনের বুকে।

'কোন লাভ হবে না,' একসময় বলল কেইন। 'কিছুদিন পর তুমি আমাকে ঘৃণা করবে, আর আমিও হয়তো তোমাকে ঘৃণা করব আমাকে পালাতে বাধ্য করেছ বলে।'

'তাই,' ফুঁপিয়ে উঠল জ্যাকি। 'এখন মনে হচ্ছে নরক কী বস্তু আমি বুঝতে পারছি, মাইক। তোমাদের দুজনকেই আমি ভালবাসি। এর মধ্যে একজনকে বেছে নেব কীভাবে?' একটুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলতে শুরু করেছে, যদিও সেটা খুব মজবুত না। ও ভেবেছিল রাফেলার খোঁজে বুচার আর গ্যারিটি আসা পর্যন্ত এখানে সে অপেক্ষা করবে, তারপর যখন আসবে ওরা, নিজের পছন্দমাফিক কায়দায় বোঝাপড়া করবে। এখন আর তা করা সম্ভব হবে না। ওরা আসবে না, কারণ জানে গ্যারিটির ধাপ্পা সেই কাজটি করে দেবে ওদের হয়ে।

'বোধহয় একটা উপায় আছে,' কেইন বলল। 'আমাকে বিশ্বাস হয়?'

'হয়,' অস্ফুট স্বরে বলল জ্যাকি।

'এতে কাজ হবেই তা বলছি না, তবে অপেক্ষা করার চাইতে ভাল। তুমি স্টারলাইটে গিয়ে ববকে বলবে আমি আমার কামরায় আছি। বা অন্য কিছুও বলতে পার। কেবল ওকে সরিয়ে দেবে ওখান থেকে।'

'যদি স্টারলাইটে না থাকে?'

'আমার বিশ্বাস আছে। আর যদি একান্তই না থাকে, লক্ষ রাখবে ও যেন আসতে না পারে। পারবে না করতে?'

'চেষ্টা করব।'

'স্রেফ পাঁচ মিনিট সময় পাইয়ে দাও আমাকে,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল কেইন, করিডর ধরে পেছনের সিঁড়িতে গেল।

সিঁড়ির মাথায় মুহূর্তের জন্য থামল সে, পিস্তলে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে আবার খাপের ভেতর এমনভাবে রাখল যেন সহজেই বের করা যায়। তারপর নীচে নেমে গেল ও, পেছেনের দরজা দিয়ে গলিতে নামল। যখন স্টারলাইটের পেছনের অংশে এল কেইন দেখল দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনের আলোয় লোডিং প্ল্যাটফর্মে মাল খালাস করছে এক লোক।

হালকা চালে ও প্রশ্ন করল, 'গ্যারিটি ভেতরে?'

লোকটা সোজা হয়ে, কৌতূহলী চোখে তাকাল কেইনের দিকে। 'হ্যাঁ। বুচার আর টড জার্ভিসও আছে। আর হার্ভের ছেলেটা। জরুরি পরামর্শ করছে ওরা। তুমি না গেলেই ভাল করবে, মিস্টার।'

'গ্যারিটিকে আমার একটু দরকার,' প্ল্যাটফর্মে উঠে বসল কেইন।

এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল লোকটা, বলল, 'এটা খোশগল্প করার সময় না, মিস্টার।'

'খোশগল্প করব না,' বিরক্তির সুরে জবাব দিল কেইন। 'আমার কাছে গ্যারিটির কিছু দেনা আছে, পাওনা বুঝে নেয়ার এর চেয়ে ভাল সময় আর পাব না।'

লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গুদাম-ঘরে ঢুকে গেল কেইন, পেছনের দরজা আটকে হুড়কো তুলে দিল। হুড়কো তোলার শব্দ পেয়ে দরজায় লাথি মারতে শুরু করল লোকটা, ক্রুদ্ধ গলায় গালি-গালাজ করতে লাগল। ওকে পাত্তা দিল না কেইন, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে স্যালুনে ঢোকার দরজায় এসে থামল। কান পাতল ও, বেশকটা গলা শুনতে পেল, কিন্তু দূর থেকে ভেসে আসায় চিনতে পারল না। পাল্লা সামান্য ফাঁক করল ও। তবু ঘরটা কতখানি লম্বা বা ভেতরে কে-কে আছে বুঝতে পারল না; অথচ ওর সময় ফুরিয়ে আসছে, জানে আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। দরজাটা আরেকটু ফাঁক করল কেইন, আলগোছে ঢুকে পড়ল স্যালুনের ভেতরে।

বুচার আর জার্ভিস কামরার সামনের অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুচার বারের পাশে, জার্ভিস তার বাঁয়ে খানিকটা দূরে। গ্যারিটি বারের পেছনে। চকিত নজরেই কেইন দেখল রোজকার বারটেন্ডার উপস্থিত নেই। বব হার্ভেকে কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না। ওদের দিকে এগিয়ে গেল কেইন, মাথা দ্রুতগতিতে কাজ করছে। কাজটা এখনই শেষ করতে হবে—বব ফিরে আসার আগেই। জ্যাকুলিন ওকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না।

কেইনকে প্রথম দেখতে পেল জার্ভিস। গাল বকল ও, চেঁচিয়ে উঠল, 'শালা, বন্দুকবাজ।'

পাঁই করে ঘুরল বুচার, চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে তাকাল কেইনের দিকে। গ্যারিটি বলল, 'তুমি বোধহয় বব হার্ভেকে খুঁজছ, কেইন। নিশ্চয় শুনেছ ও-ও তোমাকে খুঁজছে।'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না কেইন। এখনই আক্রমণ শানাতে হবে, নইলে ফালতু কথা বলে বব ফিরে না আসা অবধি ওকে দেরি করিয়ে দেবে গ্যারিটি।

'আজ আমি অ্যাবনার লরিকে খুন করেছি, বুচার,' কেইন বলল কঠিন গলায়। 'অথচ তোমারই উচিত ছিল ওকে মারা। আমার বউ যদি কারও সাথে পালাত, আমি নিজের হাতে খুন করতে চাইতাম সেই লোককে।'

'বেরিয়ে যাও,' চেঁচিয়ে উঠল গ্যারিটি। 'সাহস থাকে তো বব হার্ভেকে খোঁজ গিয়ে–'

'চুপ কর।' এগিয়ে এল কেইন, ধীরপায়ে হাঁটছে, চোখের কোণে লক্ষ রাখছে গ্যারিটির ওপর। 'শোন, বুচার, তোমার বউ হোটেলে আছে। কাল সকালের স্টেজে চলে যাচ্ছে ও। আমি সাধারণত কারও পারিবারিক ব্যাপারে জড়াই না, তবে এতে জড়াচ্ছি। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

একথার পর আর চুপ থাকতে পারল না বুচার। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় একটা চিৎকার দিয়ে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে, দৌড়ে আসতে শুরু করল কেইনের উদ্দেশে। কিন্তু ততক্ষণে কেইনের হাতে পিস্তল উঠে এসেছে, তিনজনের মধ্যে গ্যারিটি সবচেয়ে চালু হবে আন্দাজ করে ওকেই করল প্রথম গুলিটা। গ্যারিটির ডান হাতে আঘাত হানল তপ্ত সীসা, ভারি ক্যালিবারের বুলেটের ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল জুয়াড়ি।

বুচার পিস্তল বের করে ফেলেছে। গুলি করল কেইনকে, কিন্তু চশমা পরে কাছের জিনিস ভালমত দেখতে পায় না বলে মিস্ করল। চোখের কোণে কেইন লক্ষ করল টড জার্ভিসের পিস্তল হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে আধাআধি। এখন দুজনের যে-কারোকে বেছে নিতে হবে ওর, কেইন বুঝতে পারল। বুচার না থাকলে, জার্ভিস এমনিতেও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তাই বুচারকেই গুলি করল ও।

জার্ভিস ওকে ঘায়েল করবে আশঙ্কা করেছিল কেইন, কিন্তু স্যালুনের দরজা থেকে আচমকা আরেকটা গুলি হলো, বারের কিনার থেকে দূরে ছিটকে পড়ল জার্ভিস। ঘাড় ফিরিয়ে কেইন দেখল দোরগোড়ায় প্যাডি রায়ান দাঁড়িয়ে, হাতের পয়েন্ট ফোর ফাইভ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প-অল্প।

বুচারের পিস্তল হাতছাড়া হয়েছে। এবার হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল সে, হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে, কিন্তু ওর তখন শেষসময় উপস্থিত। চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ও, কষ বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, দুবার খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল শরীর, পিস্তলের বাঁটের ওপর হাত শক্ত হয়ে গেছে।

গ্যারিটির দিকে পিস্তল তাক করে বারের উদ্দেশে এগোল কেইন। ঠিক ওই সময়ে ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে ঢুকল রবার্ট হার্ভে, মুখ সাদা। চেঁচিয়ে উঠল ও, 'কেইন, আমি তোমাকে–'

'চোপ্।' ওর পিঠে পিস্তল ঠেসে ধরল রায়ান। 'গোঁফের রেখা দেখা না দিতেই পাখা গাজিয়েছে, না? চুপ করে শোন আগে, কেইনের কী বলার আছে।'

গ্যারিটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেইন। কনুই থেকে জুয়াড়ির ডান হাত ঝুলছে ল্যাগব্যাগ করে, শ্যামলা মুখাবয়বে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। কেইন

জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাঁ হাত কেমন চালু, ব্ল্যাক?'

'একদম না,' গ্যারিটি জবাব দিল। 'প্রথম দিন তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম তুমি একটা আস্ত কুফা। লরি সেই রাতে তোমাকে মারতে পারলে আমরা সবাই বাঁচতাম।'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট, পালা করে জার্ভিস আর বুচারের লাশ দেখেছিল। এবার কেইনের উদ্দেশে বলল, 'আমি তোমাকে ছাড়ব না, কেইন। ওদের মেরেছ বলে তুমি রেহাই পাবে না।'

'যাতে পাই গ্যারিটি তার ব্যবস্থা করবে,' শান্ত গলায় বলল কেইন। 'পিস্তল ধরতে পারবে না এমন লোককে আমি কখনও খুন করিনি, কিন্তু ও যদি মুখ না খোলে আজ তাই করব।'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই।' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়িয়ে, বুচারের লাশের দিকে তাকাল গ্যারিটি। 'যাই বল, কেইন, লোকটা কিন্তু দারুণ একটা প্রতিভা ছিল। দুটো গুণ ছিল ওর। টাকা বানাতে জানত, আর লোক খাটাতে পারত। আমার ওপর নির্ভর করেছিল বিল, কিন্তু আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না।'

'আসল কথাটা বল।'

'এখন আর না বলার কোন মানে হয় না।' বাঁ হাতে বারের রেইল ধরে নিজেকে সোজা রাখল গ্যারিটি, ব্যথায় দুই ঠোঁট পরস্পর চেপে বসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল, 'আমরা তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছিলাম, বব। টড জার্ভিস তোমার বাবাকে খুন করেছে। টমাস বিলকে ওর বাসায় জানাতে গেছিল সে কম্বাইন ছেড়ে দিচ্ছে। বিলকে ও জোচ্চর বলে গাল দিয়েছিল, কিন্তু বিল লড়াই করেনি। তারপর টমাস যখন বাড়ির পথ ধরে তখন জার্ভিসকে পাঠিয়ে ওকে মারিয়েছে।'

হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রবার্ট, ভয়ার্ত শিশুর মত কাঁপছে ঠকঠক করে। কেইন বুঝতে পারল সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে এখন। ও বলল, 'গ্যারিটি, তুমি মনে হয় অনেকদিন বাঁচবে–অন্য কোথাও।'

'অবশ্যই,' অস্ফুট স্বরে বলল গ্যারিটি। 'রাফেলাকে নিয়ে আমি চলে যাব। রায়ান, তোমার কাছে স্টারলাইট বেচে দেব আমি। সস্তায়। এই শহরে তুমিই যা একটু ডাক্তারি জান। এবার আমার জখমের চিকিৎসা কর।'

ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কেইন। গুদাম-ঘর পেরিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিল ও। লোডিং প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল যে-লোকটা মাল খালাস করছিল ওখানে সে চলে গেছে। লাফিয়ে গলিতে নামল কেইন, লিভারি স্ট্যাবলের দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

এখানে থাকতে পারবে না ও। জ্যাকিকে ও ভীষণ ভালবাসে, বিয়ে না করে ওর কাছাকাছি থাকা সম্ভব হবে না। আবার, ওকে বিয়ে করবে তাও সম্ভব না। ওর প্রতি মেয়েটার যত দুর্বলতাই থাকুক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। সময়! হ্যাঁ, সময়ই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। আর কোন পুরুষকে ও খুঁজে

নেবে। ওকে ভুলে যাবে।

গলি থেকে বেরিয়ে লিভারি স্ট্যাবলে গিয়ে ঢুকল কেইন। আস্তাবল মালিক আরেক প্রান্তে রয়েছে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'আজ যে ঘোড়াটা নিয়েছিলাম সেটা আমি কিনতে চাই। স্যাডলসহ। কত পড়বে?'

লণ্ঠনের ম্লান আলোয় কেইনের মুখ একটুক্ষণ জরিপ করল আস্তাবল মালিক, বুঝতে পারছে কেইনের তাড়া আছে। সুযোগ পেয়ে দর বাড়াল সে। 'দেখ, ভাল জিনিস–'

'কত?'

'তা শ-খানেক–'

'বেশ,' বলে ঘোড়ার দাম চুকিয়ে দিল কেইন।

ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাচ্ছে ও এই সময় শুনতে পেল জ্যাকুলিন বলছে, 'মাইক, তুমি নিশ্চয় চলে যাচ্ছ না?'

জ্যাকুলিনের দিকে ঘুরল কেইন, আরও আগেই চলে যায়নি বলে মনে-মনে অভিশাপ দিল নিজেকে। 'হ্যাঁ, চলেই যাচ্ছি।'

কাছে এল জ্যাকি, মাথা উঁচু করে আছে। 'বব?'

'না। গ্যারিটি সবকিছু খুলে বলেছে ওকে।'

'তা হলে?'

ঢোক গিলল কেইন, জ্যাকিকে বুকে টেনে নেয়ার ইচ্ছে দমন করল অতিজকষ্টে। বলল, 'গ্যারিটি একবার আমাকে বলেছে, আমার দুর্নাম কোনদিন ঘুচবে না। অপঘাতে মৃত্যু হবে আমার। এর ভেতর তোমাকে আমি জড়াতে পারব না, জ্যাকি। নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে যাব।'

ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকুলিন, মুখে লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে। 'মাইক,' বলল ও, 'আমি জানি তুমি কী ভাবছ। এজন্যই তোমাকে এত ভাল লাগে। তবে একটা জিনিস তুমি ভুলে যাচ্ছ। তোমাকে প্রয়োজন আছে ডিলন মেসার লোকদের। বহু কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও।'

একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল কেইন, ভাললাগায় মন উথালপাতাল করছে। জ্যাকি বোধহয় ওর মনোভাব বুঝতে পারল, তাই তাড়াতাড়ি শেষ করল কথা। 'বন্দুকবাজিতে অন্যায়ের কিছু নেই, মাইক। কাজটা তুমি কার স্বার্থে করছ সেইটেই আসল। তোমার যদি সত্যিই অপঘাতে মৃত্যু হয় কখনও, যে কটাদিন কাটাতে পারব তোমার সাথে তাতেই সুখী থাকব বাকি জীবন।'

স্যাডলের দিকে ঘুরল কেইন, তারপর অনুভব করল হাত টেনে ধরেছে জ্যাকি। মেয়েটার কথা ঠিক, ওকে প্রয়োজন মেসার লোকদের। ছোটখাট অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি এখনও রয়ে গেছে, সেগুলো সারিয়ে তুলতে হবে। তবে ও সব থেকে উপকারে আসতে পারবে ববের। ও এখনও ছেলেমানুষ, সুপথে ওকে চালাবার জন্য একজন অভিভাবক দরকার।

'মাইক,' আবার ডাকল জ্যাকুলিন, 'আমার মুখের দিকে তাকাও। বল,

আমাকে তুমি ভালবাস না।'

'পারব না বলতে।'

'তা হলে আমি তোমার সাথে যাব।'

স্যাডল থেকে হাত সরিয়ে নিল কেইন, তাকাল জ্যাকির দিকে। সহসাই মনে হলো ও ভুল করতে যাচ্ছিল। নিজেকে ভাল করার সময় এখনও আছে।

***